প্রবাহ ১

[illegible] 2

১৩১৪

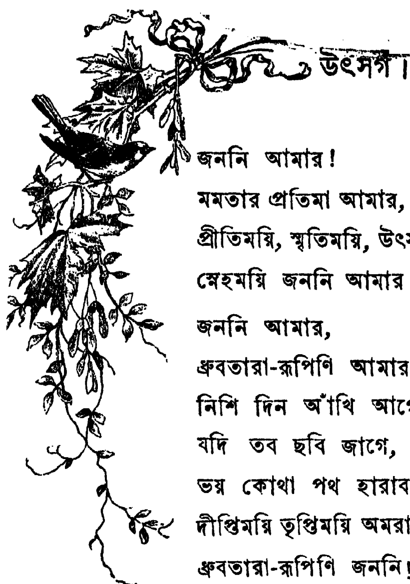


উৎসর্গ



শ্রীমতী-সরলাবালা দেবী

প্রীতি—



উৎসর্গ।

জননি আমার!
মমতার প্রতিমা আমার,
প্রীতিময়ি, স্মৃতিময়ি, উৎস করুণার,
স্নেহময়ি জননি আমার!

জননি আমার,
ধ্রুবতারা-রূপিণি আমার!
নিশি দিন আঁখি আগে,
যদি তব ছবি জাগে,
ভয় কোথা পথ হারাবার?
দীপ্তিময়ি তৃপ্তিময়ি অমরাবাসিনি,
ধ্রুবতারা-রূপিণি জননি!
অনাবৃত হিমময় হৃদয় আমার,
চারিদিকে কঠিন তুষার।
তোমার প্রখর তেজে, গলিয়া গিয়াছে সে যে,
নাহি আর কঠিন তুষার,
আজি সে পাষাণ গেহে, যে প্রবাহ যায় বহে
শুন কলধ্বনি-স্তুতি, তার,
জ্যোতির্ম্ময়ি জননি আমার,
রবিচ্ছবি-রূপিণি আমার!

মায়ের ছবি।

নীলাকাশে বিন্দু বিন্দু দীপ্তি-চূর্ণগুলি,
ছড়ায়ে পড়েছে চারিদিকে পথ ভুলি,
মনে পড়ে, যতবার চেয়ে আমি দেখি,
আমার মায়ের দুটী স্নেহভরা আঁখি।

সভয়ে, সঙ্কোচে, ম্লানমুখে শশী এসে,
বরষার সন্ধ্যাকালে দাঁড়াল আকাশে,
মনে পড়ে, দেখি সেই মলিন বদন
আমার মায়ের দুটী করুণ নয়ন।

কোজাগর পূর্ণিমা নিশীথে, জ্যোৎস্নারাণী,
স্নেহ-বাহু-পাশে বাঁধি আদরে ধরণী,
সস্নেহ চুম্বন তারে করে বার বার,
মনে পড়ে, মায়ের সে স্নেহ পারাবার।

অমরাবাসিনি অয়ি স্নেহময়ি দেবি,
নিশিদিন নিরজনে আঁকি তব ছবি,
হয় না, মা, ভাল তাহা, কি করিব আর,
সে ছবিই জীবনের সম্বল আমার।

যে তোমার কথা বলে।

যে তোমার কথা বলে, মা,
মনে মনে আমি করি,
তার কাছে শুধু বসে থাকি
সারাটী দিবস ধরি।

যে তোমার কথা বলে, মা,
গুণ গাহে মা, যে তোমার,
মনে হয় যেন মোর তারে,
আপন হতেও আপনার।

যে তোমার কথা বলে', মা,
ফেলে দুটী ফোঁটা আঁখিজল,
ইচ্ছা হয় ধরি মাথায় আমার
তাহার দুখানি পদতল!

জপ-মন্ত্র শুধু এই মোর,
মা আমার, ওগো মা আমার,
একবার কি গো স্নেহময়ি,
উত্তর দিবেনা তুমি তার?

বেলা ভূমে।

হায় এই বেলা ভূমে অশান্ত কল্লোলোচ্ছ্বাস
হেরি কত আর,
পলে পলে ভাসাইব জীবনের প্রতি কণা
এ সিন্ধু মাঝার।
যে উপলখণ্ডোপরি আজি দাঁড়াইয়া আছি,
হয়ত নিমেষে,
প্রবল তরঙ্গাঘাতে অসীম সমুদ্র মাঝে
পড়িবেক খ'সে।
যে ধ্রুব তারকা হেরি ধরি যার আলো রেখা
ভ্রমি এ আঁধারে;
নিবিড় জলদমালা হয়ত ফেলিবে ঢাকি
মুহূর্ত্তেক পরে।

অন্ধকার।

যখন পড়িল ছায়া স্রোতস্বিনী নীরে,
ডুবে গেল পরপার নীরবে তিমিরে,
জলে কত তারা জ্বলে, দেখে মনে হয়,
ঘুমায়েছে তা'রা বুঝি সলিল শয্যায়।
যত ছেলে মেয়ে বুঝি পড়িল ঘুমায়ে
জননীর সুখক্রোড় স্নেহের নিলয়ে।
যত পাখী সুখ নীড়ে ফিরে এল বুঝি।
গৃহহীন সুখহীন কে আছিস্ আজি ;
মিশিছে রোদন কার তরঙ্গ কল্লোলে?
মা আমার, লও তারে তুলে লও কোলে!

যখন ডুবিয়া গেল নদী-পরপার
আঁধার সমুদ্র মাঝে, কেবল আঁধার
জলে স্থলে দশদিকে, মসী-চিত্র-লেখা,
পূরব আকাশ প্রান্তে ক্ষীণ চন্দ্র রেখা
ডুবে ডুবে যায় বুঝি, জগত সংসার
বাহুতে বেষ্টন করি, অনন্ত আঁধার
চাহে তারে গ্রাসিতে, নাশিতে, একেবারে,
মা আমার, রক্ষা কর, রক্ষা কর তারে।

ওই যে আঁধার-মগ্ন নদী-পরপার,
কি আলো ও দেখা যায় মাঝে মাঝে তার?

ক্ষুদ্র ও আলোক ভেলা কে দিল ভাসায়ে
আঁধার তরঙ্গ মাঝে, কি সাহস লয়ে
আপনি ভাসিয়া চলে আপনার মনে;
ও জ্বলিছে দীপ কোন ধনীর ভবনে,
অথবা জ্বলিছে কোন দুঃখীর কুটীরে,
আলো রেখা তাই দেখা যায় দূর তীরে;
মনে হয়, দেখি, ঘোর বিপদ সময়,
এ যেন মায়ের স্নেহাশীষ মধুময়।

সন্ধ্যাবেলা।

আমি, মা, আকাশে চেয়ে থাকি!
যদি বা তারার কাছে
দেখিবারে পাই, আছে
স্নেহ ভরা সেই দুটী আঁখি।

দূরে অন্ধকার গাছে গাছে,
সেইদিকে থাকি চেয়ে,
মনে হয়, ওরি মাঝে,
লুকায়ে তোমারি ছায়া আছে।

কূলহারা মেঘ-পারাবার
বনান্তে মিশিছে গিয়ে,
সেই দিকে থাকি চেয়ে,
যদি চিহ্ন পাই মা তোমার!

তারা ফোটে শতলক্ষকোটি
প্রশান্ত স্নেহেতে ভরা,
সুকৃষ্ণ সে দুটী তারা
কোথা মা তোমার আঁখি দুটী?

ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে,
তোমার ঘরের কাছে,
প্রদীপ পড়িয়া আছে,
জ্বলিবে, তুমি মা ঘরে এলে!

আমি মা, আকাশে চেয়ে থাকি
অনিমেষ আঁখি নিয়ে,
আকাশের পথ চেয়ে,
শুধু মা তোমায় আমি ডাকি
জননি গো! বল, বল,
এ তোর কিসের ছল?
আমি কি নিজেরে দিই ফাঁকি?

জিজ্ঞাসা।

চলে গেলি, তবু পথ চেয়ে থাকি,
আসিবিনা জানি, তবু তোরে ডাকি,
তবু পোড়া চোখে আসে কেন জল!
ওমা, বল্ তাই একবার বল্!

একা পড়ে আছি অন্ধকার ঘরে,
ওঠে চিন্তা কত, ডোবে ধীরে ধীরে
তোরি তরে কেন হিয়া সচঞ্চল?
ওমা, বল্ তাই একবার বল্!

সকলেই ওগো মা বলিয়া ডাকে,
আমার কে আছে, মা বলিব কাকে,
শূন্যময় কেন পূর্ণ ধরাতল?
তাই মা সুধাই বল্ মোরে বল্!

খেলা সাঙ্গ হল বেলা বেড়ে যায়,
কাজ করিবার এই তো সময়,
হিয়া কেন তবে আকুল বিহ্বল,
তাই মা সুধাই, বল্ মোরে বল্!

কোথা মা আছিস্ বল্ একবার,
উত্তর পাইনা ডাকি শতবার
বিপদে সম্পদে তোরে ডেকে বাঁচি,
এই অধিকারে আজো বেঁচে আছি

এ পার ও পার।

এ পারে দাঁড়ায়ে আমি ও পার দেখিতে পাই
ছায়ার মতন,
জননি গো, জান তুমি বিফল প্রয়াস কত,
কতই যতন!
কে জানে এ পারে শশী ঢালে যেই সুধারাশি
মধুর কিরণ,
এ পারে আলোক দান, করে সারা দিনমান
মোদের, তপন।
মানব বাঁধিছে গৃহ কত কি যে দিয়া, পাখী
রচে নীড় গাছে,
ছায়া-ময় পরপার, কি জানি সেথায়, কিবা
আছে কিনা আছে?

২

দেখি যেন দূর হ'তে দেখা যায়, দেখা যায়
তবু যেন ভুল,
স্বপন ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন পরাণ হয়
উদাস আকুল।
ওকি ঘন বনশ্রেণী? ওরি মাঝে লোকালয়
আছে কি লুকায়ে?
ওখানে কি কাটে দিন এমনই হাসি কান্না,
সুখ দুঃখ লয়ে?

ওই যে জ্বলিছে আলো, ও আলো কিসের আলো
বন অন্তরালে,
ওই স্নিগ্ধ পুণ্য দীপ্তি ও রহস্য অন্ধকারে
কার গৃহে জ্বলে?

৩

কে জানে কি জাগরণ, কিবা ঘুমাইয়া আমি
দেখি এ স্বপন,
কিবা এই সুখগৃহ কিবা এই প্রেম স্নেহ
প্রিয় পরিজন!
কেন এই ব্যবধান, মাঝে এ প্রবলা নদী
এ পার ও পার,
হে আত্মা অন্তরযামি, করিতে পারনা তুমি
সব একাকার?
নদীতে ভাসাই যাহা, মনে করি পাব তাহা
ও পারের দেশে,
জননি গো, জান তুমি আছে কি গিয়াছে সব
নদীস্রোতে ভেসে।

পাষাণী মা।

ওগো ওমা জননি গো, ওগো মা পাষাণি,
কি পাষাণ দিয়া তুমি বাঁধিয়াছ প্রাণ,
এত যে আকুল প্রাণে করুণ আহ্বান,
কিছু কি শ্রবণে তব নাহি পায় স্থান?

ওগো ওমা, স্নেহময়ি জননি আমার,
আজি কেন তনয়ারে স্নেহহীন হ'লে,
তুমিও বিমুখ যদি হইলে আমারে,
তবে কোথা স্থান খুঁজে পাব ভূমণ্ডলে!

মনে পড়ে স্নেহপূর্ণ নয়ন তোমার,
বাল্যের আশ্রয় মোর, সেই ক্রোড় তব,
সে আশ্রয় আজি আর নাহিক আমার
ওমা, আর কোথা গিয়ে হৃদয় জুড়াব?

কে চিনালে আমারে এ ভীষণ সংসার
কে ডুবালে আমারে এ দারুণ তুফানে,
মাগো, মোর এ জগতে স্থান নাহি আর
তোমার ও মধুমাখা স্নেহক্রোড় বিনে।

ভিক্ষা।

আশীর্ব্বাদ কর মা তাহারে,
যে ছিল ও প্রাণের রতন
জীবনটা কাটাইতে পারে
যেন মা, সে তোমারি মতন।

যেন মা, সে তোমারি মতন
জগতের প্রাণে ঢালে স্নেহ,
মমতার ভিক্ষা নিতে এসে
বিমুখে ফেরেনা যেন কেহ।

নিতি যেন এ চোখের জল
জগতের বেদনায় ঝরে,
নিজের সে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ
অধীর করেনা যেন তা'রে।

মা আমার প্রতি কাজ যেন
মনে পড়ে তোমার কথায়
সন্তানের যোগ্য যেন থাকি
যতদিন থাকিব হেথায়।

মনে রেখো।

মনে রেখো, এ জীবনে গড়িয়া তুলিতে হবে,
আর এক নবীন জীবন
এ কূল ভাঙ্গিয়া নদী আবার নূতন দ্বীপ
সযতনে করিছে গঠন।
অতীত নিমিষ যত প্রতিদিন চলে যায়;
যায় না ফুরায়ে,
আর এক নব দেহ গোপনে গঠিত হয়,
অতীতের সে নিমিষ লয়ে।
শত ভাব মনে ওঠে, মনেই মিলায়ে যায়,
ভেব না সে বৃথা হয়ে যায়,
সেই ভাব-ফুলে হয় একখানি মালা গাঁথা
নিরজনে স্মৃতির সূতায়।
হে রূপসি, দিবানিশি দেহের ফুটাতে রূপ
কেন এ যতন?
সে রূপ ফুটায়ে তোল, যে রূপ মরণানলে
ধ্বংস হয়ে যাবে না কখন।
অন্তর মাঝারে তব যত ভাব, যত কাজ,
অতীতের প্রতি পল দিয়া,
দেহ গৃহবাসী আত্মা আপনি, নূতন দেহ
সযতনে তুলিছে গড়িয়া।
এ ভ্রূণ গঠনে, নাই বিধাতার অধিকার,

সব ভার তোমার উপর,
কুৎসিত করিলে তারে কুৎসিত করিতে পার,
পার তারে করিতে সুন্দর।
গত জীবনের তব প্রতিপল মূল্য দিয়া
যে জীবন করিতেছ ক্রয়;
যেন তারে প্রতিপলে, সম্পূর্ণ করিতে পার,
ভাঙ্গা চূরা সে যেন না হয়।
এ জগত ত্যজি, গেছে নূতন জগতে, যত
তোমাদের আপনার জন,
একদিন কতদিনে আবার তাদের সনে,
সেথা গিয়া হইবে মিলন,
যতনে গঠন কর আপনারে, আজি হতে
মিলনের সে দিন ভাবিয়ে,
সে দিন তাদের সনে যেন গো মিলিতে পার
ধরা হ'তে সুন্দর হইয়ে।

চোর ধরা।

আঁধার আড়ালে লুকাইয়া ছিলে
চাতুরী করিয়া মোরে,
বাহির করেছি খনির রতন
এখন কেমন করে।
উৎসব আনন্দে পূর্ণ এ জগত
বড় সুখ প্রাণে আজি,
এতদিন পরে আঁধারে, আমার
"আমি"কে পেয়েছি খুঁজি।
তাই ভাবিতাম কিসের লালসা
এতই দুরন্ত বুকে,
বাহিরে খুঁজেছি হৃদয় আঁধারে
রতন লুকায়ে রেখে।
খুঁজে পাই নাই নিজে এসে চোর
দিয়াছে আমারে ধরা,
মুখ-শতদল অমিয়া মধুর
হাসি-পরিমল ভরা।
পূর্ণ তুমি নাথ, বাঞ্ছিত তুমি হে
চির আশা চাওয়া নিধি,
আজ রতন কুড়ায়ে কে যে দিয়ে গেল
আঁচলে আমার বাঁধি।





প্রভাত

জীবন।

বসিয়া নদীতীরে,
চাহিয়া অপলকে,
বালুকা গণি আমি শুধু রে
তটিনী কুলুকুলে
বহিছে কূলে কূলে,
শ্রবণে বাজে আসি মধু রে
উপরে নীলমেঘে
তপন আছে জেগে,
দহিছে শির খর কিরণে।
খসিয়া পাতাগুলি
মাখিছে বনধূলি,
লুটায়ে পড়ে তরু চরণে।
কুসুম অবশিত,
কোকিল শ্রান্তচিত,
ভ্রমর আর নাহি গুঞ্জরে।
রয়েছে বনছায়ে
বিহগ লুকাইয়ে,
বকুল আর নাহি মুঞ্জরে।

প্রকৃতি শ্রান্ত, শুধু
হৃদয় করে ধূধূ,
চৌদিকে কেহ কোথা নাহি রে।
বসিয়া নদীতীরে
জীবন দ্বিপ্রহরে,
বালুকা গণি আর চাহি রে।

ফুরায়ে যায় বেলা,
ভাঙ্গিছে খেলা মেলা,
লুকায় পাখী নিজ আবাসে।
আকাশে রাঙ্গা রাঙ্গা
নীরদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা
শতেক রঙ্গে কত শোভা সে।
বনের ছায়া মাঝে
আঁধার ভীমসাজে
প্রকাশে ক্রমে নিজ মূরতি।
সে আলো কোথা গেল,
আঁধার দেখা দিল,
না জানি ধরণীর কি রীতি।
আকাশে দেখি চাহি
চাঁদের রেখা নাহি,
তারকা উপহাসে হাসিয়া।

নদীর কালো জলে
তাহার ছায়া জলে,
বালুকা মাঝে আমি বসিয়া।

নীরব হ'ল পাখী
ক্ষণেক ডাকি ডাকি,
নীরব হ'ল ক্রমে ধরণী।
জগত এলোকেশে
ঢাকিয়া, ভীমবেশে
রহিল নিশা তম-বরণী।
কেহ না আসে কাছে,
কোথায় কেবা আছে,
সবারে ডাকি আয় আয় না।
আঁধার ঘোর এসে
পড়েছে তটদেশে,
বালুকা দেখা আর যায় না।
শুধুই মেঘশিরে
তারকা উঁকি মারে,
আলেয়া করে দূরে ছলনা।
গভীর অন্ধকারে
রহিনু নদীতীরে,
বালুকা গণা মোর হ'ল না।

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা

আমার এ প্রাণ যদি হতো শুধু একখানি গান,
বাজিত উন্মাদস্বরে নিশিদিন আকুল আহ্বান;
বরষায় নদী যথা উছলিয়া ওঠে কুলে কুলে,
কি আবেগে, কি উচ্ছ্বাসে, ছুটে যায় কি তরঙ্গ তুলে!
উঠিত তরঙ্গ স্বরে, স্বরে স্বরে উন্মাদ ঝঙ্কার,
স্বরে স্বরে ফুটিত রে যত কথা যত ব্যথা তার!
কভু অভিমানে ভোর, কখনো বা সজল নয়নে,
কখন বা মূর্চ্ছনায় মূরছিত বাঞ্ছিত চরণে।

যদি মোর এ পরাণ বীণা হয়ে উঠিত বাজিরে,
রুদ্ধ আছে যে কারায় মুক্ত হ'ত তা হ'তে আজিরে;
বাতাসে মিলা'ত স্বর প্রতিধ্বনি আসিত রে ফিরে,
ধীরে ধীরে ভেসে যেত, ফিরিয়া আসিত ধীরে ধীরে;
বাতাসে বহিয়া যেত দেশে দেশে, দিগ্‌দিগন্তরে,
ঘন অরণ্যের মাঝে, লোকালয়ে, প্রান্তরে, কান্তারে;
কখনো চাঁদিনী রাতি, জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া যে'ত স্বর,
দূর হ'তে শুনা যে'ত সকরুণ মধুর মধুর!
কখনো বা ঝঞ্ঝাসনে একেবারে মিলিয়া মিশিয়া,
উন্মাদ পাগল সম হাহা রবে বেড়াত ছুটিয়া।

যদি আজি প্রাণ মোর ফুটিয়া উঠিত ফুল সনে;
যদি প্রাণ ধ্বনিত রে অরণ্যের মর্ম্মর স্বননে;

নদীর হিল্লোলে যদি উঠিত নামিত বার বার;
নদীর কল্লোলে যদি গাহিত রে কুলু তানে তার;
ছেলে কোলে মা যখন চুমা দেন তার চাঁদ মুখে,
মিশাইত সে চুম্বনে জননীর সেই স্নেহ সুখে;
চাষা আসে ক্ষেত্র হ'তে সন্ধ্যাকালে কুটীরে তাহার,
প্রদীপ জ্বলিছে গৃহে ছেলে মেয়ে ঘিরি চারিধার;
কোথা বা ধনীর গৃহে উঠিছে আমোদ কোলাহল,
অন্য কক্ষে বসি নারী গোপনে মুছিছে আঁখিজল;
কত জাতি, কত ভাষা, সুখী দুঃখী কত পরিবার,
প্রাণ যদি প্রাণ হ'য়ে মিশায়ে রহিত প্রাণে তার;
বিফল তপস্যা মোর! নিশি জাগি বৃথা আরাধন!
জীবন সঁপিনু, তবু গড়িবারে নারিনু জীবন।

শৈশব স্বপন।

আজি যদি একবার লইতে ফিরায়ে
স্নেহময়ি, তোমার স্নেহের চুমা দিয়ে
সুখময় ক্রোড়নীড়ে, জননি আমার!
ফিরায়ে আনিতে যদি আর একবার
সেই শৈশবের সন্ধ্যা, ছাদের উপর
বিছানো মাদুর খানি, স্নিগ্ধ চন্দ্রকর!
ভাই বোনে চারিধারে, তুমি মাঝে তার,
কি সুন্দর সন্ধ্যাকাল, জননি আমার!
কোলে মাথা রেখে শুই নিদ্রা যদি আসে,
কখন্ ঘুমায়ে পড়ি সন্ধ্যার বাতাসে!
সুপ্ত ধরণীর পানে চাঁদের মতন,
মোর পানে অনিমিষ ও দুটী নয়ন
চেয়ে থাকে, ঘুচাইতে অমঙ্গল ভার
বুলাও স্নেহের কর ললাটে আমার।
সেই শৈশবের প্রাতে যত ভাই বোনে
কত খেলা, কত হাসি, বসিয়া অঙ্গনে,
এক সাথে পাঠাভ্যাস একত্রে ভোজন,
এক সূত্রে মালা গাঁথা ফুলের মতন,
এক স্নেহ-সিন্ধু মাঝে ঊর্ম্মির মতন,
এক হ'য়ে ছিনু মোরা কটি ভাই বোন।

আজি এই সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যার বাতাসে,
আবার সে শৈশবের সন্ধ্যা মনে আসে।
স্নেহময়ি, তব সঞ্জীবনী স্নেহ দিয়ে,
মৃত সে শৈশব চিত্তে বাঁচায়ে তুলিয়ে,
ফিরায়ে লইয়ে যাও আজি একবার,
বাহুর বন্ধনে বাঁধি সন্তানে তোমার,
তোমার সে ক্রোড়-স্বর্গে, আবার জননি,
তেমনি বুলায়ে দাও ওই হাতখানি
ললাটে আমার, মাগো, সন্ধ্যার বাতাসে,
তেমনি নয়নে যেন সুখনিদ্রা আসে।

বাল্যস্মৃতি।

বৈশাখ ফুরায়ে আসে, দ্বিপ্রহর কালে,
মনে পড়ে ছুটাছুটি গাছের আড়ালে
আজি বহুদিন পরে; ভাই আর বোনে
বেঁধে দিয়াছেন বিধি কি স্নেহ বাঁধনে!
নবীন আষাঢ় মাস, গুরুগরজন,
বিদ্যুতের লুকোচুরী, পবন-স্বনন,
আজি বহুদিন পরে পড়িতেছে মনে
সেই লুকোচুরী খেলা ভাই আর বোনে!

ভরা ভাদ্র, নদী ভরা কুলে কুলে জল,
উছলিছে ধরণীর যৌবন তরল,
পাতিয়া ফুলের শয্যা সেফালীর বনে
যাপিয়াছে নিশি, কোন্ অপ্সরা গোপনে;
সদ্যস্নাত পুষ্পগুলি, তরল কিরণে,
ভাতিছে নীহারবিন্দু শতেক বরণে,
সেই এক সুপ্রভাত জীবনের মাঝে,
শত স্নেহস্মৃতিসনে মরমে বিরাজে!

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, প্রতি দিবসে, দিবসে,
হে বিধি, বেঁধেছ তুমি না জানি কি পাশে,
কি গভীর স্নিগ্ধ স্নেহে ভাই আর বোনে।
কত দিবসের খেলা শৈশবঃ স্বপনে,
বিশাল অন্তর পটে ঘন রঙ্ দিয়া,
সুচতুর চিত্রকর! দিয়াছ আঁকিয়া
সেই খেলা, সেই হাসি, বিবাদ মিলন,
সেই স্নেহরাশি, সেই বিগত জীবন,
চির স্মৃতি মনে মোর! আজি মনে আসে,
জীবন রয়েছে মোর শৈশব নিবাসে
বাঁধা সেই খেলা ঘরে, এ যেন আমার,
নিয়তি বহিছে শুধু শূন্য দেহ ভার।

কি সে স্নেহ জননীর স্তনদুগ্ধ সনে,
মধুর চুম্বনে তাঁর সোহাগ বচনে;
কি সে স্নেহ রেখেছিলে গোপনে লুকায়ে,
মুঞ্জরিত মুকুলিত আম্রতরুছায়ে;
কি সে স্নেহ রেখেছিলে, নববরষায়
মেঘ গরজনে আর বিদ্যুৎ আভায়;
কি সে স্নেহ রেখেছিলে ভরা ভাদ্রমাসে,
নদীভরা জলে আর নির্ম্মল আকাশে;
হে বিধি, বাল্যের সেই কলহ মিলনে
কি স্নেহ যে রেখেছিলে লুকায়ে গোপনে,
দুর্ল্লভ সে সুখ আজি, এ মনোমন্দিরে
জাগ্রত সে সুখস্মৃতি চিরদিন তরে!

ভাই বোন।

ঝুরু ঝুরু করি ঝরিছে শিশির
মৃদুল মধুর বাতে,
মৃদুল মধুর লতিকা কাঁপিছে,
কুসুম কাঁপিছে তা'তে।
অমল মুখানি প্রকৃতি রাণীর
মোহিনী রূপের ছাঁদ,

দেখিছে তাকায়ে সারাটী রজনী
শিয়রে জাগিয়া চাঁদ।
ছোট মেয়েটীর কোলের উপরে
ভাইটী রয়েছে বসি,
উদিত আজি এ ধরণী উপরে
শশীর কোলেতে শশী।

ঘুমান মুখেতে স্বপন মাধুরী
কি মধুর শোভা তায়,
দু একটী চুল পড়েছে কপোলে,
আঁখিটী ঢাকিয়া যায়।
সেই সুকুমার অমল মাধুরী
বালিকা দেখিছে চেয়ে,
যেন অমরার শিশু কোলেতে করিয়া
বসিয়া দেবের মেয়ে!

দোল্‌না দোলায়ে আমের ডালেতে,
শিশুরে বসায়ে তায়,
এক হাতে ধরি চাপিয়া দোল্‌না,
ধীরে ধীরে দোল দেয়।
আবার কখনো সজোরে দিতেছে,
ভাইটী উঠিছে কাঁপি,

ভয়েতে বালক দিদির তাহার
গলাটী ধরিছে চাপি।
হাসিয়া বালিকা কহিছে, "খোকারে,
এত তোর ভয় ভাই!
ভয় যদি এত, তবে সাধ কেন,
দোলায় চাপিতে নাই।"

দুরন্ত বালক ছুটিয়া বেড়ায়,
হাসিটী ধরেনা মুখে,
ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িছে
ঝাঁপায়ে দিদির বুকে।
কখনো কাছেতে আসিয়া বলিছে,
"গল্প বল্‌না দিদি,
চুলগুলি তোর দিব এলাইয়া
না বলিস্‌ মোরে যদি!"
সাঁঝের বেলায় সুধীর বাতাসে
কত ফুল ফোটে বনে,
একমন হয়ে দুজনে বসিয়ে
তারকাগুলিন গণে।

ছোট ছেলেটার হাসি নিবে গেছে,
পীড়িত ভা'য়ের কাছে

আকুল নয়নে, শুখান মুখেতে
মেয়েটী বসিয়া আছে।
গুমরি গুমরি দহিছে হৃদয়,
জলে ছল ছল আঁখি,
নিস্পন্দ, অবাক, পীড়িত ভা'য়ের
নয়নে নয়ন রাখি।
খেলাধূলা তার গিয়াছে ফুরায়ে
মুখে মিলায়েছে হাসি,
চঞ্চল মেয়েটী শান্ত স্থির হয়ে
নীরবে রয়েছে বসি।

চাষার ছেলে, চাষার মেয়ে।

রোদ্ পড়েছে পাতায় পাতায়,
রাত্তি পোহালো,
চল চল ভাই সবাই মিলে
মাঠেতে চলো।
পুব্ আকাশে আস্ছে ভেসে
সোণার চাকাখানি,
দুর্ব্বায় শিশির জ্বল্ছে যেন
হীরে মুক্ত মণি।

হলুদ বরণ সরসে ফুলে
রোদ্‌ পড়েছে এসে,
আকাশেতে সাদা সাদা
মেঘ যাচ্ছে ভেসে।
বিলের ধারে চড়ার বালি
ঝিকি মিকি জ্বলে,
সোনার আলো পড়্‌ছে এসে
রূপোর মত জলে।
শিউলী গাছের ফুলগুলি সব
গাছের তলা ছেয়ে,
সবুজ দুর্ব্বার মাঝে আছে
মিশিয়ে মিশিয়ে।
রোদ্‌ পড়েছে পাতায় পাতায়
রাতি ফুরালো,
আয় ভাই যাই, সবাই ছুটে
বেলা যে হলো।

"দুপুর বেলায় খর রোদ্দুর
ঝাঁ ঝাঁ করে মাঠ,
দাদা, তোমার শুকিয়ে গলা
হয়ে গেছে কাঠ।

এসো দাদা, ছায়ায় এসো
বসো একটুক্,
গা দিয়ে যে ঘাম ঝর্ছে
শুকিয়ে গেছে মুখ।
ভাত এনেছি জল এনেছি,
খাওসে বসে হেথা,
গরুগুলো দেখি আমি
যায়না যেন কোথা।”

চাষার মেয়ে ভাতের থালা
জলের ঘটী নিয়ে,
ভাইয়ের তরে গাছের তলায়
আছে দাঁড়াইয়ে।
চাষার ছেলে ছুটে এল
রেখে পাঁচনবাড়ি।
শীতল ছায়ায় বসে বলে
“রোদে যাস্‌নে বুড়ি !”

গাছের আগায় বেলাটুকু
ঝিকি মিকি করে,
চাষার মেয়ে কড়াই তোলে
চুপ্‌ড়ি হাতে করে।

পশ্চিমেতে রাঙ্গা রাঙ্গা
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে,
আধেক খানি সূর্য্য এখন
আছে কেবল জেগে।
শাঁখের শব্দ আস্‌ছে কাণে,
কাঁশর ঘণ্টা বাজে,
গৃহস্থেরা দীপ জ্বালিয়ে
যাচ্ছে ঘরের কাজে।
মাঠের থেকে গরু যত
ঘরের পানে ধায়,
দূরে যারা গেছে, তাদের
রাখাল ডাকে "আয়"।
পাখীগুলো নানান সুরে
কিচি মিচি করে।
দাদা ডাকে পাঁচন হাতে
"আয় বুড়ি আয় ঘরে।"

খুকুমা।

ফুট্‌ফুটে ঠোঁট দুটি গোলাপী গোলাপী রেখা,
তার পর খুকু মার হাঁসিটুকু মধুমাখা।
উমো ঝুমো চুলগুলি, আঁখি তারা রাখে ঢাকি ;
ঝাঁপাইয়া কোলে আসে আদরের মেয়ে খুকি।
কি দেখে সহসা যেন, কোথা ছুটে যায় চলে,
আবার সম্মুখে আসে সোহাগিনী দুলে দুলে।
হামা দিয়ে কাছে এসে, গায়ে ওঠে বেয়ে বেয়ে,
খুকুরাণী তোর মত দেখিনি ত গেছো মেয়ে!
দুরন্ত অস্থির সদা, কত যেন আছে কাজ,
মুখখানি পরে থাকে শুধু মাধুরীর সাজ।
ঘরের গিন্নির মত কাগজ ছিঁড়িছে এসে,
ছিঁড়ে না ফেলিলে যেন সংসার যাইবে ভেসে।
কি জানিস্ যাদু মন্ত্র আমাদের ক্ষেপা মেয়ে,
হাসিস্ কাঁদিস্ তুই দেখি তাই চেয়ে চেয়ে।
কি ভাবে থাকিস্ চেহে, কি মধু মাখান মুখে,
কোন্ মায়াবিনী তুই, আয় খুকু আয় বুকে।

বাহুর বাঁধন।

ছোট ছোট বাহুগুলি যেন তোদের বকুল মালা,
সারাটী দিন সেই ফাঁসেতে, বেঁধে মোরে করিস্ খেলা।

দেখ্‌তে দিস্ না থির্ হয়ে মুখ, একটী দণ্ড আঁখি ভরি,
কোথায় পলাস্ আবার আসিস্ সারাটা দিন লুকোচুরি।

চোখের সমুখ দিয়ে, পলাস্ নিয়ে মুখগুলি ওই হাসি মাখা,
কোথা যে যাস্ ছুটোছুটী তড়িৎ-সম চকিত দেখা।

কত রাজ্যি বেড়িয়ে এলাম দেখি নাইকো এমন খেলা,
কোন্ কুহকীর কুহকেতে হেথায় বসে চাঁদের মেলা।

কিম্বা হেথা ফুলের বাগান ফুলগুলি সব আছে ফুটে,
বাতাস ভারী ক'রে তুল্‌ছে রাশি রাশি সুরভ উঠে।

আমার, মুক্তি নাইতো তোদের হাতে, বাঁধন বড় শক্ত বাঁধা,
অবাক হয়ে বসে আছি ভুলে গেছি হাসা কাঁদা।

অনাহুত।

দ্বিপ্রহর কালে সহসা আসিয়ে
জাগায়ে তুলিলি গেহ,
মুখখানি দেখে প্রাণের মাঝারে
উথলি উঠিল স্নেহ।
হাসিখানি নিয়ে জগত ভুলা'তে
এলি কোন দেশ হ'তে,
অনাহুত হ'য়ে সহসা আসিয়ে
ভাসা'লি আনন্দ স্রোতে।
সাথে নিয়ে এলি ফুলের সুবাস
পাখীর ললিত তান,
কচি ফুটফুটে মুখ খানি তোর,
আরো কচি তোর প্রাণ।
স্তব্ধ দ্বিপ্রহর নীরব ভবন
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক সব,
এমন সময় কোথা হ'তে এসে
তুলিলি হরষ রব?
রবির কিরণে তাপিত জগত
শ্রান্ত তরু লতা গুলি,
এমন সময় কোথা হ'তে, ওই
চাঁদ মুখ নিয়ে এলি?

শিশু-ক্রোড়ে জননী।

যে দিল রে পত্রকোলে কুসুম রতন,
যে দিল তরুতে ফল করিয়া যতন,
যে রাখিল কমলে সাজায়ে সরোবর,
সেই দেছে মার ক্রোড়ে সন্তান সুন্দর!
ওরে, ওরে কি মাধুরী, শিশুক্রোড়ে মাতা,
কুসুমে বিকাশে যেন শিশির মুকুতা,
সোণার গাছেতে যেন মুকুতার ফল,
অপরূপ শোভা হেরি হয়েছি বিহ্বল।
জীবন সার্থক কর ধন্য ভাগ্য মানি,
হের দেখ মূর্ত্তিমতী গণেশজননী॥

শিশুর হাসি।

পারিজাত ফুল ফোটে হেথা
উছলে ওরে কি মাধুরী,
নেচে নেচে কেন গাহে গাথা,
ওরে, হেথায় মন্দাকিনী বারি,
অমরাবতীর শোভা রাশি
আনিল হেথা কে করি চুরি।

কুঞ্জবনে সখি পিক গাহে
আজ, হেথা কেন শুনি সেই বাঁশী,
ধরার সনে কে বেঁধে দিল
অমরাবতীর শোভারাশি,
আজ, স্বর্গে মর্ত্তে মেশামিশি রে
এম্‌নি হাসি সে এম্‌নি হাসি।

উছলে নদী তরঙ্গে তরঙ্গে
পঙ্কজ তায় যায় ভাসি,
সরসীর মাঝে লহরে লহরে
ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় রাকাশশী,
মেঘ ঘোমটা কে খুলে দিল রে
উচ্ছ্বাসি উঠিল জ্যোৎস্নারাশি,
উলঙ্গ-সৌন্দর্য্য দাঁড়াল আসিয়ে
এম্‌নি হাসি সে এম্‌নি হাসি।

শিশুর রোদন।

অরুণ কিরণে যত না শোভে ফুল
শিশিরে কি শোভা পায় রে,
কোকিল ঝঙ্কারে কতই মধুর
শ্যামা আরো মধু গায় রে,

তরল জলদে ঢাকা রাকাশশী
মলিন জ্যোৎস্না ছড়ায় রে,
শিশুর নয়নে নয়নের জল
ওকি ও দেখা কি যায় রে,!

অভিমান করে' শশী ঢাকে মুখ,
সান্ধ্য নীরদের কোলে,
গোধুলি সরমে মিলাইতে চায়
রক্তিম আকাশ দুকূলে,
প্রকৃতি যে জানে কত ছল ভান,
ওগো, বুকে সুখস্রোত মুখে অভিমান,
চোখে ছল ছল, সলিলে চঞ্চল,
হাসি তবু ওঠে উথুলে!

আয় যাদু আয়, কোলে আয় মোর,
একি অসম্ভব, তোর চোখে লোর,
একি আজ সহা যায় রে,
ওরে, অভিমানে আজ বদন কমল,
মলিন হয়েছে কেন যাদু বল,
চোখে তোর, জল করে ছল ছল,
রাঙ্গা ওষ্ঠে হাসি ভায় রে!

কন্যা সমর্পণ।

ধরিয়া ছুখানি কর স্নেহময় পিতা
বাঁধিয়া হৃদয়,
দিতেছেন সঁপি কোন বিদেশীর করে
স্নেহের তনয়া,
ভাঙ্গিয়া অতীত বাঁধ স্মৃতি-বন্যা আজি
প্রাণে উথলয়,
বিদায় দিলেন আজি জনমের মত,
অশ্রু-বিন্দু দিয়া।

যে ঘরেতে ভাই বোন করিয়াছে খেলা
আজি সেথা তার,
স্মৃতি শুধু র'বে পড়ি, পড়ি রবে শুধু
সাধের খেলনা,
আম্র ডালে বাঁধা র'বে তাহারি হাতের
সাধের দোলনা,
আজি হতে তার সেই সুখময় গৃহে
নাহি অধিকার !

যে ঘাটেতে বসি বসি গাঁথিত বকুল
প্রতি সন্ধ্যাবেলা,
আসিবে না সেথা আর, আর উঠিবে না
সে হাস্যলহরী,

আজি হতে ঘুচে গেল জনমের মত
তা'র ছেলেখেলা,
শৈশবের সুখ তার শৈশব জীবনে
কে করিল চুরি?

সঁপিয়া দিলেন পিতা বাঁধিয়া হৃদয়,
মুছি অশ্রুনীর,
শুভদিনে জননীর জল আসে চোখে
মুছেন আঁচলে,
মনে আসে, না জানি কি আছে এ কপালে
লিখন বিধির,
এইরূপ চারি খানি কর বাঁধা প'ল
আজি অশ্রুজলে!

কন্যা বিদায়।

দুখানি কোমল করে কণ্ঠ আলিঙ্গন
করি জননীর,
আকুল নয়নে চাহে জনকের মুখে
অবোধিনী মেয়ে,
ভাইটী দাঁড়া'য়ে কাছে হাত খানি ধরি
রয়েছে দিদির,
পাছে দিদি চলে যায় ফেলে যায় তারে
আজি ফাঁকি দিয়ে।

বড়দাদা দিদিমণি আছে দাঁড়াইয়া
চিত্রার্পিত প্রায়,
সবারি আনত আঁখি, অশ্রু ছল ছল
সবার নয়ন,
বিজয়া দশমী আজি বঙ্গগৃহ মাঝে
কন্যার বিদায়,
হতেছে আপন করে বিলাইয়া দিতে
প্রাণের রতন।

জনকের নয়নের আনন্দ-রূপিণী,
সুখের নির্ঝর,
জননীর সুখ-উৎস, পরাণের তাঁর
তন্ত্রী ছেঁড়া ধন,
আজিকে যেতেছে ছাড়ি সুখ-শৈশবের
সাধের এ ঘর,
অপরের করে তারে দিতেছেন তুলি
জন্মের মতন।
ভাই বোন গুলি ছিল স্নেহ ডোরে বাঁধা,
খসি সূতা হতে,
একটি অস্ফুট কলি আজি ভেসে গেল
সংসারের স্রোতে!

নির্ঝরের আত্ম সমর্পণ।

ক্ষুদ্র এক নির্ঝরিণী এসে
ঝাঁপায়ে পড়িল হ্রদ স্রোতে,
পর্ব্বতের শিখর হইতে
বহুদূর শিলাময় পথে,
ছুটে এসে নির্ঝরিণী এক
ঝাঁপায়ে পড়িল হ্রদ স্রোতে।
কোনদিকে আর চাহিল না,
কারে কিছু কথা কহিল না,
ভাবিল না দুদণ্ড দাঁড়ায়ে,
একেবারে পড়িল ঝাঁপায়ে!

অতি দূর পর্ব্বত শিখরে,
গিরি যেথা ঢাকে মেঘ জালে,
নিভৃত আঁধার গুহা কোলে
নির্ঝরিণী ছিল শিশুকালে,
দিন যত যায় দিনে দিনে,
কি যে চিন্তা ওঠে তার মনে,
একা একা কুলু কুলু স্বরে,
গান গাহে কারে মনে করে
গুহা আর ভাল নাহি লাগে,
না জানি সে যেতে চায় কোথা,

কে বুঝিবে নির্ঝরের ভাষা
কে বুঝিবে তার মর্ম্ম-ব্যথা ;

যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে,
নির্ঝরিণী ছুটে চলে আসে,
কোথা’ শিলা বাধা দেয় পথে,
ভ্রূক্ষেপ নাহি তার তা’তে,
অনন্তের অজানা পথেতে
ক্ষুদ্রপ্রাণা এক নির্ঝরিণী
কোথা যেতে চায় নাহি জানি।

পর্ব্বতের শিখর হইতে
ছুটে এসে শিলাময় পথে,
ক্ষীণস্রোতা নির্ঝরিণী এক
ঝাঁপায়ে পড়িল হ্রদ স্রোতে।
চাহি দেখিল না আগু পিছু
একবার ভাবিল না কিছু,
দূর হতে ছুটিয়া আসিয়ে,
একবারে পড়িল ঝাঁপায়ে ;
যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাস,
যৌবনের মধু ভালবাসা,
যৌবনের গভীর আকাঙ্ক্ষা,

যৌবনের সুখ দুঃখ আশা,
সকলই মিশাইল, সে যে
হৃদ স্রোতে ঢালি তনুখানি,
সরলা সে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী!

সিন্ধু সলিলে।

ভাসায়ে দিল সে, সিন্ধু সলিলে
ছোট তরীখানি তার,
চাহে চারিদিকে নাহি কুল থল,
অগাধ নীলিম সমুদ্রজল,
উঠিছে ডুবিছে করি কোলাহল
ঊর্ম্মিরা চারিধার,
অসীম সিন্ধু মাঝে ভেসে চলে
ছোট তরীখানি তার।

জ্বলে ঝিকি ঝিকি সিন্ধু সলিলে
সূর্য্য কিরণরাশি,
এই আলো, এই পাশে তার ছায়া,
যেন আনাগোনা আসা আর যাওয়া,
আলো ও ছায়ার মাঝখান দিয়া
তরীখানি যায় ভাসি।

ঢলে' পড়ে যেন তরণী অঙ্গে
সূর্য্য কিরণরাশি।

যদি ডুবে যায়? যায় ডুবে যাবে,
অতল ও পারাবার
সলিল আঁচলে বেড়িয়া ঘিরিয়া
রাখিবে তাহারে বুকে লুকাইয়া
কোথা কোনখানে রবে নাকো আর
চিহ্নটুকুও তার!
যদি ভেঙ্গে যায় শতখান হ'য়ে,
শতদিকে যাবে ভাসিয়ে ভাসিয়ে,
কাষ্ঠখণ্ড হবে সে তখন
'তরী' রহিবে না আর।
ভাসায়ে দেছে সে সিন্ধু সলিলে
ছোট তরীখানি তার।

ভাসায়ে দিল সে সিন্ধু সলিলে
ক্ষুদ্র তরণীখান্,
কে জানে কোথায় গিয়া হবে তার
যাত্রার অবসান!
মিলেছে যেথায় আকাশে সাগরে,
নীল অম্বরে নীল পারাবারে

যেথায় বাঁধন বেঁধেছে মিলন,
মনে হয় অনুমান,
সেথা যদি যায় হবে বুঝি তার
যাত্রার অবসান।

কোথা হতে ?

কতদূর হ'তে বল এল ওই মুখ খানি,
নয়ন চিনে না মোর, আমি যে উহারে চিনি।
কত জন-কোলাহল, দেখিয়াছি কত শত,
দেখা দিয়ে চলে গেছে পথের পথিক কত।
চিনি যে তোমার হিয়া, চিনি যে তোমার স্বর,
কোথা হ'তে হয়ে গেছে প্রাণে প্রাণে স্বয়ম্বর।
দেখেছি দেখেছি কবে পড়িতেছে মনে যেন,
কোন আকাশের তুমি, মাটার এ পথে কেন ?
পথিক দেখেছি ঢের, আকুল হয়নি প্রাণ,
করিনি কাহারো কাছে দুদণ্ডেই আত্মদান।
সম্মুখেতে চিরদিন, বিস্তৃত উষর ভূমি,
কোথা হতে নেমে এলে করুণার উৎস তুমি !

আজ যে নূতন।

আজ যে নূতন দেখা তোমায় আমায়,
তাতো নয়, তাতো নয়,
বহুদিন হতে গোপনে গোপনে
হয়ে গেছে পরিচয়!
রুদ্র মূর্ত্তি তব দেখেছিনু আমি,
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মাঝে,
শান্ত ছবি তব দেখিয়াছি আমি
পূর্ণিমার শশী সে যে।
তোমার করুণা পেয়েছিনু আমি,
ফুল্‌টীর হাসিটুক্,
নির্ম্মল আকাশে দেখিতে পেয়েছি
তোমার বিশাল বুক।
আমার অন্তরে পেয়েছি তোমার,
যত প্রেম, যত স্নেহ,
নূতন ত নয়, চির দিন হতে,
তুমি, চির পরিচিত কেহ।

বঙ্গবালা।

পুরুষের হৃদয় মন্দিরে, আছে যেই কোমল অন্তর,
সে মন্দিরে অধিষ্ঠিতা তুমি, সে অন্তর আসন তোমার।

বঙ্গবালা পরাধীনা তুমি? নহ সখি, পরাধীনা নহ,
অন্তঃপুর কারাগার নহে, অন্তর তোমার চিরগৃহ।
বন্দিনী হয়েছ সখি নিজে, আপনারে হারা'য়ে বিহ্বল,
সাধ করে পরিয়াছ পায়ে, ভালবাসা কুসুম শৃঙ্খল।
কে বলে তোমায় পরাধীনা, সর্ব্বময়ী বঙ্গবালা তুমি,
দেবী বলে', প্রতিষ্ঠা করেছে অন্তরেতে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী।
হৃদয় ত ক্ষুদ্র গৃহ নয়, বিশ্বের সবার বাস এযে,
সকলে তোমার হৃদয়েতে তুমি সখি সকলের মাঝে।

দেবী প্রতিমা।

শিশির সঞ্চয় বুঝি করিয়া যতনে
চোখে তার দিল গো ঢালিয়া,
কুসুমের প্রেমটুকু ঢেলে দিল প্রাণে
পল্লবের বাঁধন খুলিয়া।
ঊষার হাসিটী এল সাঁঝের চাহনি,
বকুলের সলাজ বিকাশ,
অতীত কথার যেন করুণ গাহনি,
বুক হ'ল অনন্ত আকাশ।
সে চরণ শতদল পরশে, ধরার
গরবের নাহি আর সীমা,
রতি রতি জগতের সৌন্দর্য্য ছানিয়া
গড়িল, সে দেবীর প্রতিমা।

লজ্জাবতী

মরে যায় প্রাণ খানি তা'র,
একটু কথার উপেখায়,
একটু ঘৃণার চাহনিতে
কচি প্রাণ তার গলে যায়।
রাত দিন চুপ করে থাকে
ভাবনায় মন খানি ভরা,
কিসে পাছে লোকে কিছু বলে
এই ভয়ে হ'ল সে যে সারা।

বেশী কথা কয় না কখন
হাসি টুকু অতি ক্ষীণতর,
ভয়ে ভয়ে হাসিতে পারে না
ভয়ে ভয়ে বাহিরে না স্বর।
একা থাকে আপনার মনে
ফিরেও চাহে না কেহ তারে
করুণ দৃষ্টির কাঙ্গালিনী
গলে যায় একটু আদরে।

একটী তারা।

সন্ধ্যা গগনে আজি ঘন অন্ধকার,
নীলাকাশ একটুকু নাহি যায় দেখা,
এলো মেলো মেঘরাশি পূর্ণ চারিধার,
ক্ষীণ তারা তার মাঝে দাঁড়াইয়া একা।
অসীম আকাশ দূর, দূর, কতদূর,
তার মাঝে নিবু নিবু তারাটী মরি রে,
কি স্বপ্নে রয়েছে ওর প্রাণ ভর্‌পুর,
কি এনেছে ছড়াইতে আঁচল ভরি রে!
উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্র অপার,
নিবু নিবু দীপটী কে ভাসাইল তায়?
দিশা হারা একা বড় আকুল অন্তর,
আশ্রয় বিহীন হ'য়ে চারি দিকে চায়!
না, না, ও গরলভরা প্রেমপারাবারে,
তারাটী ডুবেছে বুঝি আত্মহত্যা তরে!

কুন্দ।

চাঁদের কিরণে গগন ধোয়ান,
সুদূরে মধুরে ডাকিছে পিক,
ফুলের কোলেতে মাতাল ভ্রমর,
সুবাসে ভরিয়া উঠেছে দিক।

একটী শুকান লতার বুকে,
সুবাসে কানন করিয়া ভোর,
শিশিরের বিন্দু ফেলিয়া দুফোঁটা,
ফুটায়ে উঠালি মুখানি তোর।

আবার যে দিন অমারজনীতে,
বিজুরী চকিছে আকাশ-কোলে,
আঁধারের পর আঁধার ভ্রুকুটী
পাখী গাহিবারে গিয়াছে ভুলে।
ধরণী নিমগ্ন অন্ধকার মাঝে
নীরদশয়নে ঘুমায় শশী,
এ হেন সময় তুই কুন্দ ফুল,
বোঁটা হতে ভূমে পড়িলি খসি।

দুইটী রজনী, জীবন মরণ,
প্রাণ খানি তোর প্রেমের ঢেউ,
আঁধার হিয়ার অনন্ত তুফান
জানিল না আহা জগতে কেউ।
ফুটে উঠে নিজে পড়িলি ঝরে,
চিনিল না কেহ জগতে তোরে।

সূর্য্যমুখী।

উষার আলোক পেয়ে কত ফুল ফোটে,
ফুলবনে রূপের যে কি উচ্ছ্বাস ওঠে!
বেল, যুথি, জাতি, ফোটে গোলাপ, চামেলী,
সরসীর মাঝে ফোটে কমলের কলি।
শুধু চেয়ে দেখ নতমুখী সূর্য্যমুখী,
তপন এখনো পূবে প্রকাশে নি সখি!

দ্বিপ্রহর কালে স্তব্ধ, শব্দহীন বন,
অনলের স্রোত যেন ঢালিছে তপন।
তীব্র রোষ ঢালিতেছে দেব দিবাকর,
সে তাপেতে ভীত যত বিশ্ব চরাচর।
এ কি দেখি সখি, ওই সরসীর কাছে,
সূর্য্যমুখী শুধু সূর্য্য পানে চেয়ে আছে।

সন্ধ্যার বাতাস বহে মৃদুল মধুর
বিশ্বের যতেক শ্রম হয়ে গেল দূর।
আলোক আঁধারে খেলা লুকাচুরি কত,
সন্ধ্যাতারা সরমেতে একান্ত বিব্রত!
রবি অস্তপথে যায় পশ্চিম গগনে,
সূর্য্যমুখী চেয়ে আছে অস্তরবি পানে।

জ্যোৎস্না ছড়ায়ে হাসে শরতের শশী,
গৃহে যেন ফিরে এল আজিকে প্রবাসী।
লতা ফুল হেসে সারা করি গলাগলি,
সরসী নাচিয়া ওঠে উছলি উছলি।
নিরানন্দ কে, সুখের এই পুষ্পবনে?
সূর্য্যমুখী নতমুখী রবির বিহনে।

যুঁই।

শিশুর হাসিটী হ'য়ে মূর্ত্তিমান বুঝি,
ওষ্ঠ ছেড়ে বৃন্তে এসে করেছিস্ ভর,
প্রকৃতির এ খেলা বা কে বুঝিবে আজি,
ক্ষুদ্র পুষ্পটীর মাঝে সৌন্দর্য্য-সাগর!
অতি মৃদু, অতি ক্ষুদ্র, হাসির উচ্ছ্বাস,
কে গড়িয়াছিল তোরে না জানি কি ক'রে;
ওটুকু প্রাণের মাঝে বিশ্বের বিকাশ,
এত মধু, এত রূপ, কোন খানে ধরে?
এক কণা হাসি বুঝি কেমন করিয়া
ঝরেছিলি কমলার রাঙ্গা ওষ্ঠ হতে,
যেথাকার যত প্রেম সঞ্চয় করিয়া
তুই কি যূথিকাকলি বসন্ত-প্রভাতে?

ওলো যুঁই্ হাস্ তুই, হাস্ চিরকাল,
ওই হাসি পান করি রূপের মাতাল।

কদম্ব।

বরষার আগমন-বার্ত্তা ধরি শিরে,
পুলকে আলোক করি আঁধার কানন,
প্রকৃতির শূন্য-প্রায় কুসুমমন্দিরে
কে তুমি সহসা আসি দিলে দরশন?
মেঘের আঁধার ছায়ে ধরণী বিবশা,
ম্লান রবি চেয়ে থাকে সঙ্কোচে সভয়ে,
আঁধার হৃদয়ে যথা অর্দ্ধস্ফুট আশা
তেমতি উঠিলি তুই সহসা হাসিয়ে।

কবে ফুটেছিলি তুই যমুনার তীরে
শ্রীকরে লইত তুলি ব্রজদুলালিয়া,
সে রাঙ্গা করের মৃদু পরশে, অধীরে
সর্ব্বাঙ্গ উঠিত তোর রোমাঞ্চ হইয়া!
হে কদম্ব, আলো করি আছ বনস্থলী,
কুসুমসমাজে তুমি সোহাগের ডালি।

বৈশাখী সন্ধ্যা।

হে সন্ধ্যা, কে অনাদর করেছে তোমায়,
বুঝাইতে তাই বুঝি শাস্তিটী তোমার,
সারাদিন দগ্ধ করি রবির কিরণে,
অবশেষে রক্তিম হইয়া অভিমানে,
ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া এলে একবার।
শান্তিময়ি, সুহাসিনি, সুগম্ভীরা তুমি,
আজ কেন বালিকার মত কর রোষ?
তৃপ্ত কর ধরণীর মুখখানি চুমি,
শ্রান্ত শিরে ঢেলে দাও মধুর সন্তোষ।
দোলাও চামরখানি একবার সখি,
সোনার কিরণ মাখা নাড়ি তরু শির,
পৃথ্বী যে তোমারি দেবি বালক অস্থির!
হের, ও রাঙ্গা চরণ-পরশে আকুল
ফুটিয়া উঠেছে বনে কত শত ফুল।

মাধুর্য্য।

মধুর-বসন্ত-পূর্ণিমা-রজনী
মধুর-চন্দ্রমা গগনে।
ফুল-ভূষা পরি দুলিছে লতিকা
মধুর মলয় পবনে।

বহিছে মধুর কুলু তানে নদী
রজতের রেখা খানি রে,
ছায়া উপহার চন্দ্রমা তাহারে
যতনে দিতেছে আনি রে
ঢেকেছে আকাশ চারু কলেবর
হীরকিত নীল বসনে।
স্তব্ধ হয়ে তরু কাণ পাতি যেন
চুপি চুপি কথা কি শোনে।
পড়েছে দূর্ব্বায় শিশিরকণিকা,
ফলাইছে রঙ্ শশী রে,
যেন মুক্তাগুলি আকাশ হইতে
ভূতলে পড়েছে খসি রে।
দূরে ছায়াময়, নীল ঘন-বন
মিশিয়া গিয়াছে আকাশে,
অরণ্য ত নহে, ঘন নীল রঙ্গে
যেন তুলি দিয়া আঁকা সে।
পল্লবের মাঝে লুকায়ে লুকায়ে,
পাপিয়া ডাকিছে মধুরে,
গীতি সেত নহে, ঢালিছে যেন গো
অমৃতের ধারা শুধু রে।
ফুটেছে কোমল শিরীষ কুসুম
কঠোর তরুর উরসে।

চামেলীর লতা পবন আদরে
কুসুম-অঞ্জলি বরষে।
রক্ত বরণ কুসুমে আবৃত,
পল্লব গিয়াছে মিলায়ে,
অশোকের তরু রয়েছে দাঁড়ায়ে
গরবেতে শির তুলিয়ে।
ঝাউগাছ গুলি তুলি উচ্চশির,
আপনা আপনি একাকী,
পল্লব-আঁধারে জোনাকি অক্ষরে
আলোকের লেখা লেখা কি।
এমন মধুর পবন পরশ,
এমন মৃদুল গতি রে,
বহিছে যেন গো মুমূর্ষুর শ্বাস;
নিস্তব্ধ নীরব রাতি রে।
কখনো পরশ করিছে কুসুমে
সঙ্কোচে, সভয়ে, সুধীরে;
কখনো ছুঁইয়া তটিনীর বুক
জাগায় ঘুমন্ত লহরে।
গুণ গুণ স্বরে ভ্রমর গুঞ্জরে
ও কাহার গুণ গাহিছে?
অপলক আঁখি তারকা বালারা
কাহার মুখেতে চাহিছে।

দিগ দিগন্ত মধুর জ্যোৎস্নায়
আজিকে গিয়াছে ভাসিয়া।
প্রকৃতির মাঝে মরম, গিয়াছে
মরমে প্রকৃতি মিশিয়া।
জীবনে আজিকে মাধুর্য্য-পাথার,
পূর্ণ সুখ আজি মরণে।
প্রিয়-দরশনে হিয়া উথলিছে,
আরো সুখ সথা-স্মরণে।
তুমি হে মাধুর্য্য! তুমি মধুময়!
তুমি উপভোগশকতি!
মধুর ঈশ্বর অন্তরে আমার,
বাহিরেতে তুমি প্রকৃতি।

সৌন্দর্য্য মগ্ন।

কুসুম সৌরভে দিল সাজায়ে আমারে,
তারকার হার দিল আকাশ আনিয়া,
লতা পাতা ঘিরিয়া দাঁড়াল চারিধারে,
তিল তিল জগতের মাধুর্য্য ছানিয়া।
আদর করিয়া সখি তটিনী আমার,
হৃদয়ে ঢালিয়া দিল তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,

শিশির-মুকুতা দূর্ব্বা দিল উপহার,
সন্ধ্যা দিল হৃদয়ের রক্তিম আভাষ।
মলয়া চলিয়া গেল হেলিয়া ছুলিয়া,
বাসটুকু প্রাণে মোর দিয়া গেল মাখি।
কর্ণে সুধা-ধারা যেন দিয়া গো ঢালিয়া,
কি গান গাহিয়া গেল ছুএকটী পাখী।
প্রকৃতি গো, তোর ওই সৌন্দর্য্যপাথারে,
একেবারে ফেলিলি কি ডুবায়ে আমারে?

ভাল করে' বল্।

ভালবাস কি না, ভাল করে' বল
অমন করিয়া বোল না,
কৃপাভিক্ষা তব করিতে আসি নি
শুনিতে আসি নি ছলনা।
জীবন মরণ একটী কথাতে
করিয়া আছে নির্ভর!
হয় কর মোরে নিতান্ত আপন,
নয় করে' দাও পর!

মোহপাশ।

কেন আর বাহুজাল করিছ বিস্তার,
আমারে বাঁধিতে চাহ ওই বাহুডোরে ?
করুণ ও নয়নের দৃষ্টিতে তোমার,
বিশ্ব ভুলাইয়া সখি, দিতেছ আমারে।
আমার এ বিশ্ব মাঝে কেহ ত ছিল না
তুমি শুধু, শুধু তুমি, হৃদয়ের রাণি,
আঁখি দুটী ফাঁদ পাতি কি মোহ ছলনা
বাঁধিয়া রাখিয়াছিল মোর হিয়াখানি।
ছেড়ে দাও, প্রাণরাণি, ছেড়ে দাও মোরে,
ওই দেখ কার্য্যক্ষেত্র, শত কোলাহল।
আমি কি রহিব বাঁধা শুধু মোহ-ঘোরে,
প্রেমের মদিরা পানে হইয়া বিহ্বল ?
আর মোহপাশে সখি রেখ না বাঁধিয়া,
ছুটে যেতে চাহিতেছে আকুল এ হিয়া !

ধীরে।

ধীরে বহে বায়ু ধীরে কাঁপে লতা
ধীরে ধীরে ফোটে ফুল,
চুমিছে কুসুমে অসীম যতনে
ধীরে আসি অলিকুল।

সুধীর নীরব সুহাস ধরণী
মলিন চাঁদের রেখা,
ধেয়ানে মগন কনক-প্রতিমা,
পূরবে যেতেছে দেখা।
ঢুলু ঢুলু আঁখি ধরণী সখীর
নিরমল ছবি খানি
যেন আধফোটা নয়নে চাহিছে
সোহাগী নলিনী রাণী।
প্রশান্ত হৃদয় তটিনীর বুক
কাঁপিছে একটু ধীরে,
চারু প্রকৃতির অমল সৌন্দর্য্য
যতনে হৃদয়ে ধরে।
সখি, জগতের গতি সুধীর এমন
জীবনের গতি ত্বরা
এই চলে যায় এই আসে দিন,
সমুখে ঘুরিছে ধরা।

পুকুর ঘাট।

(সন্ধ্যা)

সন্ধ্যা-অন্ধকার
পড়িছে নীল জলে,
সলিলে দেয় উঁকি
তরুরা দুলে দুলে,
বাঁশের ঝোপ্ ঝাপ্
ঝাউটী উচ্চশিরে,
অশথ ডাল মেলি
ফেলিছে ছায়া নীরে।
অবশ ক্লান্ত রবি
পশ্চিমে ঝিকি মিকি,
পূরবে তরুশিরে
চাঁদিয়া মারে উঁকি।
গাছেরা পুখুরটী
ঘিরিয়া চারিধার,
কলমী দলে দলে
বিছানো শেজ কার?
নাইকো কাণাকাণি
বিবাদ-কোলাহল,
উপরে নীলাকাশ
নিম্নে স্থির জল!

ঘোমটা খুলে ফেলি
দাঁড়ায়ে একা বধূ,
শুধুই চারিধারে
বনের স্নেহমধু!

(ঊষা)

শিশিরমুকুতাটী
দুলিছে কিশলয়ে,
এখনি দুলে দুলে
বুঝি বা পড়ে ভূঁয়ে।
চপল বায়ু এসে
কামিনী ফুল দলে,
দোল্‌না দিয়া যায়,
খসিয়া পড়ে জলে।
চাহিছে চাহিবারে
ধরণী ঘুম ভেঙ্গে
বিবশা সরমেতে
কপোল উঠে রেঙ্গে,
বাসর জাগি, আঁখি
চাঁদের লাজনত,
কিরণ জল মাঝে
নাচিয়া খেলে কত।

আকাশ ঢুলু ঢুলু
উষার ভাবঘোরে,
ভাবিছে জল হেরি,
"আরসী" কার ওরে।

নৌকা যাত্রা।

১

কল্ কল্ ছল্ ছল্,
নদী বহে অবিরল,
ঝুপ্ ঝুপ্ তরীখানি চলে
পূব দিকে নীলাকাশে,
রাঙ্গা মেঘে উষা হাসে
মুখ ঢাকি কুয়াসা-আঁচলে,
পশ্চিমে মেঘের গায়,
ম্লান চাঁদ মুছে যায়,
ধুয়ে যায় শিশিরের জলে,
দূর তীর, পর পার,
মেঘসনে একাকার,
দিগন্ত বিছানা খানি পাতি।
দুই ভাই ঘুম ঘোরে,
জড়াইয়া এ উহারে,
কখন্ পোহায়ে গেছে রাতি,

এখনো অলস কায়,
আঁখি না মেলিতে চায়,
ঘুমের আবেশে পড়ে ঢলে,
কল্ কল্ ছল্ ছল্,
নদী বহে অবিরল,
ঝুপ্ ঝুপ্ তরী খানি চলে।

২

তরুণ সোনালী আলো,
চোখে বড় লাগে ভালো,
সোনা আলো খেলে সোনা ধানে ;
ঝিকি মিকি লতা পাতা,
যতেক আঁধার যেথা,
ভেসে যায় আলোকের বাণে।
সোনা আলো উঁকি মারে
কখনো ঘরের দ্বারে,
খেলা করে চালে উঠে তার,
তুলিছে বসিয়া গাছে,
গাছের পাতায় নাচে,
চঞ্চল এমন কোথা আর!
সরিষার সোনা ক্ষেতে,
ছুটাছুটি করে যেতে,
জলে হীরকের মত জ্বলে,

কল্ কল্ ছল্ ছল্,
নদী বহে অবিরল,
ঝুপ্ ঝুপ্ তরী খানি চলে।

দুটী ছোট ছোট ছেলে,
জলে ঝাঁপাঝাঁপি খেলে,
মা তাদের তীরে দাঁড়াইয়া,
পথিক তাদের দেশে,
নৌকা ভিড়ায়েছে এসে,
এক দৃষ্টে দেখিছে চাহিয়া।
কলস কাঁখেতে ল'য়ে,
আসে কত বধূ, মেয়ে,
মুখখানি ঢাকা ঘোমটায়,
তবু সে ঘোমটা ফাঁকে,
নৌকা পানে চেয়ে থাকে,
কৌতূহল নাহি ঢাকে তায়।
কোথা হ'তে মাখি ধূলা,
ছুটে আসে ছেলেগুলা,
ঝম্প দিয়া পড়িতেছে জলে,
বৃদ্ধা পূজে মুদি আঁখি,
কলসী কূলেতে রাখি,
ভেসে যায় হিল্লোলে হিল্লোলে।

প্রবাহ।

দূরে গাছে গাছে ঢাকা,
গ্রামখানি ছায়া মাখা,
ছায়া আর রৌদ্রে করে খেলা,
রবিছবি জলে ভাসে,
আলো কুটী কুটী হাসে
ধীরে ধীরে বেড়ে যায় বেলা।
গাছ্‌গুলি স্বচ্ছ জলে
ছায়া দেখে কুতূহলে,
খসি পাতা ভাসি যায় নীরে.
অড়হর গাছ গুলি,
বাতাসেতে পড়ে দুলি,
আধ জলে আধ তার তীরে।
দুই পাশ ঝোপে ঢাকা
পথ খানি আঁকা বাঁকা,
শ্বেত রেখা সবুজ আঁচলে,
কল্‌ কল্‌ ছল্‌ ছল্‌
নদী বহে অবিরল,
ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ তরী খানি চলে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে.
ছায়া তার চারি পাশে.
নদী-নীরে পড়ে কালো ছায়া,

মাঠ, ক্ষেত দুই পাশে,
কত গ্রাম যায় আসে,
ছায়া সম যায় মিলাইয়া।
আকাশেতে তারা জ্বলে
জলে তার ছায়া জ্বলে,
কালো জলে আলো ঝিকি মিকি,
কোথা' শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
ধ্বনি আসি কাণে বাজে,
কোথা' কিচি মিচি ডাকে পাখী ;
শ্রান্তি আর শান্তি সনে,
পরিণয় সন্ধ্যা-ক্ষণে,
অশ্রান্ত কল্লোল শুধু জলে,
কল্ কল্ ছল্ ছল্,
নদী বহে অবিরল,
ঝুপ্ ঝুপ্ তরী খানি চলে।

আঁধারের কোলে গিয়া,
ধরা প'ল ঘুমাইয়া,
থেমে গেল যত কলরব,
কখনো বা ঝিল্লীধ্বনি
দূর বন হ'তে শুনি,
আর সব হ'য়েছে নীরব।

সমুখে আঁধার জল,
নাহি কুল নাহি থল,
মিশে গেছে আকাশের সনে,
আকাশের কালো গায়
দু' একটী তারা ভায়,
দু' একটী সলিল-শয়নে।
তীরে বন লোকালয়,
একাকার সমুদয়,
তার মাঝে ক্ষীণ আলো রেখা,
কোথা গৃহস্থের ঘরে
জ্বলে বাতায়ন পরে
দূর হ'তে তাই যায় দেখা।
নিস্তব্ধ আঁধার মাঝে
শুধু আসি কাণে বাজে
কি করুণ অস্ফুট কল্লোলে,
কল্ কল্ ছল্ ছল্
নদী বহে অবিরল,
ঝুপ্ ঝুপ্ তরীখানি চলে।

সন্ধ্যা তারা।

গঙ্গাজলে নৌকা চলে
বাহিয়া,
বনের মাঝে গাছে গাছে
পাখী উঠে গাহিয়া ;
তুমি, কিসের ভুলে আঁখি তুলে
অবাক হয়ে চাহিয়া ?
গঙ্গাজলে নৌকা চলে
বাহিয়া !

আঁধার আলা, ঢেউয়ে খেলা
ভাঙ্গিয়া,
ধরণী আজি পুষ্পে সাজি
গায়ে কুসুম-আঙ্গিয়া,
পূরবাকাশে সন্ধ্যা আসে
মেঘের পাশে রাঙ্গিয়া,
আধার আলা ঢেউয়ে খেলা
ভাঙ্গিয়া !

নদীর ঢেউয়ে সারি গেয়ে
বাহনি,

শ্রান্ত অধীর পাখী গুলির
নানান্ সুরে গাহনি,
আর সাঁঝের বুকে তোমার চখে
পলক বিহীন চাহনি!

কিসের এত অশ্রুনত
আঁখিয়া?
মানুষ কীটের কিচির মিচির
করুণ নেত্রে দেখিয়া,
ফিরে যেতে যাবার পথে
কি যে যাও রাখিয়া!
কেন এত অশ্রুনত
আঁখিয়া!

সন্ধ্যাবেলা মায়ার খেলা
দেখি গো,
যাও উদাস মনে কোন্ কাননে
করুণ-জ্যোৎস্না মাখি গো,
তোমায় হেরে, মনে পড়ে
কাহার দুটী আঁখি গো!

হেমন্ত পূর্ণিমা।

আজ অসীম আকাশে বসি,
ছড়ায়ে মলিন হাসি
কি দেখিছ চেয়ে, চাঁদ?
শিশিরে ধোয়ান ধরা,
গাছ গুলি ফুলে ভরা,
ঘুমে আঁখি ঢুলু ঢুলু
পৃথ্বীর রূপের ছাঁদ,
আকাশেতে একা বসে
তাই কি দেখিছ চাঁদ?

কেন নয়ন পূরিত জলে?
কিছু কি হারায়ে ফেলে,
আকুল নয়ন তুলে
খুঁজিছ জগৎময়?
ভাবিছ অধীর হৃদে,
"কেহ কি আমার নয়?"

যেন, অনেক দিনের পরে,
আসিয়া নিজের ঘরে,
পার নাই চিনিবারে

দেখিতেছ এটী উটী,
গভীর ব্যাথার অশ্রু
নয়নে উঠেছে ফুটি।

বুঝি চাহিয়াছ ভালবাসা,
কাঁদিয়া পূরে নি আশা,
শুধু অশ্রুজলে ভাসা,
পাও নি মায়ের স্নেহ,
জল ভরা আঁখি তুলে,
ভাবিছ আপনা ভুলে
"আমার কি নাই কেহ?"

আজি অসীম আকাশে বসি,
ছড়ায়ে মলিন হাসি,
কি দেখিছ চেয়ে চাঁদ!
উচ্ছ্বসি উঠিছে হিয়া
ভাঙ্গিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ।

আর একবার!

তবু সেই কথা সখি, ফুরা'ল না আর,
রাতদিন মনে পড়ে, "আর একবার!"
হাসিটুকু, কথাগুলি মনে পড়ে মোর,
দর্শন-বাসনা করে হৃদয় বিভোর,
সে বাসনা, সে আকাঙ্ক্ষা অনন্ত অপার,
যত দেখি তত ভাবি, "আর একবার!"

কাঁদ সখি কাঁদ।

হাসি টুকু মুছে যাক্ অধর হইতে
কাঁদ সখি কাঁদ,
অনন্ত বিশ্বের সাথে তোমার ও ক্ষুদ্র হিয়া
বাঁধ আরো বাঁধ,
মেঘে ঢাকা শশিসম মলিন হইয়া যাক্
ওই মুখ চাঁদ,
মু'ছ না ও আঁখিজল ব'হে যাক অবিরল
কাঁদ আরো কাঁদ।

শ্রাবণ।

আকাশেতে কাল মেঘ ক'টী
হোথা হেথা বেড়াইছে ছুটি
চপলার আভা ধরি শিরে,
অবিশ্রান্ত ঝর্ ঝর্ ঝরে!

সিক্তপত্র বাল-লতাগুলি,
ঝটিকায় পড়ে হেলিদুলি,
দাঁড়াইয়া তরু ভিজে নীরে
অবিশ্রান্ত ঝর্ ঝর্ ঝরে!

হৃদয়ে লইয়া হাহা ধ্বনি
পবন বহিছে শন্‌শনি
কি গীত গাহিয়া ভীমস্বরে,
অবিশ্রান্ত ঝর্ ঝর্ ঝরে!

তরঙ্গিণী যাইতেছে বয়ে
হৃদয়ে তরঙ্গগুলি লয়ে,
বাতাসের সনে খেলা করে,
অবিশ্রান্ত ঝর্ ঝর্ ঝরে!

থেকে থেকে বজ্র গরজন,
দিশাহারা আকুল কানন

পাতিয়া নিতেছে শির'পরে,
অবিশ্রান্ত ঝর্ ঝর্ ঝরে!

সিক্তপক্ষ বিহঙ্গমগুলি,
গে'ছে তারা গীতি গান ভুলি
শিখী শুধু কেকাধ্বনি করে,
অবিশ্রান্ত ঝর্ ঝর্ ঝরে!

প্রকৃতি, আজ কি দুঃখে সখি,
উন্মাদিনীসম তোরে দেখি?
কি তুফান হৃদয়কন্দরে?
আঁখি তাই ঝর্ ঝর্ ঝরে!

অয়ি কাদম্বিনি!

অয়ি কাদম্বিনি!
স্নিগ্ধ-শ্যামা, এলোকেশি, আনন্দ-দায়িনি,
জীবনের আনন্দ-রূপিণি!
আমার হৃদয়ক্ষেত্র বৈশাখী-ধূসর,
রৌদ্রতপ্ত-মরুভূ-উষর,
অবিশ্রাম ধারা ঢাল বারণ না মানি,
কেন নাহি জানি।

আর কি হেরিব তোরে নব বরষায়
বিদ্যুৎ আভায়,
দিগন্ত জুড়িয়া ঘটা, শ্যামরূপে কিবা ছটা,
কি সে দীপ্তি নবীন শোভায়,
আর কি হেরিব তোর কিশোরী বালিকা বেলা,
চোখে জল, ওষ্ঠে হাসি ইন্দ্রধনু সনে খেলা,
ভুবন-রঞ্জিনি,
অয়ি কাদম্বিনি!

এ শ্রাবণ মাস,
কাণে পশে নিরন্তর তোর দীর্ঘ শ্বাস,
ঝর ঝর অবিরল, ঝরে তোর অশ্রুজল,
ধুমময় বাস
ঢাকিয়া রেখেছে তোর চারু অঙ্গ খানি,
একি বজ্র গরজন একি ঝঞ্ঝা ঝন্ ঝন্
অয়ি উন্মাদিনি,
আয় মোর এ হৃদয়ে, সেথা থাকি তোর লয়ে
দিবস রজনী।

বর্ষা আঁধারে।

বর্ষা আঁধারে হৃদয় আঁধার
আজি রে,
ফুল তুলি নাই, শূন্য পড়ে আছে
সাজি রে!
বর্ষা আঁধারে ধরণীর মুখে
কালিমা,
আকাশের গায়ে ঘন মেঘ ছুটা
নীলিমা।
মেঘ গরজনে পাখী ডাকে না ত
ললিতে,
কি বলিতে চাহে পারে না ত আর
বলিতে।
মেঘের আঁধারে আছে কার, চাঁদ
মু'খানি,
বাসনা, চুম্বন করিতে চরণ
দুখানি।
মেঘ পানে চাহি ধারা কেন বহে
আঁখিতে,
ঢাকা আঁখি ধারে পাই না কাহারে,
দেখিতে।

স্তম্ভিত মনে আকুল নয়নে
একা গো।
কার পথ চাহি পাই না তাহার
দেখা গো!
মেঘের আঁধারে, কোথা দিয়া যায়
যে, বেলা।
বসি শূন্য ঘরে থাকা ত যায় না
একেলা।
বর্ষা আঁধারে হৃদয় আঁধার
আজি রে!
মালা গাঁথি নাই শূন্য পড়ে আছে
সাজি রে।

অশ্রুহার।

দুঃখ দিই তোমায় চিরদিন, তাই
মনে বড় দুঃখ পাই,
আমি, উপহার আর খুঁজিয়া পাই না
দুখ ছাড়া কিছু নাই।

বিজন কাননে একা আনমনে
অশ্রুহার গাঁথি বসি,
সে মালিকা আর পরাইব কারে
তোমারে পরাই আসি।
তোমায় সুখী করিবারে, সাধ ছিল মনে
পূরিল না তো সে আশা,
অশ্রুফুল দিয়া গাঁথি যে মালিকা
সে আমার ভালবাসা!

বিরহী মেঘ।

কেন কেন জলধর, যতন করিয়া এত
বুকেতে অনল রাখি সাধিছ কিসের ব্রত?
এত বারি বরিষ হে, অনল নেবে না তায়?
আঁধার মুখানি করি,
কেবল বরিষ বারি,
অনল জ্বলিছে হৃদে, এমন কি জ্বালা হায়!

না না,
ও জ্বালা সুখের জ্বালা,
সুখের ও অশ্রু ঢালা

সুখের ও অগ্নি বহ্না হৃদয়েতে দিবা রাতি,
সে চলে গিয়াছে হায়, অনল তাহারি স্মৃতি।

গ্রীষ্মের গঙ্গা।

কোথা গো মধুর সাঁজে
তরঙ্গের কুল কুল!
প্রভাতে কনকছবি
চপল বালক রবি,
সাঁঝেতে তারকা বালা
চেয়ে থাকে ঢুল ঢুল।
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা,
গঙ্গার মধুর কূল!

ধীরে ধীরে ক্ষীণশ্বাসে,
সুদূর সিন্ধুর বাসে
দিন রাতি অবিরাম
বহিয়া চলেছ গাহি,
শুধু লহরীর মেলা,
ঊষা-হাসি ভোর বেলা,
অবাক নয়ন খুলি
শুকতারা থাকে চাহি।

জগৎ ঢাকিয়া রেখে
আকাশ বেড়িয়া থাকে,
রাত দিন ছায়া দেখে
সলিল মুকুরখানি,
গাছগুলি হেলে, হেলে
আসিতে চায় বা কোলে,
সমীরণে শাখা দোলে,
ঝরি পড়ে ফুল রাণী।

বায়ু ধীরে যায় ব'য়ে
সলিল কাঁপায়ে দিয়ে,
কেঁপে কেঁপে ওঠে বুক,
মুখ ত ফুটে না তায়,
কুলে কুলে কেঁদে কেঁদে,
বড় দুখে বুক বেঁধে,
সুধীর মৃদুল শ্বাসে
গঙ্গা বহে যায়।

নদীতীরে।

আজি প্রাণ কি যেন কি চায়!
উপরে মেঘের স্তর, মৃদু ছায়া তার পর,
রবির রক্তিম আভা তায়।
আজি প্রাণ কি যেন কি চায়!

বাতাস বহে না বহে, তারকা চাহিয়া রহে,
ক্ষীণ গঙ্গা ধীরে বয়ে যায়;
তরণী উপরে নেয়ে কি সুরে উঠেছে গেয়ে,
পরাণ টানিছে যেন তায়।
ফুলগুলি মাথা নাড়ি এ উহার গায়ে পড়ি
কি যেন প্রাণের কথা কয়।
সলিলে রাঙ্গিমা মেখে, প্রকৃতি দিয়াছে এঁকে
বিশাল আকাশপট তায়।
শান্তির কোমল ছায়ে, ও পারে শ্যামলা ভূঁয়ে,
মাথামাথি লতায় পাতায়।
আজি প্রাণ কি যেন কি চায়!

তরু-কোলে রাখি মাথা মাধবী কহে কি কথা,
কোকিলা আপন মনে গায়,
শ্যাম-সন্ধ্যা ধীরে এসে দাঁড়ায় পৃথ্বীর পাশে,
ঢুলে ঢুলে ফুল পড়ে গায়।

দুটী মেয়ে নদীতীরে   চাহিয়ে রয়েছে ধীরে,—
হাত দুটী গলায় গলায়,
হাসি হাসি দুটী মুখ,   হৃদয়ে কত না সুখ,
ফাঁকা ফাঁকা চাহনিতে চায়।
সুদূরে আকুল সুরে   কে যেন ডাকিছে কারে,
কাছে এসে বায়ে' ভেসে যায়!
আজি প্রাণ কি যেন কি চায়!

বিদেশ বিভূম মাঝ   কারে মনে পড়ে আজ?
পরাণ ছুটিয়া কেন যায়?
কে কি বলে কাণে কাণে,   বায়ু কার ডাক আনে,
করিবারে পাগল আমায়?
ফুল কেন ভাসে ঢেউয়ে,   পাখী কেন উঠে গেয়ে,
নেয়ে কেন তরী বেয়ে যায়?—
গঙ্গা কেন বহে ধীরে,   ছায়া কেন পড়ে নীরে,
ম্লান শশী মুগ্ধনেত্রে চায়?
বিদেশ বিভূমে একা,   কার আর পাব দেখা,
হিয়া ঢাকা তীব্র বাসনায়।
আজি প্রাণ কি যেন কি চায়!

অশান্তি।

কুসুমের শেজটী গো দিলাম বিছায়ে,
ঘুমা রে হৃদয় ঘুমা!
মধুর মলয় পবন আসিয়ে
মুখে খেয়ে গেল চুমা।

বকুলের মালাটী গো হৃদয়ে রাখিনু
শীতল হ' তপ্ত হিয়া,
বিস্মৃতি আনিয়া অনল ঢাকিনু
চন্দনের ছায়া দিয়া।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না আসি পড়িল ছাইয়ে
প্রতি ফুলে দলে দলে,
অদূরে শ্যামাটী উঠিল গাহিয়ে
সুস্বর লহরী তুলে।

পুষ্পিত লতাকুঞ্জ মধুর জ্যোৎস্না
অদূরে গাহিছে শ্যামা,
কুসুমে কুসুমে বিছান বিছানা,
ঘুমা ওরে হিয়া ঘুমা!

সবই বৃথা হ'ল গো এসেছে নয়নে
অনিদ্র-বিভাবরী।
অশান্তি কণ্টক কুসুম-শয়নে
হানিছে তীক্ষ্ণ-ছুরী!

বাঁশরী।

যমুনা বহিতেছিল গো,
শিখিনী নাচিতেছিল গো,
পাপিয়া আকুল বড় ডাকি রে;
সহসা যমুনা হল থির,
থামি গেল কুলু তান ধীর,
সহসা নীরব হল পাখী রে,
বাঁশরী বাজিল ওই সখি রে!

যমুনার মিশি কুলুতান,
পাপিয়ার মিশি মধুগান,
স্বর মধু, আ মরি আ মরি রে।
চারি দিক পূরিত করিয়া,
সেই স্বর-সুধা বুকে নিয়া,
পবন বহিছে ধীরি ধীরি রে,
সখি, ওই বাজিল বাঁশরী রে।

শব্দহীন বৃন্দাবন বন,
বাঁশী-স্বরে পূরিত কানন,
সব নিয়া যায় করি চুরি রে।

বিশ্ব শুনে শ্রবণ পাতিয়া,
সুধা-পানে বিহ্বল মাতিয়া.
আমরি কি স্বরের মাধুরী রে।
সখি ওই বাজিল বাঁশরী রে।

আগে প্রাণ নিয়া চলি গেছে,
চরণ টানিছে তার পাছে,
আমি আর কি করিয়া থাকি রে।
বাঁশী-গান জ্ঞান হরে নিল,
আমারে যে পাগল করিল,
কুল শীল কোথা আর রাখি রে,
বাঁশরী বাজিল ওই সখি রে।

চির-রাত্রি।

যেমন অমনি দাঁড়ায়ে রয়েছ
রাঙ্গা কর দুটী বাড়ায়ে,
মুখের উপরে উমো ঝুমো চুল,
পিঠে এলো চুল ছড়ায়ে।

যেমন রয়েছ চোখে অশ্রুজল
ওষ্ঠে হাসির ফাঁদ,
মাথার উপরে সুনীল আকাশে
পূর্ণ একখানি চাঁদ।
যেমন রয়েছ আনমনা হয়ে
গাছটাতে ভর রাখি।
অমনি করিয়া চিররাত্রি তুমি
দাঁড়াইয়া থাক সখি।
চিররাত্রি থাক্ মাথার উপরে
জাগিয়া পূর্ণিমা-শশী।
অমনি তোমার চোখ ছল ছল
ঠোঁট দুটী ভরা হাসি।
ওরে রাত্তি পোহাইলে স্বপন ভাঙ্গিবে,
বিধি হে, এ ভিক্ষা মাগি,
চিররাত্রি থাক্ সুনীল আকাশে,
চাঁদখানি নিয়া জাগি।

বিরহীর পত্র।

যত দূর যাই, দুটী প্রাণ যেন
ততই নিকটে আসে,
সজল নয়নে মধুর আলোক
ততই মরমে ভাসে।
দূরে বনশ্রেণী, সুধীরা তটিনী,
বিহগ গাহিছে গান,
কত দূর হতে আহ্বান তোমার
টানিয়া লইছে প্রাণ।
দুলিছে সমীরে নিশির শিশির,
মৃদুল কাঁপিছে পাতা,
চারি দিক যেন বহিয়া আনিছে
কেবল তোমারি কথা।
আঁখির সমুখে কত দৃশ্য ভাসে,
কিছু নাহি দেখি শুনি,
নয়নের আগে কেবল জাগিছে
তোমার সে মুখখানি।

দিন চলে গেল, রাতি চলে গেল,
আবার আসিল দিন,
নয়ন-সম্মুখে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,—
সকলি জীবনহীন।

যত দূর যাই ততই তোমারে
আঁকড়িয়া ধরি বুকে,
শত কাজ মাঝে প্রতি পলে পলে,
চুমি ও মধুর মুখে।
জগত ছিঁড়েছে তোমায় আমায়
সম্মুখে বিপদরাশি।
পারে নি ভুলাতে মুহূর্ত্তের তরে
ও চাঁদ-মুখের হাসি।

শত জন মাঝে, তবু তোমা ছাড়া
চিরদিন আমি একা,
নয়ন-অন্তর হলে মনে হয়,—
পাই কি না আর দেখা।
একা থাকি যবে তোমারে ডাকিয়া
উদ্দেশেতে কথা কই।
প্রবেশিয়া দেখি মরমের মাঝে
সেথা আমি একা নই।
সেথা তুমি আছ, তুমি আছ যবে,—
সকলি আমার আছে,
দু' দণ্ড পরাণ জুড়াই সেথায়—
বসিয়া তোমার কাছে।
লোকের কথায় সংসারের কাজে
ভেঙ্গে যায় মোহঘোর,

দু' দণ্ড একেলা থাকি যে নির্জ্জনে,
সেটুকু অমূল্য মোর।

শুনিতে পাও কি আহ্বান আমার—
প্রাণের আহ্বান কভু ?
অদর্শন খেদে দগ্ধ হও, তাহে,
আনন্দ পাও কি তবু ?
ভাবো কি কখন সন্ধ্যাকালে বসে
একা জানালার কাছে,
সুদূর প্রবাসে বিরহী প্রবাসী
এমনি চাহিয়া আছে।

কোথায়।

ক্ষুদ্র এ ধরার মাঝে ধরে না হৃদয়,
আকাশে ভাসিয়া সে গো কোথা' যেতে চায়!
ডেকে আনিবারে চায় জগতের জনে;
স্নেহেতে কাতর হৃদি বিলাইতে চায়।
আকুল অন্তর নিয়ে খুঁজে এ ভুবনে,
হৃদয়ের সাথী খুঁজে কোথা নাহি পায়।
আকাশের জালে ঘেরা পৃথ্বীর আবাস,
সীমাবদ্ধ ধরামাঝে পড়ে না নিশ্বাস

অসীমের মাঝে ছুটে যেতে চায় হিয়া,
তাহারে বাঁধিয়া রাখি কি বাঁধন দিয়া ?
কোথায় অসীম মুক্তি অসীম বিস্তার,
সীমা নাই, যুক্তি নাই, তর্ক নাই সেথা,
চরণে ঠেকেছে হেথা সীমা এ ধরার
খুঁজিয়া না পাই দাঁড়াবার স্থান কোথা ?
কোথা মুক্তি পাব হায় ছিঁড়িব বন্ধন,
বিলায়ে নিশ্চিন্ত হব আকুল জীবন।

বাসনা।

লজ্জা পাই এ পরাণ সঁপিতে তোমারে,
শুধু অন্ধকার মম হৃদয়-মাঝার
একটুকু দাও আলো প্রাণ-অন্তঃপুরে
মুহূর্ত্তেই দূর হয়ে যাবে এ আঁধার।
শূন্য সাজি দাও সখা ফুলে ফলে ভরি,
সাজাইয়ে দাও মোরে নানা আভরণে,
তোমার প্রসাদে পেয়ে অপূর্ব্ব মাধুরী
সে মাধুরী ঢেলে দিব তোমারি চরণে।
সুন্দর ও রাঙ্গা পায় কুৎসিত হৃদয়
কেমনে সঁপিতে যাব ? বল, সখা, বল ;

কি দেখিয়া তুমি মোর হইবে সদয়,
চিন্তায় হয়েছে বড় হৃদয় বিহ্বল!
পূর্ণ কর, যা নাই সকলি মোরে দিয়া,
কি বলে দিব গো পদে শূন্য এই হিয়া!

বাসনার শেষ।

লও, লও, কেড়ে লও আভরণ মোর,
লজ্জা লও, ঘৃণা লও, লও কুল মান,
আঁখি হ'তে কেড়ে লও স্বপনের ঘোর,
কর সখা নিরাশ্রয় একাকী পরাণ।
রূপ লও, মোহ লও, লও প্রিয়জন,
সুখ লও, দুঃখ লও, যা কিছু আমার।
কেড়ে লও যত মোর যতনের ধন,
সে সম্পদে নাহি মোর প্রয়োজন আর!
সকলই লও, শুধু নিও না তোমারে;
ভিখারিণী কর প্রভু তোমার লাগিয়া,
ধ্রুবতারা যে আমার,—ঢেক না তাহারে।
নিশিদিন তারি তরে রহিব জাগিয়া।
যখনি ডাকিবে তুমি আদরে আমায়,
লজ্জাহীনা, ছুটে গিয়ে পড়িব ও পায়।

নিবৃত্তি।

আজি সাধ হয় মনে, কথা কিছু বলি,
আজি সাধ হয়, দিই চরণে অঞ্জলি।
প্রাণেশ্বর! পূর্ণ চিত্ত, মৌন আজি ভাষা,
কি বলিব? কথা বলি' মিটে না পিপাসা!
তুমি তুলি লও এই হৃদি-গ্রন্থ সখা,
পড়ে দেখ পত্রে পত্রে আছে যাহা লেখা।
কি ফুলে অঞ্জলি দিব? সর্ব্বস্ব আমার!
মালা গাঁথি গলে পর এ ফুল তোমার।

দৃষ্টি-ডালি।

দৃষ্টি-ডালি সখি, সাজাইয়া দিলি,
বিদায়ের দিনে কি দিয়ে?
যত, হাহা করে' প্রাণ ছুটে যেতে চায়,
দৃষ্টি তোর রাখে বাঁধিয়ে।

যত, হাহা করে প্রাণ, ছুটে যেতে চায়,
মনে পড়ে সেই দিঠি রে,
ভাঙ্গা ঘর সখি, ঢাকা দিয়ে রাখি,
দিয়ে আমি এটা ওটা রে!

ভাঙ্গা ঘর যত ভেঙ্গে যেতে চায়
সযতনে রাখি ঢাকিয়ে,
ওরে বিদায়ের তোর দৃষ্টি-রতন
সেথায় রেখেছি লুকিয়ে।

জগতের আঁখি যদি সেথা পড়ে,
তাই মরে যাই সরমে,
ওরে, আঁধার হৃদয় আলোকিত করি
দৃষ্টি জাগিছে মরমে।

চকিত-আগমন।

বিজলী কোথায় লুকায়েছিল
মেঘের মাঝারে সখি রে,
দেহটা পড়িয়াছিল অবসাদে
কোথা ছিল প্রাণপাখী রে!
যাদু করা বুঝি এরি নাম বলে,
এল আর গেল চলিয়ে,
দর্শন-স্বপন হৃদয়-মাঝারে
বাষ্প আবরণে ফেলিয়ে!

একটী।

একটী কথায় মাঝে মাঝে
খুলে যায় হৃদয়ের দ্বার,
আলোক প্রবেশে গিয়া সেথা—
যেখানেতে চির-অন্ধকার।
একটী কথায় মাঝে মাঝে
শত চিন্তা আসে গ্রাসিবারে,
কত কথা ওঠে মনে তায়,
ভাসে প্রাণ ভাবনা-সাগরে।
একটী কথার উপেক্ষায়,
দলিত হইয়া কত প্রাণ,
অকূল দুস্তর পাথারেতে;
নিজের নিজত্ব করে দান।
সুদৃঢ় মহৎ প্রতিজ্ঞায়,
একটুকু উপহাস-হাসি,
করে সে বিপ্লব উপস্থিত,
টলায় সাক্ষাৎ ধৈর্য্যরাশি।
একটুকু স্নেহের অভাবে
এ জগতে কত শত হিয়া,
মরিতেছে নৈরাশ্য-শিখায়
সরবস্ব বিসর্জ্জন দিয়া।

অপেক্ষা।

তুমি এস না, তুমি এস না।
যে স্বপ্নে ডুবিয়া আছি ভাঙ্গিয়া যাবে,
ফুরায়ে যাবে বাসনা।

জ্যোৎস্না করিছে কৌতুক মোরে,
বৃক্ষতলে ছায়া ফেলে।
নিমেষে নিমেষে চমকি উঠি
ওই বুঝি তুমি এলে!
দূরে থাকি যেন ডাকিছে মোরে,
স্বর যেন যেতেছে শোনা,
আকুল আগ্রহে ডুবিয়া রয়েছি
তুমি এস না তুমি এস না!

এমনি থাকি গো পথ চাহিয়ে,
যাক্ দিবা, যাক্ নিশি;
আকুল অধৈর্য্য-আবেগ লইয়া
চিরদিন থাকি বসি।
অপেক্ষার সুখ লয়ে চিরদিন,
মুখ দেখিবার বাসনা,
তুমি এস না তুমি এস না!

রামধনু।

ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ নয়নের জল,
রৌদ্র হাসিটুকু তায় রে;
বহুদিন পরে বুঝি বা মিলন,
হাসি কান্না দুই ভায় রে!

মেঘ-অন্ধকার বিরহের চিহ্ন,
কালিমা পড়েছে আঁখিতে;
পোড়া নয়নেতে জল যে আসিছে,
হাসি যে পারে না রাখিতে।

এতদিনকার দুঃখ-অন্ধকার
নয়নে এসেছে ভাঙ্গিয়া,
কোমল কপোল স্বামীর চুম্বনে
সরমে উঠেছে রাঙ্গিয়া।

সন্ধ্যা।

আকাশের পর পার হতে,
ভেসে এল কল্পনা আমার।
শুধু এল? তা নয়, তা নয়,
নিয়ে এল চুম্বন কাহার।

মেঘে রঙ্ আসে যায় আসে,
কত যায় কত ভাসে চোখে,
ভাল করি ফুটিছে না যেন,
মুছে তাই ফেলিতেছে এঁকে !

যা চাহে ফুটাতে চিত্রকর,
হয় না গো বুঝি মনোমত,
ভাবটী হারায়ে যায় বুঝি
তাই তার পরিশ্রম এত !

ধীরে ধীরে মুছিয়া আসিছে
পশ্চিমে, অন্তিম-হাস্যরেখা,
সন্ধ্যা-তারা কি ভাবিছে যেন
পূর্ব্বাকাশে দাঁড়াইয়া একা।

বল, কার মৃদুল পরশে
ফুটিয়া উঠিল কুমুদিনী ?
পাইয়া কাহার পদ-ছায়া
পাখীরা গাহিছে আগমনী ?

আকাশের পর পার হ'তে,
ভেসে এল কল্পনা আমার,
শুধু এল ? তা নয় তা নয়,
নিয়ে এল চুম্বন সন্ধ্যার।

কোজাগর পূর্ণিমা।

আজি মধু পূর্ণিমা নিশি রে!
তটিনীর কল-কলে, আধফোটা ফুল-কুলে,
চাঁদের হাসিটী গেছে মিশি রে,
ধীরে ধীরে হেলে দুলে, মলয় গরবে চলে,
জ্যোছনা উঠেছে তায় ভাসি রে!

শ্যামল দুরবা' পরে, হিম-বিন্দু থরে থরে,
জ্যোৎস্না-কণিকা তাহে ভায় রে,
মিলন-আনন্দ দেখি, তৃষিত আকুল আঁখি,
একা চাঁদ চারি দিকে চায় রে।
শূন্য অনন্তাকাশ, সাদা কাল মেঘ রাশ,
একটীও তারা নাহি হায় রে!

কোথা তুমি, কোথা তুমি? ধরণীর মুখ চুমি,
মুছাইয়া দাও আঁখি-জল,
বাসর-সজ্জাটী ক'রে, বুঝি গো তোমারি তরে,
বসে আছে হইয়া বিহ্বল।

সুদূরে বনান্তরেখা, ছায়া-সম যায় দেখা,
অসীম আকাশে গেছে মিশি রে,
সুখে মাতোয়ারা পাখী, ওই যে উঠেছে ডাকি,
চমকি উঠিছে বুঝি শশী রে।

আবেশে আকুল ধরা, কি ভাবেতে মাতোয়ারা,
ফুটিয়াছে অশ্রুভরা হাসি রে,
আজি মধু-পূর্ণিমা নিশি রে!

পুণ্য পৌর্ণমাসী।

পুণ্য পৌর্ণমাসী তিথি, আজি নীলাম্বরে
শুভ্র মেঘরাশি ভাসি যায় স্তরে স্তরে
জ্যোৎস্নাস্রোতে, মুছায়ে ধরার মুখখানি
স্নেহের অঞ্চলে, আজি কৌমুদী রজনী
ফুল সাজে সাজায়েছে বরতনু তার;
নীরবে বহিছে বায়ু, স্তব্ধ চারিধার,
শব্দহীন বিশ্ব; অচেতন সচেতনে
কর্ণ পাতি কাহার চরণধ্বনি শুনে?
আলসে অবশা ধরা, হ'য়ে আনমনা
প্রহরে প্রহরে করে প্রহর গণনা,
আগমন-আশে কার? আজি দশদিশি,
স্ফুট-শতদল সম উঠেছে বিকশি।

দাঁড়ায়ে অম্বর-তলে হেরি চারিধার
বিভোর মাধুরী পানে, হৃদয় আমার

মুগ্ধ মধুকর সম; অশান্ত হইয়ে
দেহের বন্ধন সব টুটিয়ে ছিঁড়িয়ে,
শান্ত জ্যোৎস্না-পারাবারে ঝাঁপ দিতে চাহে,
জুড়াতে অশান্ত প্রাণ শান্তির প্রবাহে।

দিগন্ত-প্রসারি ক্ষেত্র, তরু, গুল্ম, বন,
কুটীর, প্রাসাদ, পথ, বিজন, সজন,
নিদ্রামগ্ন সবে; জ্যোৎস্না-আবরণখানি,
অঙ্গে তার বিছাইয়ে দিয়াছে কে টানি,
মায়ের অঞ্চল সম। অনিদ্র-জীবন,
ঘুমাইতে চাহে আজি জন্মের মতন,
অয়ি পুণ্যময়ী নিশি, দাও বিছাইয়ে
শেষ-শয্যা, তোমার অঞ্চলখানি দিয়ে।

ঊষা

আকাশের পারাবার মাঝে
ভেসে গেল কল্পনা আমার,
নিয়ে গেল অঞ্চল ভরিয়া
হৃদয়ের পুষ্প উপহার।

পূর্ব্ব প্রান্তে উঠেনি তপন,
শুধু দেখা যায় রক্তরেখা;

স্বপ্নে যেন উঠেছে ফুটিয়া
বিরহীর বাসনার লেখা।

স্নিগ্ধ বায়ু যেতেছে বহিয়া—
যেন জননীর আশীর্ব্বাদ ;
পরিপূর্ণ হৃদয় আমার
ছিঁড়িয়াছে বাসনার ফাঁদ।

পাখীদের কাকলীর মত
ধীরে ধীরে জাগে কোলাহল,
নিয়ম হেলায়ে কর, ডাকে,—
"চল, ওরে, নিত্য কার্য্যে চল।"

আকাশের পারাবার মাঝে
ভেসে গেল কল্পনা আমার,
কুড়াইতে রবিরশ্মিগুলি,—
গাঁথিতে কিরণ-ফুলহার।

মধ্যাহ্ন



যৌবন-মধ্যাহ্ন।

মধুর কুসুমাবাসে শীতল পাদপ-ছায়া,
চলে যেতেছিনু আমি— পান্থ সেই পথ দিয়া।
যে দিকে চাহিতেছিনু— মধুরতাময় সবি,
পূরবে উঠিয়াছিল প্রভাতী কনক-রবি;
সুন্দর সুস্নিগ্ধ মূর্ত্তি, সিন্দূর-অঞ্জলি লয়ে,
আসিতেছিল গো ধীরে পূর্ব্বাকাশে ছড়াইয়ে।
দু' পদ এসেছি বুঝি, এমন সময়ে—এ কি?
সেই প্রভাতের বায়ু বহিছে অনল মাখি।
ধূ ধূ করে' বহ্নি জ্বলে মাথার উপরে মোর,
অবাক্ চাহিয়া আছি সহসা ভাঙ্গিয়া ঘোর!
চারি দিকে কোলাহল, জনস্রোত ব্যস্ত কাজে,
চমকি চাহিয়া দেখি যৌবন-মধ্যাহ্ন এ যে!

নর্ম্মদা-প্রপাতে।

সুদূর-শৈলের কোলে সারাদিন বসিয়া একেলা,
বালিকা নর্ম্মদা যেথা এখনও করিতেছে খেলা,
বন্ধুর পিচ্ছিল শিলা বিকীর্ণ বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি,—
নৃত্যচ্ছন্দে ছুটাছুটি নর্ম্মদা করিছে সেথা আসি!
কখনো বা শিলাসনে অলস আবেশে আনমনে,
কখনো বা ছুটে চলে স্রোতোবেগে আপনি অধীর—
গোপনে ললাটে তার চুমা দেয় প্রভাত সমীর,
কথা বলে' যায় তারে— কাণে কাণে মৃদুল স্বননে,
খেলিতে খেলিতে তাই কার কথা পড়ে তার মনে;
বায়ু এসে দিয়ে যায় বুঝি তারে সংবাদ কাহার,
উতলা পাগল প্রাণ বুঝি তার কাহার আহ্বানে;
শৈশবের নিকেতন সুখময় পিতৃগৃহ তার,
শৈল-জননীর ক্রোড়, কিছুই লাগে না ভাল আর!
শত মুখে শত ধারে শত পথে ছুটে এক পথে,
সেই এক লক্ষ্য তার, চলিয়াছে সেই এক টানে।
পথে পড়ে শিলাখণ্ড চূর্ণ হয়ে যায় তার স্রোতে,
কোন দিকে নাহি চাহে, কাহারও মানা নাহি মানে,
উন্মাদিনী, ঝাঁপাইয়ে পড়ে গিরি-শিখর হইতে,
কি কল্লোল কলধ্বনি, গতি তার কি উত্তাল স্রোতে!
শিলাতলে আছাড়িয়া চূর্ণ চূর্ণ তনুখানি তার,

চূর্ণ হীরকের সম ঝলকিত-দীপ্তি চারিধারে,
খর-রৌদ্র—রশ্মিপাতে তীব্র দীপ্তি যেন ছুরিকার,
রবিচ্ছবি ফলি তায় সাজায়েছে ইন্দ্রধনু-হারে।
উচ্ছ্বলিত, উচ্ছ্বসিত শুভ্রফেন-শ্বেত-পুষ্পরাশি,
বায়ু সনে জলকণা কুয়াসা সৃজিছে চাঁরি পাশে,
কি দারুণ হুতাশের হাহাধ্বনি সদা কানে আসে,
প্রতিধ্বনি সে ধ্বনিরে অঙ্কে তুলি লয় ভালবাসি।
নীরব অচল দেখে অনিমেষে সে ভীম কল্লোল,
শব্দহীন স্তব্ধ দিক শুনি সেই গর্জ্জনের রোল।

নর্ম্মদা ছুটিয়া চলে, পথ রুদ্ধ অচল-প্রাচীরে,
স্রোতোবেগে টুটে যায়, দ্বিধা হয়ে পথ দেয় তার,
গরবিনী রাণী যেন কারো পানে নাহি চায় ফিরে,
তেমতি কি ভঙ্গীময়, কি গর্ব্বিত গতি নর্ম্মদার!
মর্ম্মর প্রস্তর-শৈল মেঘমালা পরি উচ্চশিরে,
পাষাণ-প্রাচীর সম শোভে নর্ম্মদার দুই তীরে!
সে স্ফটিক-দর্পণেতে, কত চাঁদ দেখিয়াছে মুখ,
কত দিন সন্ধ্যাছায়া ঘুমায়েছে পাষাণ-শয়নে,
কত দিন অন্ধকার ঢালিয়া দিয়াছে মনদুখ,
কত দিন জ্যোস্না আসি খেলা করিয়াছে তার সনে;
কে জানে এ শৈলমালা ইয়া কত যুগ হ'তে,

কত বরষার জলে স্নাত হইয়াছে কতবার,
অবিশ্রাম জল-স্রোতে ক্ষয়িত প্রস্তররাশি তার,
হেমন্ত-প্রভাতে কত পরেছে সুবর্ণ-হার শিরে,
আজিও তেমনি আছে অচল দাঁড়ায়ে নদীতীরে।
দুই পার্শ্বে অতি উচ্চ হিম-শুভ্র মর্ম্মর-অচল,
মাঝে তার বহিতেছে স্বচ্ছ নীল নর্ম্মদার জল,
শুভ্র সৌধরাজি যেন দুই পার্শ্বে দেখে অনুমানি,
মধ্যস্থল দিয়া তার চলিয়াছে রাজপথখানি।

সুদূর-শৈলের কোলে পিতৃগৃহে বসিয়া একেলা,
বালিকা নর্ম্মদা অই এখনও করিতেছে খেলা।
এখনও উচ্ছৃঙ্খল যৌবন-তরঙ্গ-মদে মাতি,
সিন্ধুর উদ্দেশে ছুটে যুবতী নর্ম্মদা দিন রাতি।
এখনো আপনা-হারা ভকতির উচ্ছ্বাসে মগন,
করিতেছে সাগরের পদতলে জীবন-অর্পণ।
নিত্য নব জন্ম তার, না ফুরায় শৈশব জীবন,
নিত্য নব বৃদ্ধি তার, নিত্য তার নবীন যৌবন,
নিতি প্রাণ ঢেলে দেয়, নিতি নব প্রাণ ফিরে পায়,
অবিশ্রাম বহি চলে জীবনের প্রবাহ তাহার,
জন্ম আর মৃত্যু মিশি জীবনে মরণে একাকার,
ঠিকানা থাকে না কিছু, এত আসে এত চলে যায়।

প্রেম যথা নিত্য জন্মে, কোটী প্রাণে ফিরি তার শেষে
বিরামের স্থানে ধায়, সেই প্রেম-সিন্ধুর উদ্দেশে।
এক আলো শত স্থানে শতরূপে করিছে বিহার,
কত তার নিত্যবৃদ্ধি, কত দিকে নিত্য তার ক্ষয়,
যেথা যাও আলো সেথা, কে বলিবে এ আঁলো সে নয়,
এক জ্যোস্না ধরাখানি তুলিয়া লয়েছে অঙ্কে তার,
তেমনি জীবন-স্রোতে প্রাণময়ী, নর্ম্মদা আমার।

নর্ম্মদে, এসেছি তোর পিতৃ-নিকেতনে আজি বালা,
দেখিতে কেমন হেথা বালিকা নর্ম্মদা করে খেলা!
দেখিতে রজতোচ্ছ্বাস— তোর উন্মাদিনী মূর্ত্তিখানি,
শুনিতে সে হুহুধ্বনি, তোর সে গভীর দীর্ঘশ্বাস।
প্রকৃতির অন্তঃপুরে যেথায় করিস্ তুই বাস,
যে পাষাণ-রুদ্ধ পথে ছুটে যাস্ দিবসযামিনী।
দুই পার্শ্বে উচ্চ শৈল,— ছায়া পড়িয়াছে নীলজলে,
শিশু-শশী ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়া দেখিতেছে সেথা,
সে পাষাণ-ভিত্তি মাঝে রুদ্ধ কোন রহস্য-বারতা?
শব্দ সেথা ভীত হয়ে স্তব্ধ রহিয়াছে একেবারে,
সৌন্দর্য্য করিছে বাস এ কোন্ মায়ার কারাগারে,
নীলজলে বহি সেথা নীরবে তরণীখানি চলে।

প্রভাতের কবি।

পর্ব্বতের কন্দর হইতে
কল্লোলিনী ছুটে নিজ পথে,
অনিলের মৃদুল পরশে
কলিকা, মেলিয়া ওষ্ঠ হাসে,
প্রভাতেতে ওঠে যথা রবি,
আমি এক প্রভাতের কবি।

(আমি এক প্রভাতের কবি
এ জীবন শিশিরের মত,
প্রভাত ফুরায়ে গেছে হায়,
তাই বড় হয়েছি বিব্রত!
শিশির শুখায়ে গেছে বনে
প্রভাতের বিদায়ের সনে,
শুখায়েছি, তবু বেঁচে আছি
দগ্ধ হয়ে তপন-কিরণে।
শিশির শুখায়ে গেল বনে,
প্রভাত ফুরায়ে গেল হায়,
আমি এক প্রভাতের কবি
এ জীবন কেন না ফুরায়!)

মনে পড়ে জন্ম হল মোর,
ঊষার তখনো আছে ঘোর,
শুকতারা পূরব-আকাশে
তখনও ম্লান হাসি হাসে,
নিশাশেষে প্রকৃতি বিভোর,
মনে পড়ে জন্ম হ'ল মোর!
ফুটেছিনু তরুর পল্লবে
একবিন্দু শিশিরের মত,
শিশির তো শুখাইয়া গেছে
মোর এ যন্ত্রণা কেন এত?

পূর্ব্বাকাশে উঠেছিল যবে,
তরুণ সে রক্তবর্ণ রবি,
গাহিতাম আনন্দের গান
হেরিয়া রবির কম ছবি।
সেই রবি অগ্নি-চক্র হয়ে
আমারে যে দহিছে নিয়ত,
শিশির তো শুখাইয়া গেছে
মোর কেন এ যন্ত্রণা এত?

চারিধারে নির্জ্জনতা মাঝে,
কেমন মধুর শান্তি রাজে,

কোকিলেরা প্রভাতী গাহিত
কেমন বসিয়া গাছে গাছে,
কোকিলের পাপিয়ার গানে
কর্ণে মোর ঢেলে দিত মধু,
আনমনে বীণা ভূমে ফেলি
সেই গান শুনিতাম শুধু।
সহসা কিসের কোলাহল
শ্রবণে পশিল মোর আসি,
চাহি দেখি কোথা মিলায়েছে
প্রভাতের সেই মিষ্ট হাসি।
যে দিকেতে ফিরাই নয়ন
নয়নে নূতন লাগে সবি,
অবাক হইয়া আছি বসি,
ক্ষুদ্র আমি প্রভাতের কবি।

ফুল ফোটে কেমন করিয়া
তা'তো গেয়েছিনু একদিন,
গেয়েছিনু উষায় কেমনে
আঁধার আলোকে হয় লীন,
গেয়েছিনু বসি নিরজনে,
নদী বহে যায় কোথা, কেনে

রবি ওঠে পূরব গগনে,
পশ্চিমেতে শশী হয় ক্ষীণ।)
(এই কোলাহলে কি করিয়া,
কি গাহিব বোঝে না ত হিয়া,
তার যত তুলে বাঁধি আমি,
ক্ষীণ স্বর তত পড়ে নামি,
কোথা সেই আলো-অন্ধকার
আধ ঘুমে মগ্ন বিশ্বছবি,
এ তরঙ্গে কোথা যাব ভাসি'
ক্ষুদ্র আমি প্রভাতের কবি!)

ঊষা ধীরে হ'য়ে গেল লীন,
প্রভাত মিশা'য়ে গেল কোথা,
মোরে কেন ফেলে চলে গেল,
কাহারে কহিব এই ব্যথা!
সংসারের কোলাহল শুনি
পাখীরা নীরব হ'ল বনে,
আমি এক পাখীর সমান,
আমি গান গাহিব কেমনে?
(অচেনা এ মধ্যাহ্ন-জগৎ
অচেনা এ জগতের জন,
প্রভাতের কবি তাই খুঁজে,
কোথা তুমি মধুর মরণ!)

দ্বিপ্রহর।

দ্বিপ্রহর হয়ে এল, থাক্ থাক্ থাক্,
এখন রাখিয়া দাও খেলা,
বাড়িয়া উঠিছে ক্রমে বেলা।

পল্লব-দোলায় বসি কুসুম তুলিতেছিল
ঊষার বাতাসে,
ললিত-লাবণ্য-ছটা ঝরিয়া পড়িতেছিল
যেন চারি পাশে,
স্নিগ্ধ-শ্যাম-কুঞ্জবনে ছায়ায় শয়ন করি
একেলা একেলা—
ছড়াইয়ে চারি পাশে কুড়ান কল্পনা-ফুল
গাঁথিতেছি মালা,
ঘনপত্রগুচ্ছ হ'তে কুহু কুহু কুহু কুহু
ধ্বনি কাণে আসে,
সৌরভ সকল অঙ্গ আলিঙ্গন সম ঘিরে
অলস আবেশে ;
দ্বিপ্রহর হ'য়ে এল, থাক্ থাক্ থাক্,
রেখে দাও কল্পনার মালা,
বাড়িয়া উঠিছে ক্রমে বেলা।

ললিত-লাবণ্যময় ফুলদল শুখাইয়ে
তরুতলে পড়িছে ঝরিয়ে,
বীজগর্ভ ফলে তার জীবন-বিকাশ হবে
নূতন হইয়ে!
ছায়া-স্নিগ্ধ-কুঞ্জতলে কুসুম-শয়ন ত্যজি
বাহিরিয়ে দেখ একবার
খর রৌদ্র ব্যাপ্ত চারিধার।
আলস-জড়িমা কোথা পলকে মিলায়ে যায়,
চিহ্ন কিছু থাকে না তাহার;
উচ্ছৃঙ্খল জনস্রোত শত মুখে শত পথে
ধায় শত বার,
কত যায়, কত আসে ঠিকানা কি তার!
থাক্ থাক্, ছায়া থাক্, অনল-কিরণ-জ্বালা—
প্রখর তপন
মস্তকে করুক বরিষণ,
জাগ্রত-জগত মাঝে কোথা যাবে কোন্ কাজে
চেয়ে দেখ হয়ে সচেতন।

হয়ে এল দ্বিপ্রহর বেলা,
এখন রাখিয়া দাও খেলা!
কিরণ-হীরকচূর্ণ মণ্ডিত মুকুট পরি—
ধরারাণী রাজরাজেশ্বরী!

ঝকিতেছে রবিরশ্মি দীপ্তিময় মৃত্যুসম,
ঝকিতেছে রবিরশ্মি উজ্জ্বল জীবন সম,
গৌরবিনী মেদিনী সুন্দরী।

জীবন মরণ—সুখ দুঃখ—যেন দুই তীর,
তার মাঝ দিয়া,
স্রোতস্বিনী কি উদ্দেশ্যে (কি জানি কি কাম্য তা'র)
চলেছে ছুটিয়া;
কত শত পণ্যতরী সুবাতাসে ভর করি'
যায় নিজ পথে,
দশ দিকে জলে স্থলে জীবন-প্রবাহ চলে—
আনাগোনা জীবন্ত-জগতে।

থাক্ থাক্, রেখে দাও খেলা,
এখন যে দ্বিপ্রহর বেলা,
নীরব সে কুহুধ্বনি শুনা যায় দূর হ'তে,
উত্তপ্ত বাতাসে
হুহু হুহু ধ্বনি সনে কাহার আহ্বান যেন
ঘোরে চারি পাশে!

অচেনা রাজ্য।

হেথায় কিসের কোলাহল,
　　আনাগোনা ছুটাছুটী এত ?
কোন কথা জিজ্ঞাসে না কেহ,
কারো তরে নাহি কারো স্নেহ,
　　আপনারে লইয়া বিব্রত !
হেথায় কিসের কোলাহল,
　　আনাগোনা ছুটাছুটী এত ?

কি এত পেয়েছে এরা ব্যথা
　　জুড়াবার পায় না কো ঠাঁই ?
এত কি অভাব আছে হেথা,
　　হেথা হোথা ছুটাছুটা তাই ?
কে জানে যে সুখ সুখ বলি'
কেন এত আকুলি ব্যাকুলি,
পেয়েছে যা' পায়ে তাহা দলি',
　　খুঁজিতেছে যাহা পায় নাই !
কি এত পেয়েছে এরা ব্যথা,
　　পায় না কো জুড়াবার ঠাঁই !

কেন এত মলিন বদন,
হাসিতে জানে না কেন হাসি ?
বুক ফেটে' মরে কত জন,
উছলে না তবু অশ্রুরাশি।
কেহ যদি পথে পড়ে যায়,
হাত ধরে' তোলে না তো তায়,
কেহ তার মুখে চুমো দিয়ে
দেয় না কো বেদনা ঘুচিয়ে,
ধুলি কাদা আঁচলে মুছিয়ে
দেয় না কো কেহ ভালবাসি',
কাঁদিতে জানে না কেহ হেথা—
হাসিতে জানে না কেহ হাসি।

এখানেও কত ফুল ফোটে,
তেমনি সুরভি মধু ঝরে ;
এখানেও কত তারা ওঠে
তেমনি আকাশে থরে থরে,
সুধাকর মেঘ মাঝে ভাসি'
এখানে তেমনি হাসে হাসি,
এখানেও ঝরে সুধারাশি
তেমনি তো শিশুর অধরে,

এখানে তো ফুটে কত ফুল
তেমনি মাধুরী পড়ে ঝরে

এখানেও কূলে কূলে ভরা
তর্ তর্ নদী বয়ে যায়,
তবু কেন দিবানিশি এরা
কূলে বসি মরে পিপাসায়!
ভাই ভাই করে হানাহানি,
কেন হেথা তা' তো নাহি জানি,
ছেলে কেন মা মা ব'লে হেথা
মার কোলে যেতে নাহি চায়?
তর্ তর্ বহে যায় নদী
কূলে বসি মরে' পিপাসায়!

সংসার।

সত্য কি গো বল এ সংসার
পূর্ণ শুধু মিথ্যা কোলাহল,
অমৃতের কণা হেথা নাই,
শুধুই কি আছে হলাহল?
বন্ধনের মুক্তি নাই হেথা,
কেবল কি কঠিন বন্ধন?

বিরাম বিশ্রাম নাই, শুধু
হাহাকার আকুল ক্রন্দন?
ধরণি গো, জননি গো, তোর
কোল শুধু পাপ-তাপ-ভরা?
চিতা সনে চিন্তার বিলয়,
জীবনের প্রায়শ্চিত্ত মরা?
নিশিদিন অশ্রু যার ঝরে,
তার কি বৃথায় আঁখিধার,
কাঁদিবার সারাটি জীবন,
নাহি কেহ অশ্রু মুছাবার?
বিষ যদি শুধুই সংসারে,
সুধা তবে আছে কোন দেশে?
যাব কি না যাব আমি সেথা,
পাব কি না পাব সুধা শেষে!
নিত্য নিত্য বিঁধিবে পরাণে
যন্ত্রণার তীক্ষ্ণধার অসি,
সে যন্ত্রণা-অবসান-তরে
শূন্য চাহি রহিব কি বসি'?
জীবন কি কেবল অপেক্ষা?
অপূর্ণতাময় এ নিখিল?
শূন্যে চাহি দিবস গণিবে
এত কেবা আছে ধৈর্য্যশীল!

সুখ ও দুঃখের বিলাপ।

সুখ বলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,—
হিয়া মোর গেল যে ফাটিয়া,
রাতদিন হাসির অনল
এ হৃদয় দহিছে কেবল;
কাঁদি যবে, অশ্রু চোখে নাই,
এ বেদনা কাহারে বুঝাই?
কেন হল সুখ-জন্ম মোর,
দুঃখ হয়ে না জন্মিনু কেন?
রাতদিন হাসির যাতনা
সহিতে ত পারি না এমন।
হাসি-তাপে দহিয়া দহিয়া
হিয়া গেছে শতধা হইয়া,
একবার এস অশ্রু তুমি!
জুড়াইয়া দাও এই হিয়া।

দুঃখ বলে মুছি' আঁখি-বারি,-
দুঃখ হয়ে জন্মিলাম যদি,
এক জন ব্যথার ব্যথিত
কেন মোরে নাহি দিল বিধি?

নীরবেতে, একেলা একেলা,
নিশিদিন কাঁদিয়া কাটাই;
মুছাইতে নয়নের বারি,
এ জগতে কেহ মোর নাই!

আয় অশ্রু আয়!

হেসে' বড় শ্রান্ত, অতি শ্রান্ত এ হৃদয়,
একবার জুড়া তুই,
একবার আয় বুকে জুড়াই হৃদয়,
আয় অশ্রু আয়!

আমোদের কোলাহলে শতধা—শতধা হয়ে
ফেটে গেছে প্রাণ,
আয় অশ্রু একবার আয়,
এক বিন্দু সুধা কর্ দান!

হাসির সুতীব্র তাপে একেবারে শুখাইয়া
গিয়াছে এ হিয়া,
ভোলা দেখি ক্লান্তিটুকু, গলা দেখি শুষ্ক প্রাণ
সুধাটুকু দিয়া!

হৃদয়ের প্রতি।

একবার থাম্ ওরে অশান্ত হৃদয়,
একেবারে হ'স্ না অস্থির ;
যন্ত্রণা সহিতে তুই শ্রান্ত কেন হোস্
ওরে তুই হৃদয় নারীর!
কেন এত ধৈর্য্যহারা হ'স্ রে অবোধ,
বল্ ওরে হৃদয় আমার,
পৃথিবীতে যত দুঃখ যত কষ্ট আছে,
তাতেই নারীর অধিকার!
ভালবাসা বলে' যদি থাকে কিছু হেথা
পৃথিবীতে দুঃখ নাম তার,
ভালবাসা ব'লে কিছু থাকিলে ধরায়,
তা'তেই নারীর অধিকার!

হৃদয় রে, অশান্ততা সাজে কি রে তোর,
একবার দেখ মনে করি,
ওই শোন্ বিশ্ব ভরি' বাজিছে সঙ্গীত ;—
"পৃথিবীতে ধৈর্য্যময়ী নারী!"
আমি জানি—জানি ওরে কি যন্ত্রণা তোর,
কি অশান্তি অশ্রু হারাইয়া,

তা বলিয়া কি হইবে; থাক্ চুপ করে,
মর্ম্ম যাক্ নীরবে ফাটিয়া।
ভুলিস্ না ভুলিস্ না অবোধ হৃদয়,
একেবারে হস্ না অস্থির,
দুঃখ সহিবার তরে এসেছিস্ হেথা
ওরে তুই হৃদয়—নারীর!

নিরাশ্রয়।

চারি ধারে উঠিয়াছে এই রব শুধু
পূর্ণ বিশ্বময়,—
মানবের কোথায় আশ্রয়?

ডাকিছে আকুলকণ্ঠে মানবসন্তান—
স্থান কোথা পাই?
শোকতপ্ত, হিংসাতপ্ত, দুঃখতপ্ত প্রাণ
কোথায় জুড়াই?
হায়! স্থান কোথা পাই?

নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক হব—যে আবাসে গিয়া,
কোথা সে ভবন?

হৃদয়ের ভার দিব যে পায় ঢালিয়া,
কোথা সে চরণ?
হায়! স্থান কোথা পাই?
তীব্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠে,—
"নাই, নাই, নাই!"

জননীর সন্তানেতে নাহিক বিশ্বাস,
হায়! স্থান কোথা?
সন্তান যে বুঝে না মায়ের স্নেহভাষ
কে জুড়াবে ব্যথা?
দুটী স্রোত, দুটী প্রাণ—এক সাথে মিশে
যেই শুভদিন,
তাও জীবন-বিহীন।

পুষ্প ফোটে, বৃথা—শুধু বিলাসী জনের
পুরাতে বিলাস,
পাখী গাহে, সেও বৃথা, মানব-মনের
নাহিক বিকাশ।
প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-দয়া-পূর্ণ এ জগৎ,
তবু কিছু নাই।
ধরণীর জীব কাঁদে নিরাশ-অন্তরে,
হায়! স্থান কোথা পাই?

হায়! স্থান কোথা পাই?
জগতে সকলি আছে, তবু মানবের
কিছু আজ নাই।
সন্তান নহে ত ছেলে, মা নহে জননী,
ভাই নহে ভাই।
জীবনসঙ্গিনী নাই, খেলার সঙ্গিনী,
কে জুড়াবে ব্যথা?
হায়! স্থান কোথা?

কোথা তুমি ওহে দেব অখিল-নির্ভর!
শুনি তুমি ব্যাপ্ত চরাচর;
তবে কেন জীবনের সাথী নাহি পাই,—
জননীর স্নেহ।
দেখি কেন শূন্য বিশ্ব, কিছু হেথা নাই,—
জুড়াইতে কেহ।

তুমি হে নির্ভর!
জগতে আশ্রয় দাও, ঘুচাও বাসনা,
পুরাও অন্তর।

নির্ভর-ভিক্ষা।

ওহে নাথ করুণাসাগর!
তোমার ভিখারী যাচে, যোড়করে তব কাছে,
দাও মোরে অমনি নির্ভর,—

যে নির্ভরে জননীর কোলে
বসি' শিশু হাসিমুখে ভাবে না বারেক
বিপদ আছে এ পৃথ্বীতলে।

পথে পড়ে' গিয়াছে পিছলে,
ছুটে এল অমনি মা বলে',
আঁচলে মুছায়ে অঙ্গ মুখে চুমা দিয়ে
মা অমনি করিলেন কোলে।

মায়ে যবে করিছে প্রহার,
আরো কাঁদে মা মা বলে' লুকায় যাইয়ে
অঞ্চলের আড়ালে তাঁহার।

প্রাণ যায় রোগযন্ত্রণায়,
জননীর মধুমাখা কোলে গিয়া তার—
সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়ায়।

নিশাকালে পড়েছে ঘুমায়ে,
এলায়ে পড়েছে অঙ্গ নিশ্চিন্তে ঘুমায়
মার গায়ে হাতখানি দিয়ে।

ভিখারীরে এই ভিক্ষা দাও,
যত প্রাণে ব্যথা পাব, তত কোলে লুকাইব,
দেখি তুমি কেমনে ভাঁড়াও?

অতৃপ্তি।

তোমারে সঁপিতে প্রাণ ভাল ক'রে পারি না যে,
দুঃখভরা হিয়া মোর পাছে গিয়া পায়ে বাজে;
দুঃখ-সরবস্ব হিয়া
পূজিব বল কি দিয়া,
চুরি করি আপনারে তোমা হতে শত কাজে।
যদি, উচ্ছ্বাসে পরাণ লই'
চরণে সঁপিতে যাই,
আমার "আমিত্ব"টুকু জেগে থাকে তার মাঝে,
এমন করিয়া আর নিতি নিতি পারি না যে!

নিঃসংশয়।

এত দিনে বুঝিলাম আমি যে উন্মাদ, তার
নাহিক সংশয়,
যা' লয়ে তোমারে ভুলি, তোমার চরণধূলি—
তাও সে তো নয়,

সে শুধু খেলার ধূলি, তাই নিয়ে থাকে ভুলি'
অবোধ হৃদয়!

পূর্ণ চন্দ্রমা গগনে ছড়ায় সহস্র করে
জ্যোৎস্না-অঞ্জলি,
আমি আসি গৃহকোণে জ্বালাই মলিন দীপ
আলো হবে বলি'।
স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী দুই কূল ভাসাইয়া
বহে দিবানিশি,
মৃত্তিকার গর্ত্ত হ'তে কলুষিত জল আনি
ভরিয়া কলসী।

তুমিহারা।

বুঝিয়াছি প্রাণসখা, এত কেন ব্যথা,
জ্বলে প্রাণ রাত্রিদিন কেন হলাহলে,
বিজনে রহিতে কেন চাহে না পরাণ,
মগন রহিতে চাহে পৃথ্বী-কোলাহলে;
কেন এত প্রাণমাঝে ওঠে হাহাকার
কি যেন পিপাসা তার সদাই আকুল,
চারিদিকে কেন সদা হেরে অন্ধকার,
তুমিহারা আমি একা তাই এত ভুল!

আপনারে লয়ে আমি রহি রাত্রিদিন,
আপনার অন্ধকারে আপনারে ঢাকি,
বাহিরিতে চাহি না তো অনন্ত অসীমে,
নিজেরে ঘরের কোণে লয়ে বসে থাকি।
ব্যথা পাই, ভাবি শুধু আমি পেনু ব্যথা,
কাঁদি যবে ভাবি শুধু আমারি কাঁদন,
বোঝে না পাগল প্রাণ তুমি সদা হেথা
সুখ দুঃখ তোমারি সে স্নেহের বাঁধন।

কোথা প্রাণেশ্বর তুমি অনন্ত উদার,
কোথায় তোমার সেই সুন্দর আনন!
তোমারে এ হৃদিমাঝে করগো বিস্তার
আপনার মাঝে মোরে কর আকর্ষণ।
লুকাও আমারে তব চরণ-ছায়ায়
ভুলাও আমারে এই 'আপনার' কথা।
আপনার ভার আর পারি না বহিতে
'আমি' মোরে রাত্রিদিন বড় দেয় ব্যথা।

দাসীরে তোমার, নাথ, করহ স্মরণ,
চাহি শুধু তব পায়ে প্রাণের মরণ।

অস্থায়ী আশ্রয়।

অস্থায়ী আশ্রয়ে নাথ, দে'ছ পাঠাইয়া,
তাই সদা মনে মনে ভয়,
কোন দিন ভীম ঝঞ্ঝা উঠিবে গগনে
ভেঙ্গে যাবে মোর এ আশ্রয়!

দিনরাত আশঙ্কা কেবল,
কোন্ মুহূর্ত্তেতে এই আশ্রয় ভাঙ্গিবে মোর
হারাইব সকল সম্বল!

হে আশ্রয়, হে ভরসা, জীবের সম্বল,
এ ভয় ঘুচায়ে দিয়ে—তুমি কি আশ্রয় দিবে—
তোমার অরুণ পদতল!

আশঙ্কা।

বসেছিনু নিশ্চিন্ত হইয়া,
যেমন জীবন-স্রোত বহিয়া যাইতেছিল,
বুঝি যাবে অমনি বহিয়া।
এমনি এ ভাইবোনে খেলিব হরষ-মনে
স্নেহডোরে বাঁধা চিরদিন।

ওরে মন, তাই ভাবি' নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে
নিতান্তই তুমি জ্ঞানহীন!

দেখ, দেখ পূরবে চাহিয়া,
উদিছে আকাশ-প্রান্তে সুন্দর কনক-রবি
সিন্দূর-অঞ্জলি বরষিয়া,
এবে কে বলিতে পারে এই ভানু অস্ততীরে
যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে মিশিয়া!

ওই দেখ নিশীথ-গগনে,
নীল নভঃকলেবর শোভিতেছে মনোহর
পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র-রতনে,
একটী পড়িল খসি' অৰ্দ্ধপথে গেল মিশি,
কোথা লুকাইল কেবা জানে।

সুখগৃহ দিলে সাজাইয়া,
ভাবেনি অবোধ মন— এ গৃহ আবার তুমি
ক্রমে ক্রমে লইবে ভাঙ্গিয়া।

যাহাদের দিয়াছিলে একে একে সব নিলে
স্নেহ যাহ রাখিয়াছ বাকি,
কবে বা যাইবে লয়ে মুহূর্ত্তেকে ফাঁকি দিয়ে
ভয়ে ভয়ে তাই চেয়ে থাকি।

হাত ধরে'।

বড় অন্ধকার পথ দিয়া
বল কোথা নিয়ে যাও সখা,
উত্তরিব কোন দেশে গিয়া,
সেথা কি আলোর পাব দেখা?

তাই হোক্, চির অন্ধকারে
ভ্রমি যেন অন্ধপ্রায় হয়ে,
পারিবে না ফেলিয়া পলা'তে,
হাত ধরে' যেতে হবে লয়ে।

এই ভাল, অন্ধকার ভাল,
যাইব না আলোকের দেশে,
সূর্য্যালোক দেখাইয়া দিয়া
পলাইয়া যাও যদি শেষে!

হ'ত যদি মধুর হৃদয়।

হ'ত যদি মধুর হৃদয়,
জগত হইত মধুময়!
বিশ্বচিত্রে প্রতি রেখা দেখিতাম মধুমাখা
স্নেহ-প্রীতি-হাস্য-গীতি-ময়,
হ'ত যদি মধুর হৃদয়!

স্নেহ-পূর্ণ হ'ত যদি মোর এই হিয়া,
ধন্য হইতাম বিলাইয়া!
যেমন পুষ্পের প্রীতি বিজনে ফুটিছে নিতি
বিলাইছে যাচিয়া যাচিয়া,
স্নেহপূর্ণ হ'ত যদি হিয়া!

দয়াতে হইত সিক্ত যদি এ অন্তর
পাইতাম দয়াময় মোর প্রাণেশ্বর,
সিক্ত করি মরু-হিয়া বিশ্বপ্রাণ ডুবাইয়া
বহে যেত অশ্রুর নির্ঝর,
অমৃতের ধারা নিরন্তর।

পাইতাম যদি বহু সাধনার ধন,
প্রাণে মোর ভকতি-রতন,
শুধু করি নত শির শ্রীচরণে জননীর,
বুঝিতাম মা'র স্নেহ মধুর কেমন।

দিয়া এ অন্তরে মোর প্রেম-মহানিধি,
ভূষিত করিত যদি বিধি,
এ সংসার শুধু শূন্য এই বিশ্ব মহারণ্য
হ'ত সুধা-পূর্ণ তবে, ধন্য হ'ত হৃদি।

তবে কেন ?

তবে কেন বল নিশিদিন,
এ জীবন শুধু দুঃখ-লেখা,
ফুলের মাঝারে কীট আছে,
মধুও তো সেথা আছে, সখা!
তবে কেন কাট' সারারাতি
অশ্রুজলে আর দীর্ঘশ্বাসে,
বসন্ত যদিও চলে যায়,
আবার বসন্ত ফিরে আসে।
বৃথাই কি শুধু এ জীবন?
মিছা কি এ সুখ, দুখ, আশা?
দগ্ধমরু যদি এ সংসার
হেথাও আছে তো ভালবাসা!

কুসুম-শৃঙ্খল।

যত দূর যে'তে চাই কাছে এসে পড়ি।
তোমার আহ্বান যেন প্রাণ টানি' আনে,
কত বা করিব সখি কুসুমচয়ন,
অবাকনয়নে বসি কল্পনার বনে!

মায়ার অমৃত এ যে শুধু ভোজবাজি,
সম্মুখে কঠোর সত্য সংসার-গরল,
লৌহের বন্ধন হ'লে ভাঙ্গিতে তো পারি,
কেমনে ছিঁড়িব এ যে কুসুমশৃঙ্খল!
তোরা কি ঘিরিস্ জাল চারিধার হ'তে,
চাহিয়া তোদের মুখে কাঁদি কিংবা হাসি,
বাঁধন হইতে যত চাহি পলাইতে—
টানাটানি হ'লে আরো বেঁধে যায় ফাঁসি।

নূতন আলোক।

আজি কুয়াসা-অন্তে শিশির-মাখানো আলো,
পড়ে যার গায় তারেই মানায় ভালো,
সর্ সর্ সর্ বাতাসে কাঁপিছে পাতা,
ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ কামিনীর দল ঝরে,
এখনো শিশির রয়েছে দূর্ব্বাপরে
রামধনুখানি আলোক আঁকিছে সেথা।
তর্ তর্ তর্ বাতাসেতে কাঁপে জল,
ছল্ ছল্ ছল্ মৃদু গুঞ্জন স্বরে
মর্ম্মকাহিনী ফুটিছে ওষ্ঠ'পরে
আনন্দে বহি' যাইতেছে অবিরল!

শোন্ শোন্ শোন্ ওরে দুরন্ত মন,
দেখ্ কি ছন্দে বহে যায় সমীরণ,
সোনার রঙের সরিসা-ক্ষেতের পরে
মধুমক্ষিকা ফিরে গুণ্ গুণ্ করে',

শতরঙে আঁকা পাখা-পালখানি তুলি,
যেন অনুকূল সুধীর সমীর ভরে
বহিয়া চলেছে প্রজাপতি-তরীগুলি
সারি সারি সারি শূন্য-সাগর 'পরে,

শোন্ শোন্ শোন্ ওরে উন্মাদ মন,
ললিত-নৃত্যে চলে কোথা সমীরণ,
প্রজাপতি-মত বিচিত্র পাখা ধরি,
তুইও চলে যাবি অমনি নৃত্য করি ?
যূথির সুবাস গিয়াছে যেথায় ভেসে,
কে জানে কোথায় কোন্ সুরভির দেশে ?

কুয়াসা-অন্তে শিশির-মাখানো আলো
উঁকি ঝুঁকি করে আশেপাশে চারিধার,
কে জানে কেমনে খুলে গেছে যত দ্বার,
আলো পেয়ে ঘরে সকলি মানায় ভালো।

কত লোক গৃহে আসে চারিধার হ'তে,
শুভ্র বসনে, ম্লানবাস পরি কেহ,

শত কলরবে জাগিয়া উঠেছে গেহ,
কত নবমুখ নূতন নূতন ছায়া
কত ছেলেমেয়ে ছুটাছুটী করে আসে,
কত মা আসিল বাছারে বুকেতে নিয়া,
উৎসব-স্রোতে গৃহখানি যেন ভাসে,
বাঁধ ভেঙ্গে এল আনন্দ কোথা হ'তে ?

ওরে মন মোর, ওরে উন্মাদ মন,
দেখ্ চেয়ে দেখ্ কত ছবি অগণন,
সাগরে যেমন আকাশের ছবিখানি,
ঘনমেঘমালা তরল জ্যোৎস্নারাশি,
জাহ্নবী ল'ন বক্ষে যেমন টানি
পূজার পুষ্প, অস্থি, গলিত, দেহ
কল্লোল সনে উচ্ছলে যেন স্নেহ
নির্ম্মল-নীর সকল-কলুষ-নাশী।

শোন্ শোন্ ওরে উন্মাদ মন মোর,
জগত হয়েছে দুয়ারে অতিথি তোর,
ওঠে উৎসব-কলরব গৃহমাঝে,
হাস্যে রোদনে মধুর মিলন কত,
কি যে সঙ্গীত মর্ম্মে আসিয়া বাজে,
গীতধারা যেন অমৃত-ধারা মত।

আপনারে আর ধরিবারে নাহি পারি,
উল্লাসে ওঠে উছলি গঙ্গাবারি,
অমনি করিয়া কল-কল্লোল-গীতে
তুইও ভেসে যাবি ললিত নৃত্য-স্রোতে'
যূথির সুবাস গিয়াছে যথায় ভেসে
কে জানে কোথায় কোন্ সুরভির দেশে!

নিশীথ-জগৎ।

সেদিন দাঁড়ায়ে এক ক্ষুদ্রশৈল-শিরে,
মুক্ত নীলাকাশ-তলে, উদার সমীরে,
দেখিতেছিলাম শুধু মোর চারিপাশে
দিগন্ত-প্রসারী ক্ষেত্র মিলেছে আকাশে।
কোথা বন, কোথা গৃহ, কোথা লোকালয়,
চারিদিকে ধূ ধূ করে শুধু শূন্যময়!
জ্যোৎস্না ও কুয়াসা মিশি' ছায়ার মতন
রচিয়াছে একখানি মায়া-আবরণ।
সেই আবরণখানি রজনী আনিয়া
পৃথ্বীর মুখের পর দিয়াছে টানিয়া।
কোথা কোন শব্দ নাই, নীরব জগৎ
মৌন, বাক্যহীন; প্রাণ মোর খুঁজে পথ

দেহ ছাড়ি' বাহির হইতে একবার,
দেহ নয়, আজি মনে হয় কারাগার।
আজি যে অসীম এই নিশীথ-জগত
পড়ে আছে একখানি আসনের মত,
এ আসন তোমারই, আর কিছু নয়,
শূন্যমাঝে পূর্ণচন্দ্র হইবে উদয়
এ তাহারি আয়োজন, তাই একাকার
হয়েছে ধরায় আর আকাশে তোমার!
আকাশ যে চন্দ্রাতপ সাজায়েছে আনি',
যে আসন বিছায়েছে তোমার ধরণী,
সেই সিংহাসনে স্বামী, দেখিতে তোমায়,
প্রাণ মোর দেহে আর রহিতে না চায়।

নূতন বর্ষ।

হে বর্ষ, তোমার কেন এত আবাহন?
জীবনের শেষেও তো আসিবে মরণ!
অনন্ত জীবন বল কোথা পাওয়া যায়?
স্পর্শে কলঙ্কিত হবে তুমি ত নূতন,
মুহূর্ত্তের নূতনত্ব মুহূর্ত্তে মিলায়;

কিন্তু বল কার পদছায়া টুকু পেয়ে
আখ্যাত হয়েছ তুমি নূতন বলিয়া?
তুমি এসে যেমন গো যাও পলাইয়ে,
সেও কি এমনি করে যায় গো চলিয়া
প্রেমের শৃঙ্খল ছিঁড়ি' বাঁধন খুলিয়া?
না গো না, ওই যে মৃত্যু তব অপেক্ষায়,
প্রস্তুত হইয়া আছে চিতার শয়ন,
অনন্ত সে নূতনের বসতি যেথায়,
বিশ্বজয়ী মরণের সেথায় মরণ!

পুরাতন বর্ষ।

তুমি কি গো পুরাতন, রাঙ্গা হাসি হাসি'
দেখা দিয়াছিলে সেই নূতনের বেশে?
তাই বটে, জগতের এ সৌন্দর্য্যরাশি
একদিন মৃত্যুকোলে লুপ্ত হয় শেষে!
গীতিগান থেমে যায় উৎসবের শেষে,
অভিনয় সাঙ্গ হলে গৃহ অন্ধকার,
অপূর্ণতা পূর্ণ করে অপূর্ণতা এসে,
সত্য বটে পৃথিবীর এই ব্যবহার।

একটী বুদ্বুদ তুমি কালের সাগরে
মুহূর্ত্ত ফুরায়ে গেলে যাও মিলাইয়া,
এইটুকু প্রাণ তব দু' দণ্ডের তরে
কি যাদু-মন্ত্রেতে এস বিশ্ব ভুলাইয়া?
শ্রম দূর কর বর্ষ, অতীত শয়নে,
আবার নূতন দৃশ্য আসিছে নয়নে।

বর্ষান্তে।

সারা বর্ষ পান করি সংসার-গরল,
ওরে মন, এই দিনে,
আজিকার শুভদিনে
পূত অশ্রুজল
সিক্ত করি' মুছে ফেল্ কলঙ্ক সকল।

সারা বর্ষ মেখেছিস্ ধুলি,
আজি অশ্রু-জাহ্নবীর
সুশীতল স্নেহনীর
ভরিয়া অঞ্জলি,
হৃদয়ের মলিনতা আয় ধুয়ে ফেলি।

ওরে তোর হৃদয়-কাননে
যত শ্যাম তরুলতা
দগ্ধ করেছিস্ হেথা
স্বার্থের শ্মশানে,
স্নেহ-বীজ রোপি সেথা আয় দুই জনে।

দেখ্ মন, বীণাখানি তোর
সারাটী বরষ ধরে,
বেজেছে বেসুরা সুরে,
কর্কশ সে স্বর
আজো যেন ভরি আছে শ্রবণ-বিবর।

নামিয়া পড়েছে কোন তার,
কোনটী গিয়াছে ছিঁড়ে,
দুই জনে মিলে ওরে!
সাধের বীণার
ভাল করে সুর বাঁধি আজি একবার!

গত যত অপরাধ ভুলি,
যত ভাই বোন মিলে,
হিংসা দ্বেষ দূরে ফেলে,
আত্ম-পর ভুলি,
প্রাণ ভরি একবার করি কোলাকুলি।

খুলে ফেলি বসন ভূষণ,
বাহিরের এ মহত্ত্ব,
মনগড়া এই সত্য,
রূপ-আভরণ,
অহঙ্কার-মাথা এই বিনয়বচন।

মলিন কুৎসিত এই হিয়া,
(হ'লে অন্ধখঞ্জ ছেলে,
মা কি তারে দেন ফেলে ?)
কি হবে ঢাকিয়া
এ মালিন্য কুটিলতা আবরণ দিয়া ?

নগ্নপ্রাণে সুরে বাঁধি তার,
নগ্ন প্রকৃতির সনে
মিলায়ে হৃদয়ে বীণে
আজি একবার,
গাহি গান হৃদয়ের ভাষায় আমার।

ইতিহাস।

হেথা তোর বিজন-প্রবাস,
সঙ্গিহীন আরাম-আবাস!
হেথা নাই লুকোলুকী কেহ তো দিবে না উঁকি,
খোল ইতিহাস,—
দেখ তার পত্রে পত্রে রক্ত-রাঙ্গা ছত্রে ছত্রে
কত ভাঙ্গা, কত গড়া, কত উঠা, কত পড়া,
কত আশা, কত দীর্ঘশ্বাস!
হেথা পাঠ কর ইতিহাস।

থাক্ ভাঙ্গা, আছে গড়া, আছে ওঠা, থাক্ পড়া,
কেন দীর্ঘশ্বাস?
মানুষ যে হ'তে চায় ওঠা পড়া পায় পায়,
কেন তাহে হবে সে নিরাশ?
মেঘে যবে ধরা ঢাকে, আলোক লুকায়ে রাখে,
বিদ্যুৎ-বিকাশ
তীক্ষ্ণ ছুরিকার সম দীপ্ত উৎসাহের সম
ঝলকিয়া ওঠে বারবার,
বজ্রপাত শেষ-ফল তার!

হেথা তব বিজন-আবাস,
পূবের জানালা দিয়ে জোছনা মাখিয়ে গায়ে
দক্ষিণা বাতাস
কখন্ চোরের মত চুপি চুপি ঘরে আসে,
নাসিকা মাতিছে, তার ত্রুকূলের ফুলবাসে,
খুলিবে না কাব্য আজ? থাক্ তাতে নাই কাজ,
খোল ইতিহাস।

ওকি, ওকি, কোথা হ'তে উদ্দাম উন্মত্ত স্রোতে
কানে আসে ধ্বনি,—
"জননি, জননি!
জননি, জনমভূমি, স্বর্গ হ'তে কাম্য তুমি,
সুখ-শান্তি-তৃপ্তি-প্রদায়িনি,
জননি, জননি!
তরুণ জীবন-তরী জোয়ান* ভাসায়ে দিল
সমর-সাগরে,
শোণিত-কুসুমে রাঙ্গা কত শত ম্যারাথন্
কার পূজাতরে?"

* জোয়ান—Joan of Arc.

পড় ইতিহাস,
জ্বর-ঘোরে অচেতন বিছানায় পড়ি' মেয়ে,
পিতা গে'ছে বৈদ্য ডাকিবারে,
"বাবা কই? বাবা কই?" বলি চমকিয়া উঠে,
বুকে চেপে ধরে মা তাহারে।
কুটীরের দ্বারে শুনি' কাহার চরণ-ধ্বনি
"ওই এল, বাবা এল" বলে'
ছাড়ায়ে মায়ের বাহু সজোরে উঠিল বসি',
অজ্ঞান পড়িল শয্যাতলে।
ব্যাকুল আগ্রহভরে জননী কুটীরদ্বারে
চাহে বার বার,
পতি আসে নাই, এল সংবাদ তাহার,
শিক্ষিত মৃগয়া-পটু শিকারীর করেতে সে
মৃগভ্রমে হয়েছে বিনাশ!
তুচ্ছ ইতিহাস!
এইরূপ ভুল ভ্রান্তি না হয় কোথায় আর,
দেশেতে মানুষ নাই? তারা কি করিবে তার,
বৃথা দীর্ঘশ্বাস!

সরলা কৃষকবালা নদীতীরে গেছে স্নানে,
সংসারের কুটিলতা সে তো কিছু নাহি জানে,

আড়কাঠী ভুলাইল তায়,
মা নহিলে ঘুম নাহি হয় তার রাত হ'লে,
মুখেতে রুচে না ভাত খোকা না থাকিলে কোলে,—
কোন্ দেশে তারে লয়ে যায়!
নির্ব্বোধ সে, অযাচিত অনুকম্পা নাহি চায়,
প্রভুর করুণারাশি ভাগ্য নাহি মানে তায়,
পরিণাম বুটের প্রহার,
প্রভুর কি দোষ তাহে, বিদীর্ণ হইয়া গেলে
ক্ষীণ প্লীহা তার!

ঢাক ইতিহাস!
থাক্ থাক্, আপনারে কেন এই বারে বারে
তীব্র উপহাস?
শিরায় শিরায় যদি এখনো শোণিত আছে,
শোণিতে রহিবে লেখা, সে লেখা যাবে না মুছে,
থাক্ ভাঙ্গা আছে গড়া, আছে ওঠা, থাক্ পড়া,
কেন দীর্ঘশ্বাস!
মানুষ যে হ'তে চায়, ওঠা-পড়া পায় পায়,
কেন তা'তে হবে সে নিরাশ?
প্রাণে যে বিদ্যুৎ আছে, বজ্র কোথা তার কাছে?
প্রাণ আছে যার,—
যে জানে জীবন দিতে, সে পারে গড়িয়া নিতে,
জীবন তাহার!

দেখ ইতিহাস,
মেঘে যবে ধরা ঢাকে, আলোক লুকা'য়ে রাখে
বিদ্যুৎ-বিকাশ
তীক্ষ্ণ ছুরিকার সম দীপ্ত উৎসাহের সম
ঝলকিয়া ওঠে বার বার,
বজ্রপাত শেষফল তার!

অন্ধ ভিখারী।

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ আজি,
নীলাকাশে ফুটিয়াছে শশী,
পূর্ণ নহে, এককণা তার
চুপে চুপে পড়িয়াছে খসি'।
আমারো প্রাণের যেন আজ
সবটুকু পাই নাই কাছে,
অংশ তার চুপে চুপে খসি'
কোথা গিয়া লুকাইয়া আছে।
বিদেশে চলেছি আজ, মনে
জাগিতেছে দৃশ্য বিদায়ের,
জননীর গদ গদ ভাষ,
সেই স্নেহ-অশ্রু নয়নের,
সেই ম্লান নয়নের দৃষ্টি,
সেই স্নেহময় আশীর্ব্বাদ,
বিদেশ-ভ্রমণ-সাধে মোর
সাধিয়াছে যেন আজি বাদ।
প্রান্তরের মুক্তপথ দিয়া
বাস্পরথ বেগে চলি যায়,
একবার চাহে না পশ্চাতে,
কোন দিকে ফিরে নাহি চায়।
দুই ধারে শ্যাম শস্যক্ষেত্র,
জলাভূমি, নদী, খাল, বন,
ভেসে যায় চোখের সমুখে
একখানি স্বপ্নের মতন!

মধুর সে জ্যোৎস্নার তরঙ্গে শ্যামাঙ্গিনী নিদ্রিতা পৃথিবী,
কোন্ দক্ষ চিত্রকর বসি' আঁকিয়াছে এ মধুর ছবি!
সহসা থামিছে দ্রুতগতি, চেয়ে দেখ কি পরিবর্ত্তন!
কত আলো, কত কোলাহল, অচেনা এ কত শত জন!
কেহ ছুটে, কেহ যায় পড়ে, চেয়ে দেখে বল কে কাহারে;
এসে যেন দাঁড়ানু—ভাঙ্গিয়া স্বপ্নঘোর, ভবের বাজারে!
প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছবিখানি লুকাইল ছায়ার মতন,
কোথা হ'তে এল এ অশান্তি, এত আলো, এত লোকজন।
ওই শোন করুণ ক্রন্দন কান পাতি' কোলাহল মাঝে,
কেবা সে কাতরধ্বনি শুনে? সবে ব্যস্ত যে যাহার কাজে!
যাইতেছে কোলাহলে ডুবি অতিক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি তার,
"অনাথ এ জন্ম-অন্ধ প্রতি দয়া কর বাবা একবার!"
বাষ্পরথ আপন নিয়মে দ্রুতবেগে চলিল আবার,
বাতাসের সনে মিশে গেল দূরে—দূরে ক্ষীণকণ্ঠ তার।
মিশাইল? না, না, তা' তো নয়, মনে জাগি' রহিল তাহাই,—
"একবার কেহ চাহিলে না? দুঃখীরে কি কারো দয়া নাই?"

দুই ধারে সেই শ্যাম দৃশ্য, জ্যোৎস্নামগ্না নিদ্রিতা ধরণী,
শ্রান্তিভার করেছে হরণ শান্তি হেম-কিরণ-বরণী।
মনে জাগে শুধু সেই কথা, সেই বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস,
কেঁদে যার ফুরা'ল জনম তারে কেহ দিবে না আশ্বাস?
বল, অয়ি প্রকৃতি সুন্দরি, এত শান্তি এত ছায়া লয়ে,

পুরাবি না কাহারো অভাব? গোপনে কি রাখিবি লুকায়ে?
নিদ্রামগ্ন গ্রামগুলি ওই বৃক্ষাবৃত দূরে দেখা যায়,
শিশু যেন রয়েছে ঘুমায়ে জননীর স্নেহের ছায়ায়!
পাছে আসি শোক দুঃখ হেথা সন্তানেরে করে জ্বালাতন,
তরুদল যেন জননীর স্নেহমাখা বাহুর বন্ধন!
চেয়ে দেখি বটগাছ ওই ছায়া-অন্ধকার বুকে নিয়া
ধ্যানমগ্ন ঋষির মতন নীরবে রহেছে দাঁড়াইয়া;
তরুতলে সেই অন্ধকার কিবা স্নিগ্ধ কিবা শান্তিময়,
হবে না কি এই স্নিগ্ধছায়া শোকী তাপী দুঃখীর আশ্রয়?
বহিতেছে ক্ষীণস্রোতা নদী রজতের রেখাখানি মত,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙ্গে যায় চন্দ্ররশ্মি চন্দ্রছায়া কত,
এ নির্ম্মল সলিলের ধারা পিপাসীর তরে কি গো নহে?
খুঁজিয়া সে দয়া পাইবে না— দ্বারে দ্বারে দয়া যেই চাহে?
বিশ্বভেদী আকুল ক্রন্দন উঠিছে করুণ কণ্ঠস্বর,
সংসার চলিছে দ্রুতগতি, শুনিবার নাহি অবসর।
আপনার নিয়ম-শাসনে চলিতেছে চির অন্ধ-বলে,
দেখিবে ফিরিয়া সে কি চাহি কে প্রাণ হারা'ল চক্রতলে?
নিতি নিতি বাড়িতেছে ভার পুঞ্জ পুঞ্জ জুটিছে বেদনা,
ব্যথিতেরে কারো দয়া নাই, তার পানে কেহ চাহিবে না?
হে অনন্ত, হে অনাদি দেব, আজ আমি তোমারে সুধাই,
"দুঃখীরে কি কেহ চাহিবে না? ব্যথিতে কি কারো দয়া নাই?"

করুণা।

কাল, স্বপ্নে দেখেছি রেতে,
ধরা খানি যেন গিয়াছে ভাসিয়া
করুণা-নদীর স্রোতে।
প্রেম-সিন্ধু পানে ছুটেছে করুণা
জাহ্নবী-রূপ ধরি,
যতেক পিপাসী সুশীতল নীর
পিয়ে অঞ্জলি ভরি।
শ্রান্ত, ক্লান্ত, বহু দূর হ'তে
ছুটে আসে কেহ তথা,
হিমনীর-করে পরশি তাহারে
জুড়ান করুণা মাতা।
ধূলি কাদা কেহ মাখিয়া অঙ্গে
তীরে যায় করুণার,
নির্ম্মল নীরে ধূলি যায় ধু'য়ে
নির্ম্মল তনু তার!

কাল, স্বপ্নে দেখেছি রেতে,
ধরাখানি যেন গিয়াছে ভাসিয়া
করুণা-জ্যোছনা-স্রোতে।

চাঁদ হয়ে প্রেম উঠেছে আকাশে
করুণা জ্যোৎস্না তার,
জগৎ প্লাবিত হ'তেছে তাহাতে
আঁধার নাহিক আর।
প্রাসাদশিখরে জ্যোৎস্নার শোভা,
দরিদ্রের আঙ্গিনায়,
চিতা নিবি' আছে অঙ্গার-শেষ
জ্যোৎস্না পড়েছে তায়।
কুসুমের বুকে জ্যোৎস্নার শোভা
ধনীর উদ্যান-কোলে
কণ্টকবনে কণ্টকী লতা,
তাতেও জ্যোছনা খেলে।

কাল, স্বপ্নে দেখেছি রেতে,
করুণা-বায়ুর সুবাসে যেন গো
জগত উঠেছে মেতে।
প্রেম-পরিমল ধরিয়া হৃদয়ে
বহিছে করুণা-বায়,
স্বার্থ, ঘৃণা, দ্বেষ, তৃণটীর মত
উড়িয়া যেতেছে তায়।
প্রেমের সুবাসে ভরি দশ দিক
বহিছে করুণা-বায়,

পরশে তাহার প্রসন্ন সংসার
জগত জুড়ায়ে যায়।
'ভাই ভাই' বলি কোলাকুলি, সাধু
পাপী ধনী দীন মিলে,
হাসিছে জগত, যেন ঘুম ভেঙ্গে
মায়ের কোলের ছেলে।

কাল, স্বপ্নে দেখেছি রেতে,
করুণা যেন গো নারী-রূপ ধরি
এসেছে ত্রিদিব হ'তে ;
স্নিগ্ধ মূরতি নয়নে বচনে
স্নেহের ছবিটী লেখা,
মধুর অধরে উঠেছে ফুটিয়া
স্নেহের হাস্যরেখা।
জানু ধরি তাঁর দুরন্ত বালক
ক্ষুদে শিশু ক্রোড়ে তাঁর,
আঙ্গিনায় কত সন্তান তাঁহার
খেলা করে চারিধার।
ছুটে আসে ছেলে "মা জননি" বলে
চুমিছেন মুখে তার,
কেহ খেলা-ভুলে দূরে যায় চলে
ফিরে নাহি চায় আর,

খেলা ভেঙ্গে গেলে ঘরে আসে ছেলে
আঁচলে ঝাড়িয়া ধূলি,
দুটী স্নেহ-করে বেষ্টন করি
লইছেন কোলে তুলি,
বহে নির্ম্মল স্নেহ-পারাবার,
ঊর্ম্মি তাহার প্রীতি,
জগত ভরিয়া ওঠে সঙ্গীত
মাতৃ-মঙ্গল-গীতি!
এমন সময় শুনিনু "মা!" বলে
ডাকিছে সন্তান মোর,
"আমিও জননী?" ভাবিতে ভাবিতে
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।

পতিতা।

কেবা না ঘুমায় এ নিশীথে!
আপনার দেহ লয়ে; পণ্য দ্রব্য সাজাইয়ে,
কে থাকে দাঁড়া'য়ে রাজপথে?

ক্লান্ত দেহ, নিদ্রালসে নয়ন মুদিয়া আসে,
শয়নের নাহি অধিকার,
বুঝি বা কিনিতে দেহ, ক্রেতা আসিল না কেহ,
কাল কিসে জুটিবে আহার!

ধর্ম্মশাস্ত্র শুনিয়াছ সবে,
কেহ চিরদিন জ্বলে, কুম্ভীপাক কালানলে,
কেহ পড়ে দারুণ রৌরবে,
কে জানে নরক কি যে, যে জ্বালা বুকের মাঝে,
এর কাছে নরক কি ছার!
বুকে বিষ, মুখে হাসি— এ কি এ অনলরাশি,
অনলের মহা পারাবার!

যে দিন প্রথম, অভাগিনী
দেখিল ধরার মুখ, কত স্নেহ, কত সুখ,
পেয়েছিল উহারো জননী—
উহারও আগমনে একদিন গৃহাঙ্গনে
উঠেছিল আনন্দের ধ্বনি;
পিতার মাতার স্নেহে সুখের শৈশব-গেহে
উহারো কেটেছে শিশু বেলা,
খেলাঘরে, আম্রতলে, কত দ্বিপ্রহর কালে
ভাই বোনে করিয়াছে খেলা,

উহারও পরিণয়ে শৈশবের সে আলয়ে
হয়েছিল কতই উৎসব,
মঙ্গলের হুলাহুলে, একদা অঙ্গনস্থলে
উঠেছিল কত কলরব,
ধরিয়া হু'খানি করে, অশ্রু-গদগদ স্বরে
সমর্পণ করিলেন পিতা,—
দেখ, ওর মর্ম্মস্থলে চিরদীপ্ত কি অনলে
লেখা আছে সে সব বারতা!

সেই দিন, আর এই দিন!
নাহি সুখ, আশা, স্নেহ, ভগ্ন স্বাস্থ্য, জীর্ণ দেহ,
জীবনও জীবনবিহীন!
দারুণ হিমের রাতে, দাঁড়াইয়া রাজপথে,
অনিদ্রায় রজনী পোহায়!
আত্মা দিয়ে বিসর্জ্জন, কি এ অন্ন-উপার্জ্জন?
এর চেয়ে নরক কোথায়?
কে জানে কেমন ক্রূর, এ জগত কি নিষ্ঠুর!
করুণা, কেবল উপহাস,
কে জানে এ ভূমণ্ডলে মনুষ্যত্ব কারে বলে,
কার কথা করিব বিশ্বাস!

ওগো তুমি মহাজ্ঞানী, ধার্ম্মিকের শিরোমণি,
ঘুচাও সন্দেহ একবার,
যে অবোধ এক পলে, সর্ব্বস্ব হারায়ে ফেলে
তার আর নাহিক উদ্ধার?
ধরি তার হাতখানি, কেহ তুলিবে না টানি,
অন্ধকার অন্ধকূপ হ'তে,
তোমরা ধার্ম্মিক ধন্য, ক্রয় কর দেহ পণ্য!
এই বিধি বিধির জগতে!
ওগো যত পুণ্যবান! কর্ণেতে দিও না স্থান
পতিতার পাপের কাহিনী,
থাম কবি, ঘৃণিতার কাহিনী বলো না আর,
কলঙ্কিত হইবে লেখনী।

এক বিন্দু জল।

আঁধার নিশীথ ধীরে আসি
ফেলিল ধরণীখানি গ্রাসি';
চারি দিকে অন্ধকার-রাশি,
কিছু নয়, আর কিছু নয়,

শিশু-ক্রোড়ে ঘুমায় জননী,
প্রাসাদে ঘুমায় সুখে ধনী,
কুটীরে ঘুমায় দীন জন,
কেবা জাগে এ ঘোর সময়

"জল, জল, জল!"
খড় নাই কুটীরের চালে,
মাটি খসি' পড়িছে দেয়ালে,
মুক্তদ্বারে প্রবেশিছে গৃহে
বৈশাখের ঝটিকা প্রবল,
কে ডাকে আঁধারে ক্ষীণস্বরে
"দাও, দাও এক বিন্দু জল!"

"জল, জল, জল!
কেবা কোথা আছ বল, বল,
দাও, দাও, কৃপা করি দাও,
এক বিন্দু, এক বিন্দু জল!

"ওগো, আমি অনাথ একাকী,
তোমাদের সকাতরে ডাকি,

দারুণ পিপাসা, প্রাণ যায়,
কণ্ঠে মোর জ্বলিছে অনল,
দাও, দাও, কৃপা করি দাও,
এক বিন্দু, এক বিন্দু জল!

"জল, জল, জল!
এক বিন্দু, এক বিন্দু জল!
সে দিন যে নদী-কূল দিয়া
সাঁঝে এনু কুটীরে ফিরিয়া,—
কূলে কূলে ভরা কত জল,
কেমন সুন্দর স্রোত বহে,
কি মধুর, কেমন নির্ম্মল!

এক মাস গত হয়ে যায়,
পড়ে আছি একাকী শয্যায়,
কেহ নাই, কেহ নাই আর,
আর কেহ আসিবে না হেথা,
কেহ সুধা'বে না কোন কথা,
চারি দিক আঁধার, আঁধার!

কেবল আসিবে এক জন,
মরণ সে অনাথ-শরণ,
কেহ নহে, কেহ নহে আর!

"জল, জল, জল!
মেঘে কি বর্ষে না বৃষ্টি আর?
বারিহীন হয়েছে সংসার?
শুধু আছে পিপাসা প্রবল?
শুখায়ে গেল কি ভরানদী—?
এক বিন্দু, এক বিন্দু জল!
দেবে না কি এক বিন্দু জল?
কারে বলি? কেহ নাই, নাই,
কণ্ঠে মোর জ্বলিছে অনল,
দাও, দাও, কৃপা করি দাও,
এক বিন্দু, এক বিন্দু জল!"

ঘরে ঘরে ঘুমায় সকলে,
ঘোর-নিশা, জগত আঁধার,
কুটীরের মুক্তদ্বার দিয়া
ধীরে ধীরে মরণ আসিয়া
দাঁড়াল শিয়রে অভাগার।

নির্ঝর বহিছে শৈল-অঙ্গে,
নদী বহে কল, কল, কল,
বায়ু বহে আনে ক্ষীণধ্বনি
"এক বিন্দু, এক বিন্দু জল!"

পবিত্রতা।

আঁধারে আলোক কভু হয় না নির্ব্বাণ,
আলোক আঁধারে করে পুণ্য-দীপ্তি দান,
ওগো দিনকর!
তোমার ও পুণ্যরাশি কিরণ প্রখর,
ঘুচায়েছে যেথা যত আছে তমোরাশি,
ওগো তরঙ্গিণী!
নির্ম্মলসলিলা, বহু দিবস রজনী,
স্নান করে পান করে দরিদ্র পিপাসী,
তবু চির সুনির্ম্মল ওই বারিরাশি।

জননীর পাশে
ধূলা কাদা মেখে যবে ছেলে ঘরে আসে,
মা তাহারে ঘৃণা ক'রে নাহি দেন ফেলে,
কোলে তারে তুলে লন মুছিয়া অঞ্চলে;
হৃদয়ের দিনকর! প্রেমপ্রবাহিণী
অয়ি তুমি জননীরূপিনী,
তোমার পুণ্যের আলো, পেয়েছে যে জন
প্রসাদ তোমার,
পাপী বলে সে কেন গো করিবে বর্জ্জন
পাপ হবে পুণ্য, স্নেহ-আলিঙ্গনে তার।

অনুরোধ।

আমি কাঁদি তুমি হাস, তাতে ক্ষতি নাই,
কিন্তু এ কাঁদন দেখে হাসিও না হাসি
এই ভিক্ষা চাই!
নির্ম্মল চন্দ্রিকালোকে বেড়াও ভাসিয়া,
তা বলিয়া অমারাত্রে করো না বিদ্রূপ
নিষ্ঠুর হাসিয়া!

শূন্য-গৃহে।

শূন্য-গৃহেতে দীর্ঘশ্বাস উঠে—
সে যেন ডাকিছে, "আয়, আয়!"
অমনি চমকি' প্রতিধ্বনি শুনি
"যায়, যায়, সব চলে যায়।"

শূন্য-গৃহেতে পিপাসী নয়নে
আকুলিত চারি দিকে চাই,
অন্তরে অন্তর কেঁদে কেঁদে বলে,—
কেহ নাই হেথা কেহ নাই!

চমকি' উঠিয়া শ্রবণ পাতিয়া
বুঝি পদধ্বনি শুনি কা'র!
বিশীর্ণ পল্লব খসে' খসে' পড়ে,
বায়ু গেয়ে যায় হাহাকার!

পিপাসী শ্রবণ, শুনিবারে সাধ,
ওই বুঝি ডাকে কে আমায়?
বিদ্যুৎ চমকি' যায় আঁখি আগে
মেঘ গরজন শুনা যায়।

আকুল দু' কর করি প্রসারণ
ধরিবারে চাই কারে গো!
শূন্য-আলিঙ্গনে অবসন্ন প্রাণ,
পিপাসা তো নাহি পুরে গো!

দীর্ঘশ্বাস উঠে অন্তর হইতে—
"কে কোথা আছিস্ আয়, আয়।"
অমনি চমকি' প্রতিধ্বনি শুনি,
"কে কোথায়, হায় কে কোথায়!"

চিতায় চিতায়।

(কোনও বিধবার মৃত্যুতে)

বড় ব্যথা পেয়েছিল সে,
হৃদয়ে জ্বলিত শত চিতা,
চিতায় চিতায় আজি মিশে
নির্ব্বাণ হইল তার ব্যথা।

পরাণের অনন্ত শ্মশান,
শ্মশানের ছাই হ'য়ে গে'ছে,
হৃদয়ের অনন্ত যাতনা—
যাতনা-সমুদ্রে মিশিয়াছে!

এতদিন অবিশ্রান্ত জ্বালা
অহোরাত্র দিতেছিল ব্যথা,
এখন সে অবসর ল'য়ে
শান্তিকে পাঠায়ে দে'ছে তথা।

কাঁদ কেন আর তার তরে?
ডাক কেন মর্ম্মভেদী ডাক্?
সে যেখানে গিয়াছে চলিয়া,
বড় সুখে আছে, থাক্, থাক্!

তোমরা সকলে চলে গেলে।

তোমরা সকলে ফেলে' গেলে আমারে এ অন্ধকার মাঝে,
সঙ্গিহীন নিশিদিন যাপি নির্ব্বাসিত স্নেহরাজ্য হ'তে,
চেয়ে দেখি প্রাণখানি মোর, সাহারার মরুভূমি এ যে
বজ্রদগ্ধ জীর্ণ তরুসম পড়ে আছি আমি এ জগতে!

তোমরা সকলে চলে গেলে, চলে গেলে আপনার দেশে;
অন্ধকারে পথহারা পান্থে নিলে না ধরিয়া হাতখানি,
দিশিহারা উন্মাদের সম পড়ে আছি আমি এ প্রবাসে,
পড়ে যাই পথের পিছলে, বুকে বাজে পাষাণ ধরণী।

তোমরা সকলে চলে গেলে—যেথা শান্তি যেথা সুপ্তি আছে,
আমারে ফেলিয়া রেখে গেলে জগতের কার্য্য-কোলাহলে,
অশান্ত এ সংসার-সমুদ্র গরজিয়া উথলি' উঠিছে,
ভেসে যায় জীবন-তরণী লক্ষ্যহীন তরঙ্গ-কল্লোলে।

তোমরা সকলে চলে গেলে, তাই ভাল, চলে যাও সবে,
উঠিছে ডুবিছে রবি হেথা, উঠিবে ডুবিবে চিরদিন,
রবে না কো দিন চলে যাবে, কারো সুখে, দুখে কারো যাবে,
ভেসে যাবে কালের তরঙ্গে তরীখানি কর্ণধারহীন।

সমাধিস্থান।

সে এক নীরব সাঁঝে,
নির্জ্জন সমাধি মাঝে
দাঁড়াইয়া দেখি চারি ধার,
মৃত্যু যেন এই পথে,
প্রিয়জনে ল'য়ে যেতে
পদচিহ্ন রেখে গেছে তার;
যেন শুভ্র স্তম্ভগুলি,
মরণের পদধূলি
আপনার সর্ব্বাঙ্গে মাথায়ে,
নীরব বিজন দেশে,
উদাসি-তপস্বি-বেশে
সর্ব্বত্যাগী রয়েছে দাঁড়ায়ে।
কে বা আছে, কে বা নাই,—
উদ্দেশ পাই না পাই,
আধ আলো, আধ তারা ছায়া,
ছায়া যেন মূর্ত্তি ধরে,
কাছে এসে খেলা করে,
ধরি, ধরি, যায় মিলাইয়া।
গাছগুলি পাশাপাশি,
ডালে ডালে মেশামিশি'

কোথা আলো, কোথা অন্ধকার,
আলো ও ছায়ার মত,
আনাগোনা শত শত
কি গভীর রহস্য অপার।
স্নেহময়ী মা'র মত
মাথা করি অবনত
জুঁইগুলি সমাধি-উপরি,
(যেন শোক-অশ্রুজল)
সিত-শুভ্র ফুলদল
নিশি দিন পড়ে ঝরি' ঝরি'।
হেথা এলে হয় মনে,
সবই খেলা এ জীবনে,
মৃত্তিকায় মিছা আরাধনা,
খেলা, তবু তারি মাঝে
কোথায় লুকায়ে আছে
জীবনের সার্থক সাধনা।
সংসারের কোলাহল,
কোথায় মিলায়ে যায়,
শ্রবণেতে নাহি পায় স্থান,
কেবল অন্তর মাঝে
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজে
সুগম্ভীর মৃত্যুর আহ্বান;

স্বার্থ, হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ
কীট-সম রহে পড়ি
মরণের চরণের তলে,
শুধু এক অগ্নি-দীপ্ত
চির সত্য মৃত্যু মূর্ত্তি
ব্যাপিয়া রয়েছে ভূমণ্ডলে।
জীবনের দিনগুলি,
হেলায় দিয়েছি ফেলি,
হেথা এলে তাই হয় মনে,
মুহূর্ত্তে যে সুধা আছে,
পাব না পৃথিবী খুঁজে,
হারাইলে মুহূর্ত্তের সনে।
কথা কেহ কয়ো না কো,
হেথা আজি স্তব্ধ থাক,
শুন এক বার পাতি' কান,—
বিশ্ব চরাচর মাঝে
কি গম্ভীর সুরে বাজে
নিশিদিন মৃত্যুর আহ্বান!
কথা কিছু কয়ো না কো,
এই পথে চেয়ে দেখ,

যাত্রী গে'ছে পদচিহ্ন তার,
নীরব নিস্তব্ধ সাঁঝে
নির্জ্জন সমাধি মাঝে
নীরবতা-মগ্ন চারিধার।

মৃত্যু-পরিচয়।

অয়ি মৃত্যু! তাই বলি তোমারে মহান্,
নীচতা ক্ষুদ্রতা কভু নাহি পায় স্থান
তোমার ছায়ায়, তীব্র উত্তাপে তোমার
পৃথিবীর মলিনতা পুড়ে হয় খার।
অয়ি মৃত্যু! তাই বলি তোমারে অনল,
অগ্নি-তাপ বিনা স্বর্ণ হয় কি উজ্জ্বল?
দুঃখের গরল পান করেছে যে জন,
তুমি বিনা আর তার নাহি প্রয়োজন
ধরণীর কোন ধনে, তাই হয় মনে,
তাপহারী তোমা সম কেবা ত্রিভুবনে?
শ্রান্ত চিত্ত যবে মাগে শান্তির আলয়,
চিরশান্তি! তুমি বিনা কে তার আশ্রয়?

বন-ছায়া।

থাক্ স্নিগ্ধ বন-ছায়া করিয়া শয়ন
দুর্ব্বাদল শ্যামল-শয়নে।
মর্ম্মকথা ধ্বনিত হউক অনুক্ষণ
কাননের মর্ম্মর-স্বননে!

থাক্ কূলে কূলে ভরা ক্ষীণা প্রবাহিনী,
শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র কূলে তা'র,
থাক্ শান্তি লুকাইয়া দু' দিকের তীরে
দরিদ্রের কুটীর-মাঝার!

ওই হোথা গৃহহারা পান্থ এক জন
বন-পথ ত্যজি' চলে' যায়
কত দূর জনপদ করিতে ভ্রমণ,
উত্তরিবে কে জানে কোথায়?

যদি কভু রৌদ্র-তাপে মলিনবদন
পান্থ কেহ আসি' এ ছায়ায়
তরু-তলে দূর্ব্বাদলে করে মা শয়ন,
যেন তার হৃদয় জুড়ায়।

সেফালীর বিলাপ।

হায়! জনমের কত সাথী মোর,
মরণের নাহি সাথী রে,
এত ক্ষুদ্র কি পাপে গো প্রাণ,
ওগো, একটী শুধু রাতি রে!

যুঁইও ফোটে তো আমার সনে,
বেলীও ফোটে তো সাঁঝে গো,
তারা, চারিধারে থাকে হাসিমুখ নিয়ে
আমি মরে যাই তার মাঝে গো!

যখনি কিশোর ফুরায়ে আসে,
পরাণে পরশে যৌবন-ঘোর,
অমনি এ প্রাণ ফুরায়ে যায়,
শুধু, অতৃপ্ত বাসনা থাকে মোর।

কিশোরের সনে মরণ আসে,
হায়, যৌবন নাহি বিকাশে,
পলকের তরে ছুঁইয়া যায়
শুধু, মেঘে বিজলীর রেখা সে!

নব প্রেমাঙ্কুর দেখা দেয় প্রাণে
ফুটিতে পারে না হায় গো,
নিশীথিনী নাহি ফুরা'তে ফুরা'তে
জীবন ফুরায়ে যায় গো!

শিশিরের বিন্দু পড়িয়া ললাটে
যত ফুল সব প্রভাতে
কি সুন্দর শোভা না জানি পায় রে
রক্ত-অরুণ-বিভাতে!

আমি পড়ে থাকি তরুর তলায়
হায়! কেহ নাহি মোরে চায় গো,
সাজি হাতে ফুল তুলিতে আসিয়া
আমারে দলিয়া যায় গো!

বেলী বলে, রবি কতই সুন্দর—
কত ভালবাসে তায় রে,
রবি দেখিবারে মনে সাধ জাগে
সে সাধ মেটে না হায় রে!

হায়! জনমের কত সাথী মোর,
মরণের নাহি সাথী রে!

এত ক্ষুদ্র কি পাপে গো প্রাণ
ওগো একটী শুধু রাতি রে!

নিশাশেষে কাঁদি কহে সেফালিকা,
"এত ক্ষুদ্র প্রাণ কি দোষে?"
কবি শুনি' হাসি' বলে,—অবোধিনি,
নিশির সীমন্তে শোভা সে!

যৌবন আসিতে ফুরাইয়া যাও,
সখি! থাক না যৌবন ফুরালে,
যৌবন-হারা জীবনে কি জ্বালা
জান না তো তুমি সরলে!

শুভ্র যৌবনের উদয় তুমি যে,
যৌবনের মৃত্যু নহ তো,
যৌবন হারায়ে জীবন রহিলে
কি যে জ্বালা জান না হ'ত!

গাছে ফোটা ফুলে শিশিরবিন্দুতে
যত শোভা দেখা যায় রে,
দুর্ব্বা'পরি তোর কোমল কপোলে
তার শত গুণ শোভা ভায় রে!

গাছে খুলে থাকে রূপের বাজার—
গোলাপ মল্লিকা চামেলী,
সখি! বৃন্তচ্যুত ওই মুখ-শোভা হেরি'
ভুলে যাই আমি সকলি।

কেন অবোধিনি! ভাব এ জীবন
ফুরায় নিশির সনে গো,
আর কোথা যদি না থাকও তুমি—
থাক যে কবির মনে গো!

প্রভাতে হেরি ও পাণ্ডু তনুখানি
শায়িত দুর্ব্বা-শয়নে,
সারা দিবা শুধু সেই মধুরিমা
জাগে যে কবির নয়নে!

মৃত্যু-পথে।

এই মরণের পথে পাতিয়া ধূলির শয্যা
কার তরে হায়!
ওগো চাহিয়া রয়েছি কোন্ পূর্ণিমা-আশায়?

দু' একটী ফোটে ফুল, দু' একটী পক্ক ফল,
ঝরে যায় কেহ বা মুকুলে,
নিশীথিনী চেয়ে থাকে শুধু
আকুল নয়ন দুটী তুলে'।

দু' একটী গাহে পাখী, আবার থামিয়া যায়
সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস,
দূর হতে শুনা যায়, কানে আসি পশে হায়
কার ওই আকুল নিশ্বাস ?

শ্রান্ত হয়ে রবি পড়ে, ঘুমায়ে সন্ধ্যার কোলে
আকাশেতে তারা থাকে জাগি,
তৃতীয়ার চাঁদ ফুটে অপূর্ণ প্রাণটী লয়ে',
বল বল, কোন পূর্ণ লাগি' ?

এই মরণের পথে পাতিয়া ধূলির শয্যা,
কার তরে হায় !
কার চির পদধ্বনি শুনিতেছি কান পাতি',
চেয়ে আছি কাহার আশায় ?

মরণ-সাধনা।

পল পল করি' কত কেটে যায় দিন,
দিনে দিনে যায় কত মাস ;
গায়ে এসে লাগে বুঝি মৃত্যুর বাতাস !
দিবসের কর্ম্ম যবে হয়ে যায় অবসান,
যখন বিরাম মাগে ক্লান্ত অবসন্ন প্রাণ,—
ঘুমাইতে চায়,
নিদ্রা এসে দেয় তার ঘুচাইয়ে ক্লান্তি-ভার
স্নেহ-কর পরশিয়া গায়।

পরিশ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণ ভারে ভেঙ্গে পড়ে তবু
চাহিয়া মরণ ;
জীর্ণ প্রাণ, র'ব তবু ধূলিতে মিশায়ে, করি'
ধূলি-আলিঙ্গন !
রেখে দিব প্রাণখানি নিশিদিন সযতনে
কৃপণের ধন সম লুকায়ে ঘরের কোণে,—
মৃত্যু পাছে চুরি করে তায়,
মরণের ছায়া পাছে লাগে এসে গায় !
"জীবনের স্বাদ" শুধু কবির গাথায় শুনি,
কে জানে কেমন !
জীবন ফুরায়ে যায় বহিয়া জীবন !

শত ফুল ফুটিতেছে, শত ফুল ঝরিতেছে,
শত প্রাণ ফুটিতেছে, শত প্রাণ ঝরিতেছে
রবি হাসে, শশী হাসে, ঊষা যায়, ঊষা আসে;
কি খেলা কে জানে!
যত প্রাণ বিলাইছে, বেড়ে যায় তত প্রাণ,
যত দেওয়া তত নেওয়া, নাহি তার পরিমাণ;
এ কি খেলা প্রাণ ল'য়ে প্রাণময় বিশ্ব মাঝে!
শত প্রাণ আসে যায় কাজে আর মিছা কাজে;
অন্ত কোন্‌খানে?
দেখ, দেখ কত জন হাসিতে হাসিতে পড়ে
যেন অবহেলে,
মরণ-তরঙ্গ-মাঝে কৌতূহলে ঝাঁপাইয়া—
খেলিবার ছলে!

পল পল করি' যায় দিন,
দিনে দিনে যায় কত মাস;
গায়ে এসে লাগে বুঝি মৃত্যুর বাতাস!
অয়ি বঙ্গমাতা,
শুনাওনি প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রে তব
মৃত্যুর বারতা!

শিখায়েছ শুধু তারে জীবনের দাস হ'তে,
দুর্ব্বল স্কন্ধেতে তার বহিবারে কোন মতে,
গর্দ্দভের প্রায়,
জীবনের প্রভু হয়ে জীবন গড়িয়ে ল'য়ে
প্রাণ দিতে শিখাওনি তায়!
দু' দিনের ক্ষুদ্র প্রাণ বাতাসে মিশায়,
কে তাহারে চায়?
মুহূর্ত্তে পতঙ্গ কত জন্মে, মরে শত শত,
সে প্রাণ কে চায়?
চোরে যারে চুরি করে মৃত্যু যারে লয় হ'রে
সে প্রাণ কে চায়?
শুধু প্রহরীর মত যারে দিবা রজনী জাগিয়া
রাখিতে হইবে আগুলিয়া,
সভয়ে রহিব চাহি' বিশীর্ণ কুসুম সম
ঝরে' বুঝি যায়,
খসে' বুঝি যয়,
সে প্রাণ কে চায়?

পল পল করি' যায় দিন,
দিন দিন করি' যায় মাস,
গায়ে এসে লাগে বুঝি মৃত্যুর বাতাস,
শরতের অন্তে যেন হেমন্তের শীতল নিশ্বাস

অয়ি বঙ্গমাতা,
এবার শিখাও তুমি প্রাণাধিক পুত্রে তব
মৃত্যুর বারতা।
শিখাও তাহারে এবে কেমনে করিতে হয়
মৃত্যু-আরাধনা,
মরণ-সাধনা!
ওগো বঙ্গকবি,
পূর্ব্ব-পিতামহী তব যেথায় চিতার বুকে
ঢালিয়া দিয়াছে তার কম-তনু হাসিমুখে,
আঁক সেই ছবি!
গাহ আজি উচ্চকণ্ঠে সুমঙ্গল মৃত্যুর কাহিনী,
যেথা বৈতরণী
গম্ভীর নিনাদে বহে দিবস-রজনী
তুলি' উচ্চ তান,—
শুনাও সে সিন্ধুপারে যে কল্লোল উঠে, তার
সুগম্ভীর গান!

শান্তি।

মলয়া বহিছে কেন বসন্ত-সংবাদ,
এসেছে আজিকে বুঝি মা'র আশীর্ব্বাদ।

তরুরা ভরিয়া কেন উঠেছে মুকুলে,
জননী চাহিয়াছেন বুঝি আঁখি তুলে।
সুবাসে সুবাসে গেছে কানন ভরিয়া,
বকুল দুর্ব্বার পরে পড়েছে ঝরিয়া।
অনন্ত বিস্মৃতি এ কি ক্ষুদ্র হিয়া মাঝ,
সুখ নাই, দুঃখ নাই, কিছু নাই আজ!
তারাগুলি স্থিরনেত্রে রয়েছে চাহিয়া,
কি যেন ভাবিছে প্রাণে বিভোর হইয়া।
কুসুম শৃঙ্খল নাই, মুক্ত চারি পাশ,
উড়িবার স্থান ওই অনন্ত আকাশ।
নির্ব্বাক-আনন্দে পূর্ণ হৃদয় আমার,
স্নেহের উচ্ছ্বাস যেন হেরি চারিধার।
দেবি গো, যে শান্তি পে'নু তোমার কৃপায়।
হৃদয় সিঞ্চিয়া তাই দিব তব পায়।



সন্ধ্যা

নিঃসম্বল।

যে ছিল সর্ব্বস্ব মোর, সর্ব্বস্ব কাড়িয়া
একদিন গেল পলাইয়া,
দেখি তার পদচিহ্ন হেথা হোথা আছে,
মোর তরে সে কেবল তাই রেখে গেছে।

অশ্রুজল ছিল মোর প্রাণের সঙ্গিনী,
চোখে চোখে রহিত সে দিবস যামিনী,
সেও যে সাধিবে বাদ আগে বুঝি নাই,
একদিন দেখিলাম তাই,
অশ্রুজলে গেছে ডুবে পদচিহ্ন তার,
সম্বলের শেষটুকু রহিল না আর!

এ কি কিছু নয়?

হে বিধাতা, বিশ্বস্রষ্টা, শুনি তুমি দয়াময়,
সুধাই তোমায়—
সর্ব্বস্ব যে ছিল মোর তাহারে কাড়িয়া নিলে,
এ কি কিছু নয়?

এ কি কিছু নয় প্রভু, খসে' পড়ে গাছ হ'তে
পাতাটী যেমন,
ফুল যথা সাঁঝে ফুটে, সকালে ঝরিয়া পড়ে,
এ ও কি তেমন?
তোমার বিপুল বিশ্ব বিশাল রাজত্ব তব,
তুমি রাজা তা'র,
তুমি কি বুঝিতে পার সে ছবি হারা'য়ে গেলে
কি ব্যথা আমার!
তুমি কি বুঝিতে পার কি সুখ আমারে দিত
কথা সে একটী,
সে কথা না শুনি যদি জগৎ আমার কাছে
শুধু ছাই মাটী।
তোমার বিপুল বিশ্বে জন্ম মৃত্যু ভাঙ্গা গড়া
খেলা দিবানিশি,
কেমনে বুঝিবে তুমি কি সুখ আমারে দিত
একটু সে হাসি!
তার ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি পল আলোচনে
হ'তেম সম্পূর্ণ,
সেই মুখখানি বিনা এ বিশ্ব আমার কাছে
হ'য়ে গে'ছে শূন্য!
তোমার বিশাল বিশ্বে হ'তে পারে অতি ক্ষুদ্র
জীবন তাহার,

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তার মোর কাছে শত যুগ
আনন্দ-পাথার।
আমার সে প্রাণময়ী প্রতিমা যেথায় ছিল
আজি শূন্যময়,
হে মহান্, হে বিধাতা, এ মোর মর্ম্মের ব্যথা
এ কি কিছু নয়?

অনল-নির্ব্বাণ।

ওই শান্ত সমুদ্রের তলে
কেমন শয়ন!
নিদ্রার কোমলাবেশে মোর
মুদে' মুদে' আসিবে নয়ন,
উপরে তরঙ্গবালাগণ
জ্যোৎস্না-পুষ্প করিবে চয়ন;
ওই শান্ত সমুদ্রের তলে
কেমন শয়ন!

আকাশে হাসিছে দেখ তারা,
হীরাপ্রভা তার
যতনে ধরেছে হৃদিমাঝে

শান্ত সে অসীম পারাবার,
শীতল ও বারিধি-সলিলে
জুড়াবে কি হৃদয় আমার ?

ডুবি যদি পূর্ণিমা-নিশীথে
জ্যোৎস্না-পারাবারে,
সুধাংশুর সুধাময় হাসি
জুড়া'তে কি পারিবে আমারে ?
বিশ্ব-ভরা জ্যোৎস্নার সমুদ্র
এ অনল নিবা'তে কি পারে ?

সমুদ্রও তপ্ত হবে হায়
আমার নিশ্বাসে,
সুধাংশু সে সুধা হারাইবে
গেলে তার পাশে।

দাও, দাও, এক বিন্দু করুণা তোমার,
হিম-পারাবার !
হে দেব মহান্,
কর, কর, এ দারুণ অনল-নির্ব্বাণ !

মিনতি।

ওহে দেব, শুধু এ মিনতি!
সহিতে পারি না আর মরণ-অনল-দাহ
হেন নিতি নিতি।
দগ্ধ করিবারে মোরে যদি বা নিয়তি থাকে,
দাও, মৃত্যু দাও,
এ দেহ-পঞ্জর মোর, প্রাণ মোর, হিয়া মোর,
পুড়াও, পুড়াও।
ভস্ম-স্তূপ দেহ প্রাণ একেবারে হ'লে এত
যন্ত্রণা হ'ত না,
মৃত্যু নাই মৃত্যু-ভোগ, সুস্থদেহে দাহ-জ্বালা,
পলে পলে অসহ্য যাতনা।

দাও শান্তি দাও!
হে দেবতা এই হিয়া করুণা-অমৃত দিয়া
জুড়াও জুড়াও!
নহে মৃত্যু দাও,
পলে পলে মৃত্যু-ভোগ অসহ্য অনল-দাহ
ঘুচাও, ঘুচাও।

তুমি ফিরা'য়ে দিলে!

প্রভু, তুমি ফিরা'য়ে দিলে,
কোথাও স্থান না পেয়ে,
জুড়াইতে দগ্ধ হিয়ে,
গিয়েছিনু ও পদতলে,
প্রভু, তুমি ফিরা'য়ে দিলে!

যখন যে দিকে চাই,
এই আছে, এই নাই,
কিছুতেই নাহিক বিশ্বাস,
সুখশূন্য আশাশূন্য
এই বিশ্ব মহারণ্য,
ওহে তুমি সবার আশ্বাস!
মোরে কেন করিলে নিরাশ?

দেখি চাহি' কত যাত্রী যায়,
তোমার চরণ-চিহ্ন ধরি,
আমি চাহি আগু পিছু
চিহ্ন নাহি পাই কিছু,
ওহে নাথ বিশ্বাসীর হরি,
অবিশ্বাসে পুড়ে শুধু মরি।

দেখি চাহি কত যাত্রী যায়,
কি আনন্দ তাদের হিয়ায়!
ধরণীর দুঃখ শ্রান্তি,
যত মোহ, যত ভ্রান্তি
সকলই দে'ছে বিসর্জ্জন,
শুধু আশা তোমার চরণ!

প্রভু, আমি দেখি তা'ই চেয়ে,
অনুতাপ-ব্যথিত হৃদয়ে,
হায়, যার কেহ নাই
তুমি জুড়া'বার ঠাঁই,
আমি জুড়াইব কোথা গিয়ে?

উঠিছে জীবের আর্ত্তস্বর,
"রক্ষা কর, প্রভু রক্ষা কর!"
আমি চারি দিকে চাই,
রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই,
সংশয়েতে কাতর অন্তর,
"কারে ডাকি, কে দিবে উত্তর?"

ওহে নাথ কাঙ্গালের বন্ধু!
ওহে প্রভু করুণার সিন্ধু!
বারেক উত্তর দাও,
মোর সনে কথা কও,
বারেক দেখাও মুখ-ইন্দু!

সেই কথা ল'য়ে দিবানিশি,
আনন্দ-সাগরে র'ব ভাসি,
শুধু সে' আশ্বাসে র'ব
আর কিছু না চাহিব,
স্বপনে হেরিব মুখশশী!

অরুণ পদতল।

আজ আমি ভিখারিণী হারায়েছি সকল সম্বল,—
দু'খানি অরুণ পদতল!
প্রতি পলে পলে আমি জাগিয়া পোহা'নু যামী
সযতনে হৃদয়ে বাঁধিয়া,
উষাকালে স্নান-তরে ডুবিনু নদীর নীরে,
জলে কোথা' গেল হারাইয়া!

কে জানে মা, নিশাশেষে হারাবে সলিলে এসে
দুখিনীর সকল সম্বল,
দু'খানি অরুণ পদতল!

সারা দিবা কাননে ফিরিয়া
আনিতাম কুসুম তুলিয়া,
জাগিয়া সকল রাতি ফুলদলে মালা গাঁথি
পদতলে দিতাম রাখিয়া,
অরুণ চরণ-তলে নব বিকশিত ফুলে
আঁখিজল দিতাম ঢালিয়া;
আজ ফুরায়েছে কাজ হারায়ে গিয়াছে আজ
অতলে, এ জীবন-সম্বল,
দু'খানি অরুণ পদতল!

পান্থ চলে যায় পথ দিয়া
আমার কুটীর পানে বিস্ময়-বিমুগ্ধ প্রাণে
চাহে তারা ফিরিয়া ফিরিয়া;
বলে তারা, "ভাঙ্গা ঘরে কিসে এত আলো করে?
"হেথায় কিসের শোভারাশি?
"এ কি গীতি, এ কি ছন্দ! যেন মকরন্দ-গন্ধ
ঘ্রাণে পশে কোথা হ'তে আসি!"

তারা তো জানে না, আছে লুকানো ঘরের মাঝে,
দুখিনীর জীবন-সম্বল,
দু'খানি অরুণ পদতল!

কণ্ঠ হ'তে কণ্ঠহার খুলে'
অঙ্গের ভূষণরাশি সকলি বিকা'নু আসি
রতন কিনিনু সেই মূলে;
স্রোতস্বিনীতীরে দাঁড়াইয়া,
যাহা কিছু ছিল ঘরে সব এক এক করে'
নদী-নীরে দিনু ভাসাইয়া,
শূন্যদেহে শূন্যকরে ফিরিয়া আসিনু ঘরে
শুধু সে রতন বুকে নিয়া;
আজি এ হৃদয় হ'তে কোথা ভেসে গেল স্রোতে
ভিখারীর অন্তিম-সম্বল,
দু'খানি অরুণ পদতল!

হে নাথ, সকলি সঁপি' দিয়াছি চরণে,
যাহা কিছু জীবনে মরণে,
কিবা অপরাধে আমি হারাইনু আজি স্বামি!
দুখিনীর জীবন-সম্বল,
তোমার অরুণ পদতল!

কেন তারে কেড়ে নিলে

জগতের মাঝে আমি যারে যত বাসি ভাল,
এক দিন কি ক্ষণে বা সব মিশে এক হলো,
তিল তিল করি আনি যত প্রেম বিশ্ব হতে,
এক দিন সব আমি করিলাম এক সাথে,
সেই প্রেম, শুধু এক জনে ঢেলে দিনু যদি,
কেন তারে কেড়ে নিলে, বল মোরে বল বিধি!

এক দিন ছিল মোর সকলই ছিল যবে,
সুখের সোহাগমালা ছিঁড়িয়া ফেলেছি এবে,
কত সখা কত সখী সুখে সুখী ছিল হায়,
দু'খানি চরণ-তলে সঁপিয়াছি সমুদায়;
সেই দিন এক জনে বঞ্চিত করিতে যদি,
বেঁচে তবু থাকিতাম, আজ কেন নিলে বিধি?

নদী ভালবাসিতাম, ভালবাসিতাম তারা,
বন্ধুর রূপেতে আজি মিশিয়া গিয়াছে তারা,
তারা শত ফুটে থাকে তাঁর সেই দুটী আঁখি
নদীও তাহাতে বহে, অবাক চাহিয়া দেখি;
বিশ্ব মোর রেখেছিনু সে জনার মাঝে বাঁধি,
কেন তারে কেড়ে নিলে বল বিধি বল বিধি!

স্বপ্ন ও জাগরণ।

উঠে বসি দেখিয়া স্বপন,
দেখি যেন কোন চোর
চুরি করিয়াছে মোর
মহামূল্য সঞ্চিত রতন।
নিদ্রাশ্রান্ত দুটী আঁখি,
মেলিতে পারি না সখি,
আধ নিদ্রা আধ জাগরণ!
অঞ্চলে যে বাঁধা ছিল
কোথায় হারা'য়ে গেল
আমার সে অমূল্য রতন!
পূবের জানালা দিয়া
জ্যোৎস্নারাশি আসি' পড়ে
শূন্য গৃহে শয্যায় আমার,
বাতাস ছুটিয়া আসে,
আবার পলায়ে যায়,
কেহ নাই কিছু নাই আর!

স্বপনেতে উঠি চমকিয়ে,
গঙ্গা যেন কলকলে
বহিতেছে দুলে দুলে
কূলে কূলে নাচিয়ে নাচিয়ে,

ম্লান শশী ডুবে যায়,
ধীরে যেন ফিরে চায়
সকরুণে মুখ পানে মোর,
আঁধার মিলায়ে যায়,
পূবে ঊষা হেসে চায়,
কেটে যায় রজনীর ঘোর।
আমি যেন কাঙ্গালিনী,
আমার অমূল্য মণি
জলে যেন গেল হারাইয়া,
(শূন্য শয্যা, নিদ্রাবেশে
হাতড়াই চারি পাশে)
স্বপনেতে উঠি চমকিয়া।

স্বপন কি সত্য জাগরণ ?
কে নিল আমার মণি,
কে করিল কাঙ্গালিনী,
শূন্য তনু, কোথা আভরণ ?
স্নান করি' গৃহে ফিরে
সিঁদুর পরিতে শিরে
কে নিল কাড়িয়া কৌটা মোর

নাহি পোহাইতে নিশি
চন্দ্রমা পড়িল খসি',
দেখ চাহি আঁধার অম্বর!
দর্পণের কাছে গিয়া
দেখি, এ কে দাঁড়াইয়া?
বিস্মৃতিতে বিলীন চেতন!
বার বার মুছি আঁখি,
মনে মনে ভাবি সখি!
স্বপন কি সত্য জাগরণ?

বৈশাখী পূর্ণিমা।

বৈশাখী পূর্ণিমা আজি ম্লান মুখখানি করি'
দাঁড়া'লেন পূর্ব্ব গগনের প্রান্তে ধীরি ধীরি,
ললাটের মণি তাঁর জলদের আবরণে
দীপ্তিহীন শোভাহীন হইয়াছে একেবারে,
সেই খেদে ম্লানমুখী, বুঝি তাঁর দু' নয়নে
ঝরিতে লাগিল অশ্রুবারিধারা ঝর-ঝরে।
চপলা সুন্দরী আসি উপহাস-হাসি হাসি'
উঁকি দিয়া জলদের অঙ্গে যাইতেছে মিশি।
উন্মাদ পবন করে ছুটাছুটি হাহা-স্বনে,
প্রত্যুত্তর আসে তার ঘন মেঘ-গরজনে!

হে পূর্ণিমে! তোমার এ নিদারুণ দশা দেখি',
আমারো নয়নে জল উথলি' উঠিল, সখি!
আঁচলে বাঁধিয়া আমি রেখেছিনু মণি মোর,
কোথা হারাইয়া গেল খুলিয়া অঞ্চল-ডোর!
আঁধার অদৃষ্টাকাশে বিষাদের মেঘ আসি',
ঢাকিয়া ফেলিল সখি! সুখের জ্যোছনারাশি।

বৃষ্টি হ'য়ে গেল ঝরি' নিবিড় জলদরাশি,
ওই যে ললাটে তব ফুটিল চাঁদের হাসি;
আমার এ নয়নের অশ্রুবারি-বরষণে
ধুইয়ে কি যাবে মেঘ অদৃষ্টের এ গগনে?
আবার কি চারি দিকে উথলিবে জ্যোৎস্নারাশি,
পুনঃ কি ফুটিবে তাহে নাথের বদন-শশী?

পূর্ণিমা-অবসানে।

পূর্ণিমা যদি হ'ল অবসান,
চন্দ্রবদন মোর!
তিমিরা রজনী তবু যায় আসে,
কত তারা ফুটে আঁধার আকাশে
ডোবে নি আকাশ চন্দ্রমা বিনা
অতল আঁধারে ঘোর;

চাঁদ ছিল যার ললাটের ভূষা
তারা পরি' তার মিটে কি পিপাসা ?
চাঁদ হারাইয়ে কি নিধি লইয়ে
আছে সে হইয়ে ভোর !
পূর্ণিমা যদি হ'ল অবসান,
চন্দ্রবদন মোর !

স্মৃতি-মন্দিরে রুধিয়া ত্নয়ার
জাগিয়া সকল রাতি,
হেথায় হোথায় কি আছে ছড়া'য়ে
খুঁজি খুঁজি পাতি পাতি,
পুরাতনে আনি আদর করিয়া,
যতনে তাহারে হৃদয়ে ধরিয়া,
বিগত জীবনে ডুবা'য়ে জীবন
পোহা'বে কি সারা রাতি ?
আঁধারে ডুবিয়া র'বে শুধু হিয়া
আলোক-ধেয়ানে ভোর ?
শুধু মিছা আশা, বৃথা এ ত্নরাশা,
চন্দ্রবদন মোর !

স্রোতে ভেসে যায় যেন তৃণগাছি
কোথা যায় নাহি জানে,
কাণ্ডারী বিনা যেমন তরণী
আবর্ত্তে ঘুরে দিবস-রজনী
ডুবিয়া সাগরে তবু নাহি মরে
অকূলের মাঝখানে।
চলে গৃহহীন পান্থ উদাসীন
একাকী দীর্ঘ পথে,
মেঘের মতন আকাশের গায়,
যেন বায়ুভরে ভেসে' চলে যায়,
জানে না সে যেতে হবে যে কোথায়,
আসিয়াছে কোথা হ'তে!
স্বপনের প্রায় শুধু পড়ে মনে,
পূর্ণ চন্দ্রমা উদিত গগনে
বাঁশী বেজেছিল কোন্ দূর বনে
"আয়, আয়, আয়, আয়!"
শুনে বাঁশী-গান পাগল হইয়ে,
ছুটে এসেছিল গৃহ তেয়াগিয়ে,
বংশীর স্বর গিয়াছে থামিয়ে
কে জানে সে কোথা যায়!

বিরহিণী গাঁথি কুসুমমালিকা
বাসর সাজায়ে রাখি,
বাতায়নে বসি বন্ধুর পথ
চাহে অনিমিষ-আঁখি।
কেহ নদী-তীরে বসে থাকে একা,
নিজে সে জানে না চায় কার দেখা,
তবু পল গণি' কাটায় রজনী,
কাটে দীর্ঘ দিন ও'র,
সমুখে প্রবাহ আসে চলে যায়,
ওঠে কুলুতান, আবার মিশায়,
নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছে চাহিয়ে
যেন কি স্বপনে ভোর;
এমনি করিয়া প্রতীক্ষা-হীন
কাটিয়া যা'বে কি তার চিরদিন?
বাসনা কি তার বাঁধিবে না আর
বাঞ্ছিতে প্রেম-ডোর?
পূর্ণিমা নিশি হ'লে অবসান,
চন্দ্রবদন মোর!

পূর্ণিমা নিশি ফিরিবে কি আর
চন্দ্রবদন মোর!
পোহাইয়ে কবে যাবে অমানিশি,
ক্রমে শশিকলা উঠিবে বিকশি',

জ্যোৎস্নাধারায় ভাসিবে ধরণী,
কাটিবে আঁধার ঘোর,
বাঁশী-স্বর আসি বাজিবে পরাণে,
মন টানি' ল'বে কোন বন-পানে,
বিফল প্রয়াসে বসি গৃহবাসে
ঝরিবে না আঁখি-লোর ;
পূর্ণিমা নিশি ফিরিবে কি আর
চন্দ্রবদন মোর !

নাই যদি আর আসে পূরণিমা,
থাক্ চির অমারাতি ;
স্মৃতি-মন্দিরে রুধিয়া দুয়ার
তিমির-শয়ন পাতি'
আঁধারে ডুবিয়া রবে শুধু হিয়া
আলোকের ধ্যানে ভোর,
এ আশাও যেন দুরাশা না হয়
চন্দ্রবদন মোর !

ভান।

"আমার সর্ব্বস্ব!" বলি' বৃথা ভান করি,
তুমি কি হৃদয়ে আছ? হৃদয়বিহারী!
লোকে জানে তব ধ্যানে সন্ন্যাসিনী আমি,
তুমি জান এ অন্তর ওহে অন্তর্যামী,
কি কপট, কি কঠিন, স্নেহহীন, প্রেমহীন,
এ মোর হৃদয়, ওহে হৃদয়বিহারী,
তোমারে সর্ব্বস্ব বলি' বৃথা ভান করি।

লোকে জানে তব ধ্যানে সন্ন্যাসিনী আমি,
তুমি জান এ অন্তর ওহে অন্তর্যামী!
এই যে উদিত ঊষা পূরব-গগনে,
দীনা কি মগনা তব শ্রীচরণ-ধ্যানে?
এই যে মধ্যাহ্ন-তপ্ত শব্দহীন ধরা,
আমি কি তোমারি তরে আকুলা বিধুরা?
চন্দ্রকর-সুশীতল শান্ত স্নিগ্ধ নিশি
তোমারি ধেয়ানে জাগি পোহাই কি বসি'?
নহে নাথ, নহে, বৃথা ভান সব মোর,
অন্তর্যামী জান তুমি আমার অন্তর!
লোকে জানে সর্ব্বত্যাগী আমি উদাসিনী
তোমারি ধেয়ানে যাপি দিবস-রজনী,

জানে না তো কেহ ত্যাগে কিবা অভিমান,
জানে না এ ঔদাসীন্য শুধু বৃথা ভান!
লোকে দেখে এ হৃদয় নির্ম্মল শীতল,
জানেনা কি বিষ সেথা সংসার-গরল!

ওহে অন্তর্যামি, ওহে সর্ব্বস্ব আমার!
দাসীরে এ সম্বোধনে দাও অধিকার।
কেন তুমি সহিতেছ এত অত্যাচার?
ভাঙ্গ নাথ, বৃথা যত অভিমান তার,
দাও লজ্জা কর হেয় সংসার মাঝারে,
সে ভুলে বলিয়া তুমি ভুল না তাহারে।

বর্ষায়।

আমি চরণ-চিহ্ন ধরিয়া ধরিয়া
চলিতেছিলাম পথে,
বর্ষা আসিয়া দাড়া'ল আকাশে
নিবিড় নীরদ-কুন্তল-পাশে
ঢাকি দশ দিশি কাঁদে দিবানিশি,
পঙ্কিল-জল-স্রোতে

চরণ-চিহ্ন গেল যে ধুইয়া,
প্রান্তর মাঝে দিক্ হারাইয়া
দাঁড়া'য়ে রহিনু পথে।
যদি পাষাণে থাকিত লেখা,
বর্ষা-সলিলে ধুইয়া যে'ত না
চরণ-চিহ্ন-রেখা।

আমি আঁধার নিশীথে দীপ লয়ে হাতে
চলিতেছিলাম পথে,
বর্ষা আসিয়া দাঁড়া'ল আকাশে,
ঝঞ্ঝা তাহার দীর্ঘ-নিশাসে
উঠে তরঙ্গ তটিনীর বুকে
দুই কূল ভাসে স্রোতে,
হু-হু-হু-হু রবে বনে কি উৎসবে
করিতেছে মাতামাতি।
লুণ্ঠিত তরু চুমে বনধূলি,
ভূতলে লুটায় বন-বধূগুলি,
দীপশিখা মোর গেল যে নিবিয়া
দুর্গম পথে সাথী,
দিক্‌হারা হ'য়ে রহিনু দাঁড়ায়ে
একেলা আঁধার রাতি;

যদি হৃদয়ে রহিত ঢাকা,
ঝঞ্ঝা-বাতাসে যে'ত না নিবিয়া
আমার আলোকরেখা।

আমি ধ্রুবতারা হেরি' চলিতেছিলাম
একাকী দীর্ঘ পথে,
বর্ষা আসিয়া দাঁড়াল আকাশে,
ঘন মেঘমালা তার চারি পাশে
ক্রমে ক্রমে আসি ছাইল গগন
কে জানে যে কোথা হ'তে!
ঝর-ঝর-ঝরে অবিরল ঝরে
প্রবল বর্ষা-ধারা,—
মত্ত দাদুরী, শিখী কেকা করে
আনন্দে মাতোয়ারা!
কণ্টকবন হ'তে কেতকীর
মদির গন্ধ আসে,
ধ্রুবতারা মোর গেল যে ঢাকিয়া,
আমি অন্ধকারে দিক্ হারাইয়া
পথ ছাড়ি মোর অপথে চলিনু
বিভোল কেতকী-বাসে।

যদি হৃদয়ে থাকিত ছায়া,
মেঘের আঁধারে ডুবিলেও ধ্রুব
যে'ত না সে হারাইয়া!

বৈদ্যনাথ-যাত্রী।

ঐ যায় দেখা যায় রে!
"বৈজ্‌নাথ জিউকো মন্দির ধ্বজা"
ঐ যায় দেখা যায় রে,
তৃষিত, আকুল দর্শন-পিপাসী—
আনন্দ-গীত গায় রে!

পথ-শ্রমে প্রাণ অবসন্ন বড়,
জাগিয়া উঠিছে হায় রে,
বহুদিনকার শ্রম টুটিয়াছে,
মন্দির দেখা যায় রে!
আনন্দ আনিবে পথ-শ্রম রাখি
শীতল দু'খানি পায় রে!
"বৈজ্‌নাথ জিউ কো মন্দির ধ্বজা"
যায় ঐ দেখা যায় রে!

অবসন্ন প্রাণ জাগিয়া উঠেছে,
হরষে গিয়াছে ভরিয়া,
আনন্দ-সলিল বহিছে নয়নে,
শ্রান্তি গিয়াছে মরিয়া।
দুঃখী কাঙ্গালীরা সংসার ভুলিয়া
আনন্দ-গীত গায় রে,
"বৈজ্‌নাথ জিউ কো মন্দির ধ্বজা"
যায় ঐ দেখা যায় রে!

তুমি বসে আছ মন্দিরের মাঝে
রাজরাজেশ্বর হইয়ে,
কাঙ্গালেরা আসে দূর হ'তে ছুটে
উপহার-ভার লইয়ে।
সুধাই তোমারে, "ওগো শিলাময়,
"হিয়াও কি গড়া শিলাতে?
"চুম্বকের মত আকর্ষ সবারে
কি জানি কিসের ছলাতে?"
দূরে যা, সন্দেহ! ওই শোন ওই
পথের কাঙ্গাল গায় রে,
"বৈজ্‌নাথ জিউ কো মন্দির ধ্বজা"
যায় ঐ দেখা যায় রে!

হৃদয় আমার! কি দেখিস্ চেয়ে
অবাকের মত থাকি গো,
পারিস্ যদি রে ভক্তি শিখিতে
পথের ও ধূলি মাখি' গো!
মরিয়া বাঁচিয়া ক্ষীণ প্রাণ লয়ে
দর্শন শুধু চায় রে,
মন্দির-ধ্বজা হেরিয়া হৃদয়ে
আনন্দ বহে যায় রে!

মাতৃমূর্ত্তি।

(হালুয়াইয়ের মন্দিরে)

নির্জ্জন শৈলের শিরে পাষাণ মন্দির মাঝে
কে তুমি গো করুণা-রূপিণি,
নিভৃতে বসিয়া একাকিনী।

বসি' এ[illegible] নিরিবিলি' ছেলে লয়ে কোলে তুলি'
*বৈজনাথ [illegible]মিষে হের মুখ তার,
[illegible]তের জননী আমার!

আজিকে পড়েছে ধরা মা তোর চাতুরী করা,
সেজেছিস্ পাষাণ প্রতিমা,
তবু তোর ঐ দৃষ্টি তাহে ঝরে সুধা বৃষ্টি,
কি মাধুরী নাহি তার সীমা!

মা, তোর চাতুরী করা নয়নে পড়েছে ধরা
ও চাহনি লুকাবি কোথায়?
মা, তোর চাতুরী করা অধরে পড়েছে ধরা
সুধা মাখা হাসি ঝরে তায়।

এসেছে যে ক্ষ্যাপা ছেলে সে কি মা ভুলালে [illegible]ায়ে,
পাষাণ বসনখানি খুলি
স্নেহের নয়নে চেয়ে মুখে তার চুমা খেয়ে'
নে' আজি তাহারে কোলে তুলি'।

পূর্ণকাম।

দেবতার মন্দির আমার!
কতদিন পরে ভুলি' দুয়ার দিয়াছে খুলি',
অভাগায় এত কৃপা কার?
এতদিন পরে আজ সিংহাসনে হৃদিরাজ
হেরি রাজরাজেশ্বরে মোর,
ওরে আজি চারি পাশে কলহাস্য, কি উচ্ছ্বাসে
চিত্ত বৃত্তি হয়েছে বিভোর!
দেহে গেহে নাহি কাজ সব লুটাইয়া আজ
সন্ন্যাসিনী সাজ একবার,
আবার সে পূজা ব্রতে দীক্ষা নে' রে ভাল মতে
খুলিয়াছে মন্দির-দুয়ার!

কে জানে যে কত শশী সেথা ঢালে সুধারাশি,
কে জানে যে কত রবি উজল-কিরণ-ছবি,
কে জানে কি সুখ-উৎস উৎসারিত চারি পাশে তার,
আমার সে সুখের আগার!
এক দিন কোন্ ভুলে দেবতারে গেনু ভুলে,
ঘুমাইনু কুহকে কাহার,
নিদ্রা-অন্তে মেলি' আঁখি চমকি' চাহিয়া দেখি
রুদ্ধ সেই মন্দির-দুয়ার,
আশ্রয়ের স্থান নাহি আর!
চেয়ে দেখি চারি ধার, ফুলে শোভা নাহি আর,
মৃদুল মলয়-শ্বাসে সুধা-গন্ধ নাহি আসে,
চারি দিক অন্ধকারময়,
শূন্য মন্দিরের দ্বারে একা পড়ি অন্ধকারে,
তীব্র তাপে বিদীর্ণ হৃদয়,
আকাঙ্ক্ষা-আকুল আঁখি
দেবালয়,

একা পড়ে আছি নিরাশ্রয়,
হারাইয়া সুখের নিলয়।
আজি কোথা হ'তে পাখী কি সুরে উঠিল ডাকি'
সুধাময় স্বর যেন তার,
আজি দখিণা বাতাসে কুসুমের বাস আসে,
সুধাকর নীলাকাশে কি সুধার হাসি হাসে,
কি সুবাসে পূর্ণ চারিধার;
চেয়ে দেখি জলে স্থলে কি তরঙ্গ কি হিল্লোলে
জ্যোতিরাশি নাশে অন্ধকার:

বহুদিন পরে আজ পড়িয়াছে মনে,
প্রাণেশ্বর, স্বামী তুমি জীবনে মরণে!

হৃদয়-সমুদ্রে।

শোন সখি ও যে হৃদয় জলধি
সীমাহীন পারাবার,
তীর হতে ধীরনয়নে চাহিয়া
সীমানা পাবি কি তার?
নিশা কেটে যায়, ঊষা হেসে' আসে,
কুয়াসা-বাঁধনে সাগরে আকাশে
হ'য়ে যেন একাকার,
আকাশ-সিন্ধু সলিল-সিন্ধু
ব্যবধান নাহি তার!
ধীরে ধীরে সেই সঙ্গম হ'তে
কিরণ-মুকুট শিরে,
তরুণ অরুণ উদিল যখন
পূরব-সিন্ধু-তীরে,
সিন্ধু-সলিলে যখন তাহার
কিরণ পড়িল আসি',
কি বুঝিবি সখি! সাগরের প্রাণে
উছলে কি সুখরাশি!

নব আনন্দ, নব জাগরণে,
নূতন জগত নূতন সৃজনে
নব উৎসাহ নবীন জীবনে
সকলি নূতন তার,
কি অসীম সুখে হিল্লোলি' উঠে
সীমাহীন পারাবার!

চণ্ড প্রখর সূর্য্য-কিরণে
যখন তপ্ত ধরা,
চেয়ে দেখ সখি, সমুদ্র-জলে
আলোকে কি খেলা প্রতি হিল্লোলে,
কিরণের মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া
গলায় পরিছে তারা।
বুদ্বুদ উঠে, বুদ্বুদ টুটে,
কি আলোক তাহে ঝলকিয়া উঠে,
মরীচিকা যেন করিছে সৃজন
সলিলে আলোকে মিশি,
বিনা পারাবার এ অনল আর
রাখিতে পারে কে গ্রাসি?
সিন্ধু বিনা কে ধরিবারে পারে
হৃদে এ অনলরাশি?

ঝঞ্ঝা বাতাস ভীম ঝঙ্কারে
উন্মাদ সম যবে
দিক্ হতে ছুটে দিগন্ত পানে
তাণ্ডবে হা হা রবে,
কি বুঝিবি সখি! সাগর-হৃদয়
মেতে উঠে কিবা তানে,
কি অধীর তা'র হৃদয় তখন
প্রলয়-মদিরা-পানে।
তখন ঝঞ্ঝা-ঝঙ্কারে মিশি'
গরজে কি ঘোর তরঙ্গরাশি,
বেলা-বাঁধ টুটি' যেতে চায় ছুটি'–
যে'তে চায় কোন্‌খানে?
তখন বজ্র-হুঙ্কারে মিশি
ফেনিলোচ্ছল তরঙ্গরাশি
আপনারে যেন নাশিয়া গ্রাসিয়া
জগত গ্রাসিতে চায়,
প্রলয়-মদিরা-পানে মাতোয়ারা,
পাগল হয়েছে তায়।
কি বুঝিবি সখি, পাগলের প্রাণ
তখন কি সুখে ভাসে,
ভীষণ বজ্র-হুঙ্কারে তা'র
কার স্বর কানে আসে?

সখি, কি বুঝিবি মরণ লইয়া
জীবনের খেলা তার,
কি অসীম সুখে অশান্ত চিত
সীমাহীন পারাবার!

শান্তি! শান্তি! সকল ক্লান্তি
ভ্রান্তি ঘুচেছে আজ,
হয়েছে উদিত পূর্ণচন্দ্র
আকাশ-সিন্ধু-মাঝ।
হয়েছে উদিত পূর্ণচন্দ্র
আকাশ-সিন্ধু-মাঝে,
তার ছবি আজ লহরে লহরে
সিন্ধু-হৃদয়ে রাজে;
দীপ্ত ভুবন প্রেমের আলোকে,
তৃপ্ত বাসনারাশি,
সলিল-স্রোত গিয়াছে আজি কে
অমৃত-স্রোতে ভাসি।
উচ্ছল জল কল কল কল
অস্ফুট গীতিরবে
কি কথা বলিতে চায়, যায় ভুলি,
নমিবারে চায় আকুলি ব্যাকুলি
সহস্র শিরে সবে।

কি বুঝিবি সখি! কি শান্ত আজি এ
অশান্ত পারাবার,
হৃদয়ানন্দ চন্দ্রমা আজ
উদিত তাহার হৃদয়-মাঝ,
শান্তি, শান্তি, ভ্রান্তি ক্লান্তি
কিছুই নাহিক তার!

স্নেহ-ঋণ।

দুর্ব্বহ হয়েছে ঋণ-ভার!
প্রতি পলে প্রতি পলে এত কৃপা দাও ঢেলে,
অপরাধে শুধু ক্ষমা সহে না আমার।

নদীরে দিয়াছ বারি, বিলায় পিপাসাতুরে,
পাখীরে দিয়াছ গান, গায় সুমধুর সুরে,
কুসুমে যে মধু আছে, সকলি সে বিলায়েছে—
সঞ্চয় কিছুই নাহি তার!

কি সুন্দর নীল সিন্ধু, কি হিল্লোল নীল জলে,
শান্ত স্নিগ্ধ বারিরাশি যত দূর দৃষ্টি চলে,
অপার সৌন্দর্য্য-পারাবার!

কি সুন্দর নীলাম্বর, মেঘে কত শোভারাশি,
শত রঙ্গে কত খেলা শত রঙ্গে মিশামিশি,
সৌন্দর্য্যের অন্ত কোথা তার?
কি সুন্দর শৈলমালা, তরু লতা সবে মিলি,
স্নেহ-ডোরে বাঁধি তারে গলাগলি কোলাকুলি,
শিলাতল হতে ছুটি' ক্ষীণা তন্বী নির্ঝরিণী
যতনে ধোয়া'য়ে দিয়া অচলের পদখানি
নদীতে মিশায় ক্ষীণধার।

হে নাথ, সকলে চায় আপনারে বিলাইতে,
ব্যাকুল হৃদয় সবে আপনারে ঢেলে দিতে,
সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্যডালা নিতি আনে উপহার,
তবু নিতি নব রূপ, অফুরাণ শোভা তার,
যত দেয় তত পায়, তত বিলাইতে চায়,
আদি অন্ত কিছু নাহি তার।

আমি আপনারে বহি যেন অতি দীন হীন,
ভ্রমিতেছি জগতের দ্বারে দ্বারে প্রতিদিন,
কত জন স্নেহ-আশে আমার নিকটে আসে,
কত দীন দুঃখী জন নিতি অশ্রুজলে ভাসে,

ফিরে যায় দুয়ারে আমার,
ভাণ্ডারে রয়েছে মোর মাণিক রতন কত,
অন্তরে স্নেহের উৎস, বহি কৃপণের মত,
আপনার মুখ চাহি আপনার ছায়া হেরি
যাপি এ উজ্জ্বল দিবা, যাপি দীর্ঘ বিভাবরী,
বিলাইতে নাহি জানি, বহিতেছি অবিরত;
হে নাথ, ভিখারী আর কে আছে আমার মত?
করুণা, জগত হ'তে উছলিছে শত স্রোতে
বরষিছে বৃষ্টি-সম মস্তকে আমার,
দুর্ব্বহ সে স্নেহ-ঋণ-ভার!

আপনার ছায়া হেরি আপনারে ধ্যান করি
পারি না কাটা'তে আর এই দিবা বিভাবরী,
আপনার দুঃখ স্মরি নিত্য গৃহ-কোণে বসি
ঢালিতে পারি না আর পবিত্র এ অশ্রুরাশি,
প্রতিদিন দীন সম বহি আপনার ভার,
প্রতিদিন স্নেহ-ঋণ উপরেতে বহি তার,
বড় শ্রান্ত হৃদয় আমার!

হে দেবতা, মিনতি আমার!
এত ক্ষমা, প্রেম, প্রীতি, এ স্নেহ করুণা নিতি
প্রতিদিন এত ঋণভার,
সহে না আমার!

স্নেহ হ'তে মুক্তি দাও, অপরাধে শাস্তি দাও,
বজ্রাঘাতে ভেঙ্গে দাও হৃদয় আমার,
সহে না দুর্ব্বহ স্নেহভার!

কি ক্ষতি আমার?

লোকে যদি দুখী বলে কি ক্ষতি আমার?
এই যে অম্বর-তলে শত হীরা মণি জ্বলে,
আমি বিনা এ রতনে কার অধিকার?
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না মম মায়ের স্নেহের সম
বিছাইয়া দেয় সুখ-শয়ন আমার।
স্নিগ্ধ অমা-অন্ধকারে ডুবে থাকি একেবারে,
শান্ত অন্ধকার, শান্তিময় অন্ধকার!
আমি বিনা এ সকলে কার অধিকার?
সমুদ্রের নীল জলে কিবা শান্তি কি হিল্লোলে
কূলহারা কি অপূর্ব্ব শোভারাশি তার!
আকাশের নীল জলে জ্বল জ্বল তারা জ্বলে,
কূলহারা মেঘমালা অনন্ত উদার!
সুনীল বনান্ত-রেখা আকাশের অঙ্গে মাখা,
শৈলমালা মেখলার বন্ধন ধরার,
ধরণী পুলকভরে পলে নব শোভা ধরে,—
রূপরাশি যত মোরে দেয় উপহার,

ফুলটী যে বনে হাসে, সেও মোরে ভালবাসে,—
মনে হয়, আমি যেন সাম্রাজ্ঞী ধরার,
মাধুরী রতনে সব মোর অধিকার।

লোকে যদি দুখী বলে, কি ক্ষতি আমার ?
একটু স্নেহের তরে শত জন কেঁদে মরে,
আমি দেখি চারিধারে স্নেহ-পারাবার।
ওই যে আকাশ-ভালে ধ্রুব শুকতারা জ্বলে,—
মায়ের করুণা-আঁখি ও দুটী আমার।
কিসে তার যায় আসে, মা যাহারে ভালবাসে,—
মার বাহু আছে বেড়া চারি পাশে যার?
কিসে তার যায় আসে— ভাই যারে ভালবাসে,
আর কি জগতে আছে প্রয়োজন তার ?
আমার যে এ ধরণী— মায়ের আঙ্গিনাখানি,
ভাই বোনে খেলা হেথা নিতুই আমার;
কি তাহার দুঃখ, বিশ্ব যার আপনার ?

লোকে যদি দুখী বলে, কি ক্ষতি আমার!
এই যে হৃদয়-মাঝে প্রাণের দেবতা সাজে,—
নূপুর-প্রভায় যাঁর আলো চারিধার,
হীরা অয়স্কান্ত মণি তুচ্ছ, তারে নাহি গণি,
প্রেমকান্ত মণিময় সিংহাসন তাঁর।

শত ইন্দু পড়ে খসি' প্রিয়ের মধুর হাসি,
রূপরাশি ভরা এই মন্দির আমার।
কি স্নিগ্ধ সুবাস ছুটে, কি আলো ঝলকি উঠে,
প্রাণ-দীপে করি যবে আরতি তাঁহার!
তবে এ জগত-মাঝ আর তার কিসে কাজ—
প্রাণকান্ত আছে যার প্রাণের মাঝার!
লোকে যদি দুখী বলে, কি ক্ষতি আমার?

বিপদে সম্পাদ

যখন প্রবল দারুণ অনল দহিবে মরমতল,
তখন স্মরণ হইবে তোমার শীতল চরণ-তল;
তাই মাগি নাথ, অনলের জ্বালা তোমার চরণে আমি
শীতল-চরণ— পরশে শীতল হইব এ আশে, স্বামি!

যবে চারিধার প্রলয়-আঁধার ঘিরি তার মায়াপাশে
গ্রাসিতে নাশিতে চাহিবে আমারে দারুণ মৃত্যু-ফাঁসে,
তখন তোমার চন্দ্র-বদন হেরিব হৃদয়ে আমি,
তাই সে প্রলয়— আঁধারে না ডরি আমার হৃদয়-স্বামি!

যখন হৃদয় উন্মাদ হয়ে ছিঁড়ি তব প্রেমডোর
আনে অশান্তি চৌদিকে তুলে' বিদ্রোহ-রোল ঘোর
কেড়ে নিতে চায় তোমার আসন,— চিন্তা করি না আমি,
আমি জানি, রাজা! প্রতাপ তোমার, স্বামী-মোর, মোর স্বামী!

তুমি যদি মোরে নাহি শিখাইতে কে মোরে শিখায়ে দিত,—
বিপদের মাঝে রয়েছে লুকানো সম্পদরাশি এত?
তুমি যদি নাহি দিতে দেখাইয়া কে দেখা'ত নাহি জানি,—
আঁধার গোপনে পরেছে হৃদয়ে আলোকের মালাখানি।
তুমি যদি মোরে নাহি পিয়াইতে, বুঝিব কেমন করি,—
শান্তি সুধা যে রেখেছ গোপনে অশান্তি-ঘট ভরি।

ওহে নাথ, তুমি সেই বিপদে সম্পদ,
জীবন আমার,
জীবনের জীবন আমার!
পূর্ণচন্দ্র তুমি মোর আঁধার নিশীথে বরষায়
হৃদয়ের চন্দ্রমা আমার!

চকিতে পলকে যবে হেরি রূপরাশি,
সূর্য্যমুখী সম ওঠে হৃদয় বিকশি,
জীবন আমার,
হৃদয়ের তপন আমার!

বহুদিন অনাবৃষ্টি, তীব্র পিপাসায়
ঊর্দ্ধ্বমুখে চেয়ে থাকি চাতকের প্রায়,
অকস্মাৎ কোথা হ'তে ঝরে বারিধার
প্রসাদ তোমার,
নবঘন নীরদ আমার!

সারাদিন সংসারের দীর্ঘ পর্য্যটনে
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত চিত্ত, আসিছে নয়নে
নিদ্রাঘোর, তাই মাথা ল'য়ে কোলে তুলি,
ললাটে বুলাও হাত, কেশপাশ খুলি'
এলায়ে দিয়াছ চারিপাশে,
সন্ধ্যার বাতাসে,
বসে আছ মুখপানে চাহিয়া আমার,
স্নেহময়ী জননী আমার!

এম্‌নি সন্ধ্যাবেলা।

এম্‌নি সন্ধ্যাবেলা!
গৃহকাজ সারি মুক্ত বায়ে বসি
দেখিতে চাঁদের খেলা,
মন খুলে দিই অনন্ত-মাঝার
প্রাণ হ'তে ঝাড়ি ধূলা।

জলবিন্দু আসে নয়নের কোণে,
সে তো নয় অশ্রু ফেলা,
সন্ধ্যার স্নেহেতে অশ্রু হয়ে ঝরে
দিবসের যত জ্বালা,
এম্‌নি সন্ধ্যাবেলা!

শূন্য অপার, করে চারিধার
বায়ু ছুটাছুটি খেলা,
আকাশের কোলে শত রঙ্গে কত
আসে যায় মেঘমেলা,
কে জানে কোথায় ফুটে মুছে যায়!
স্মৃতি কভু যায় ভোলা?
কে জানে কেমনে সুপ্ত সলিলে
বায়ু দিয়ে যায় দোলা।
পুরাণ দিনের কত কথা আসে
কত হাসি কত খেলা,
এম্‌নি সন্ধ্যাবেলা!

শেফালির রাশি হয়ে গেছে বাসি,
ধূলায় রয়েছে ঢালা,
শুখায়ে গিয়েছে কতদিনকার
আধখানি গাঁথা মালা।

সাঁঝের বাতাস এখনো কি দেয়
শুষ্ক মালায় মাখি,
ক্রীড়া-চঞ্চল অঙ্গুলি-খেলা
ব্রীড়ানত দুটি আঁখি?
কি জানি কে ওরে করেছে যতন
কেন এত অবহেলা,
এম্‌নি সন্ধ্যাবেলা!

ফোটা ফুল নিয়া নাচিত বাতাসে
সাধের মালতী বালা,
সখীরা আসিত, ডাকিতে আমায়—
বাগানে করিতে খেলা।
চরণের চিহ্ন এখনও বুকে
তোমারি চরণ-ধূলা,
আর একদিন এই রুক্ষকেশে
পরায়ে দে'ছিলে মালা,
এম্‌নি সন্ধ্যাবেলা!

মালা নাই আর, শুকায়ে গিয়াছে
বুকে আছে জ্বালাটুক্‌,
সখী নাই আর, তবু আঁকা বুকে
সখীর মধুর মুখ!

দিবসে কাহিনী ঢাকা থাকে বুকে
সংসারের শত কাজে,
সন্ধ্যা-অন্ধকার আনে গাঁথি হার
কাহিনী হৃদয় মাঝে,
ওগো গরল কেবল প্রেমের চুম্বন
মালা মাঝে বড় জ্বালা,
এম্‌নি সন্ধ্যাবেলা!

জ্যোৎস্না-রাত্রে।

স্নেহবাহুপাশে বাঁধি' নিদ্রামগ্না ধরা,
স্নেহময়ী জ্যোৎস্নারাণী, রজত-অম্বরা,
হেরিতেছে নিদ্রামগ্ন মুখখানি তা'র
পড়িছে কপোলতলে আসি বার বার
নীরদ কুন্তলরাশি; দখিনা পবন
যেন তাঁর মৃদু মৃদু অঞ্চলবীজন।
স্নেহ-দৃষ্টিপূর্ণ অবনত দুটি আঁখি,
ধরণীর ললাটেতে করখানি রাখি'
আছেন নীরবে বসি', স্তব্ধ দিক্‌বালা,
ঘুমায়ে পড়েছে ভীমা তরঙ্গসঙ্কুলা
উন্মাদিনী পদ্মা, সুপ্ত সলিলে তাহার
পরশিছে স্নেহাঞ্চল স্নিগ্ধ জ্যোছনার।

খণ্ড খণ্ড শুভ্রমেঘ আকাশসাগরে
যেতেছে ভাসিয়া ; সেই সমুদ্রমাঝারে
ভাসায়েছে খেলাছলে কোন্ সুরবালা
রাশি রাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাদীপমালা ;
উজলিয়া প্রশান্ত সে নীল সিন্ধুতল
ফুটে আছে একখানি সোনার কমল।

হে সুন্দর, ওহে নাথ, হৃদয়রঞ্জন!
হৃদয়-আকাশে মোর চন্দ্রমা তপন!
ওহে বন্ধু, আজি আমি বড় আশা করি'
আসিয়াছি দেখিবারে ও রূপমাধুরী,
দিবে না কি তুমি দেখা ? আজি একবার
হেরিব স্রষ্টার রূপ সৃষ্টির মাঝার!
মনে হয় পরশিয়া যেন স্নেহ-কর,
শান্তি মাঝে ডুবায়েছ শ্রান্ত চরাচর,
আজি যেন বিশ্ব তব পেয়ে পদাশ্রয়
ঘুমায়ে পড়েছে, নাথ, নিঃশঙ্কহৃদয়!
কার তরে অম্বরে এ শোভা অপরূপ ?
হে নাথ, এ মাধুরীর কোথায় মধুপ ?
কে ভাসাবে এ সৌন্দর্য্য-সাগরে তরণী ?
কার কোলে ঘুমায়েছে অশান্ত ধরণী ?

সচকিতা জ্যোৎস্নারাণী কার অপেক্ষায়?
হে সুন্দর! হও আসি বারেক উদয়!
দেখ, দেখ, নিদ্রামগ্না ধরণী তোমায়,
বারেক চুম্বন কর মুখখানি তার!

"আমিত্ব"।

সাধুর নিকটে গিয়াছিনু
জীবনের উপদেশ নিতে,
কর্ণে মন্ত্র দিলেন আমায়—
"হবে তোর 'আমিত্ব' ত্যজিতে!"

"তুমি" মন্ত্র পেয়ে গৃহে আসি'
নিশি দিন তাই জপ করি,
ভেবেছিনু, জপিতে জপিতে
আপনারে যাইব বিস্মরি'।

মুখ শুধু "তুমি, তুমি" বলে,
মন বলে "তোমারই আমি"।
নিরজনে মন্ত্রের সাধনা,
এই মত রঙ্গ দিবা-যামী।

"আমিত্ব" না পারিনু ত্যজিতে
বিফল সে সাধনা আমার,
সিন্ধু মাঝে বিন্দু মিশাইব,
উপায় না পাই কিছু তার!

অবাধ্য হইয়া মন মোর
"আমি আছি, :আমি আছি" বলে,
আমি যে তোমারি চিরদিন,
দাসী আমি তব পদতলে!

"শত আমি দিলে ও চরণে
তবু, কভু মিটে না পিপাসা"
মন বলে, ''আমি নাই যদি,
আমার কিসের ভালবাসা?"

"মায়া ও মুক্তি।"

তুমি শুনিবারে চেয়েছিলে
জীবনের কাহিনী আমার;
তবে এস, বহুদিন পরে
পূর্ব্ব-স্মৃতি তুলি একবার!

* * * *

কি সুন্দর কি যে মধুময়
চিন্তাহীন নবীন জীবন।
মাতৃস্নেহবৃন্তে ফুটে'ছিনু
প্রভাতের ফুলের মতন।

প্রভাতের পাখীটী যেমন
বিভোর সে আপনার গানে,
কে জানে যে ফুরাইলে বেলা
খেলা শেষ হবে কোন্‌খানে!

সহসা উঠিল জাগি মনে
চমকিয়া বিদ্যুতের প্রায়,
(স্বপ্ন হ'তে জাগিলাম যেন)
"কিসে পাব মুক্তির উপায়?"

"কিসে পাব মুক্তির উপায়?"
দিন যায় পুন আসে দিন,
কত ভাবি, কত ভাঙ্গি গড়ি,
প্রাণ চিন্তা-ক্লিষ্ট, শান্তিহীন।

পুস্তক পড়িয়া লভি জ্ঞান,
রাশি রাশি গ্রন্থ-অধ্যয়নে
কত পণ্ডিতের কত মত,
কোন্ পথে যাব ভাবি মনে।

কত লোক বুঝায় যে কত,
পিতা মাতা আকুল চিন্তায়,
আমার হৃদয় শুধু ভাবে,—
"কিসে পাব মুক্তির উপায়?"

জ্যোৎস্নাময়ী নীরব নিশীথে
নদী-তীরে থাকিতাম বসে',
ভরিয়া যাইত হিয়া মোর
কার যেন আকুল নিশ্বাসে।

বুঝি না তো হৃদয়ের ভাষা,
তাই হিয়া বড়ই উদাস :
শত জনে শত কথা বলে,
কার কথা করিব বিশ্বাস?

অতি মৃদু পবন-হিল্লোলে
নদীর হৃদয় কেন কাঁপে?
বনের মর্ম্মর মৃদুধ্বনি
পূর্ণ যেন মর্ম্মের বিলাপে।

বড় বড় গাছগুলা শুধু
দাঁড়াইয়া থাকে ছায়া নিয়া,
ছায়ায় কি রেখেছে লুকায়ে
আমারে তো দিত না বলিয়া।

মাথার উপরে ঝুরু ঝুরু
পবন বহিয়া যেত দূরে,
ইঙ্গিতে ডাকিয়া যেত মোরে
যেন কোন্ রহস্যের পুরে।

আকাশে চাঁদের পাশ দিয়া
সাদা সাদা মেঘ ভেসে যায়,
শূন্যপ্রাণে ভাবিতাম আমি
"কিসে পাব মুক্তির উপায়!"

তার পর? শোন তার পর,
জীবনের নবীন অধ্যায়;
মায়া ত্যাগ করি' যাব বনে,
সেই মোর মুক্তির উপায়!
জননীর স্নেহের বন্ধন,
জনকের জীবনের আশা,
আর মোর প্রফুল্ল কমল
ভাই বোন্‌দের ভালবাসা;

এই মায়া ? এরি নাম মায়া ?
করেছিনু কি দারুণ ভুল !
সাঁতারিয়া কে হইবে পার
ভালবাসা সমুদ্র অকূল ?
পড়েছিনু পুস্তকে যখন—
বিশ্ব শুধু অলীক স্বপন,
কেন মায়া কেন মিথ্যা সব
এ কথা ত ভাবিনি তখন !
পড়িতাম, "কেহ কারো নয়,
এ পৃথিবী দু' দিনের ঘর ;"
ভাবি নি তো দেহ ছাই হ'লে
আত্মা কি কখনো হয় পর ?

প্রথামত গৈরিক পরিয়া,
জননীরে করিয়া আকুল,
সংসার ত্যজিয়া গেনু হায়,
জীবনে সে কি দারুণ ভুল !
সংসার ত্যজিয়া গেনু সখি,
কি সংসার, ত্যজিনু কেমনে,
তার পর কি করিতে হবে
এ সব ভাবি নি কভু মনে।

দিন যায়, দিন আসে তবু,
বসিয়া রহে না মোর তরে;
কে জানে কিনারা পাব কি না,
তরী মোর ডুবিবে সাগরে?
মায়া ত্যাগ করিতে হইবে
মন হ'তে মায়ে করি দূর,
তবে পাব মুক্তির উপায়
হ'তে হ'বে আগেতে নিষ্ঠুর!
কত চেষ্টা করি দিবানিশি,
প্রাণ মোর বাঁধিয়া শৃঙ্খলে,
কি দারুণ মুক্তির কণ্টক!
পোড়া মন ভুলিয়া না ভুলে।

দেহ ঢাকা গৈরিক বসনে
শুষ্ক প্রাণে জপি "হরি হরি!"
কাহারো উত্তর নাহি পাই,
কারে ডাকি বুঝিতে না পারি।
ভাবি যবে নয়ন মুদিয়া
চারিদিকে দেখি অন্ধকার,
এই অন্ধকার-নদী মাঝে
কেমনে সাঁতারি' হব পার?

ধীরে ধীরে আসে অবিশ্বাস,
সংশয় মিটিতে নাহি চায়,
অধীর হইয়া ভাবি শেষে,
"এ নহে কি মুক্তির উপায় ?"

তার পর আর এক স্রোত
কোথায় ফেলিল আনি মোরে,
আবার পড়িনু আসি সখি,
"মায়াময় সংসারের" ঘোরে।
ঘরে ফিরে এসে যবে সখি,
প্রণাম করিনু মার পায়ে,
জননীর অশ্রুর নির্ঝরে
কি শান্তি যে ঢালিল হৃদয়ে !

এই মায়া ? হয় হোক্ মায়া,
এ মায়ায় থাকি চিরদিন,
দূর করি বৃথা তর্ক যত,
মার কোলে ভাবনাবিহীন।
এই মিথ্যা ? কল্পনা এ সব ?
আমি তবে সত্য হ'নু কিসে ?
হরি সত্য জানিব কেমনে
র'ব বল কাহার আশ্বাসে ?

হোক্ স্বপ্ন, হোক্ মিথ্যা খেলা
খেলি আছে যত খেলা বাকি,
এই খেলা খেলে যেন যাই,
মিছা আমি যতক্ষণ থাকি।

ভুলে গেনু মুক্তির প্রলাপ,
ভাই বোন্ নিয়ে করি খেলা;
পুস্তক খুলি না কভু আর,
অবিশ্বাস, আর অবহেলা;
ডুবিয়া রহিনু মার স্নেহে,
সে যেন অসীম পারাবার,
তবু কি অভাবে প্রাণ মাঝে
জাগিয়া উঠিত হাহাকার?

*   *   *   *   *

জীবনের আর এক দিন,
তোমারে যে দিন পেনু সখি,
কি মাধুরী! মিটে না পিপাসা,
নব নব যত বার দেখি।
কি এক মোহিনীমন্ত্র দিলে
কানে কানে গোপনে আমার,
আত্মাময় দেখিনু জগত—
বিশ্ব শুধু সুখের আগার!

কোথায় বন্ধন, মুক্তি কোথা,
কোথা গেল শোক তাপ জরা,
তুমি এসে আঁকিলে সমুখে
স্বপ্নময়ী মধুর অমরা !

আচম্বিতে কঠোর আঘাতে
এ মোহ কাটিয়া গেল সখি,
মা আমার গেলেন চলিয়া,
বেঁচেছিনু যাঁহারে নিরখি।
স্নেহ দিয়া গঠিত প্রতিমা,
সে দেহ চিতায় হ'ল ছাই,
সেই স্মৃতি সেই ধ্যান শুধু,
প্রাণে মোর আর কিছু নাই।
নিতান্ত একেলা ! মনে হ'ত
কে যেন আমারে ভালবাসে,
আমি তারে দেখি না ফিরিয়া,
সে সদা বেড়ায় পাশে পাশে।
আবার কখন মনে হ'ত—
মার মত কেহ বুঝি আছে,
আমি তারে দেখিয়া দেখি না,
সে সদা বেড়ায় কাছে কাছে।

নদী-তীরে থাকিতাম বসি
শত শত চিন্তায় বিহ্বল,
কে যেন দাঁড়ায়ে মোর কাছে
ফেলিত স্নেহের আঁখিজল।
তোমারে যখন মনে হ'ত
তখনি উঠিত মোর মনে,—
তোমারো অধিক প্রিয়তম
আছে কোথা লুকায়ে গোপনে।
সেই পুরাতন হরিনাম
মধুর হইতে হ'ল মধু,
সাধ হ'ত হরি হরি ব'লে
নিরজনে কাঁদি বসে' শুধু।
বুঝিলাম, সত্যময় যিনি,
মিথ্যা নয় সৃষ্টি সে হাতের,
রোদনে যে এত সুখ আছে,
না কাঁদিয়ে কে পেয়েছে টের!
ছিঁড়ি যদি প্রেমের বাঁধন,
কিসে সে পড়িবে তবে ধরা?
কোথা মুক্তি পাব বলে মিছা
কাজ কি এ ছুটাছুটী করা?
তুমি সখি দাঁড়াইতে কাছে
মূর্ত্তিখানি যেন বনদেবী,

স্নেহ-ভক্তি-প্রীতি-প্রেম দিয়া
কে গড়িল আমার পৃথিবী?
ঘুচে গেছে মুক্তির প্রলাপ,
এ যে এক নূতন জীবন,
সাধ করে' পরিয়াছি গলে
প্রাণেশের প্রেমের বাঁধন।

নিবেদন।

আমারে হরণ করিয়া লও হে
নিখিল-চিত্ত-চোর!
নিবিড় কোমল ভুজ-বন্ধনে
বাঁধ হে চিত্ত মোর
আমার আকাশ, আমার তারা,
আমার স্বর্গ, আমার ধরা,
আমার হরষ, আমার সুখ,
দিবস রজনী মোর,
সকল ব্যাপিয়া সর্ব্বময় হে
নিখিল-চিত্ত-চোর,
বেড়িয়া কোমল ভুজ-বন্ধনে
বাঁধ হে চিত্ত মোর!

মোরে অধিকার করিয়া লও হে
রাজার রাজা মোর,
বিদ্রোহী চিতে করিয়া দমন,
প্রেম-শৃঙ্খলে কর বন্ধন,
নিজ অধিকার কর হে প্রচার
দমি' অশান্তি ঘোর,
হে মহারাজা, হৃদয় রাজা,
রাজার রাজা মোর!

চরণসেবিকা কর হে গ্রহণ
স্বামী মোর, প্রভু মোর!
ব্যর্থ-জীবন সফল কর হে
স্বামী মোর, প্রভু মোর
বহুদিন হ'তে আছি এই আশে,
তোমার রাতুল চরণ-পরশে
অনল হইবে তুষারশীতল,
বিভাবরী হবে ভোর,
করোনা বঞ্চনা জীবন-ঈশ্বর,
স্বামী মোর, প্রভু মোর!

মরণ আমার।

মরণ আমার!
মায়ের মতন তুমি নিশিদিন শিয়রে বসিয়া
আমার মুখের পানে নিদ্রাহীন রয়েছ চাহিয়া;
কখনো বা অতি ধীরে তাপ-তপ্ত ললাটের 'পরে—
একবার পরশিছ তোমার তুষার-হিম-করে;
গণিতেছ প্রতিপল, প্রতিদণ্ড, যাম যামিনীর,
কখন্ কোলেতে মোরে তুলি' ল'য়ে হইবে সুস্থির?
এত স্নেহ এত যত্ন মা বিনা জগতে আছে কার?
স্নেহময়ী মায়াময়ী মাতৃরূপা মরণ আমার!

মরণ আমার!
প্রতিদিন গণিতেছ প্রতি পদক্ষেপ পায় পায়,
উৎকণ্ঠিত প্রিয় সম দিবানিশি আছ প্রতীক্ষায়;
প্রবাসীর তরে যেন পথ-প্রান্তে সঁপিয়াছ মন;
তৃষাতুর, চেয়ে আছ সে মাহেন্দ্র মিলনের ক্ষণ
কবে পাবে করতলে প্রিয়-ধ্যান তপস্যার ফল,
মূহূর্ত্ত মূহূর্ত্ত করি' তাই তুমি গণিছ কেবল;
প্রাণাধিক-প্রিয় বিনা এত মিলনের তৃষা কার?
জীবন-মরণাধিক-প্রিয় সম মরণ আমার!

মরণ আমার!
সরে' যাবে দৃষ্টি হ'তে যবে যবনিকা কুয়াসার,
চিরদীপ্ত চিরতপ্ত জ্যোতির্ম্ময় মূরতি তোমার
ছায়াহীন হ'য়ে হবে প্রকাশিত সম্মুখে আমার,
ছায়াসম স্বপ্নসম এই তব নিত্য আনাগোনা
যখন পড়িবে ধরা, তখন তোমারে যাবে জানা;
ধরি ধরি, ছুঁই ছুঁই, আশঙ্কা আশ্বাস দূরে যাবে,
ভ্রান্তিহীন নগ্ন সত্য সম্মুখে প্রকাশ যবে পাবে,
আমার এ দুরাশা কি পূর্ণ হবে তখন, মরণ!
আকাঙ্ক্ষার আকাঙ্ক্ষিত, জীবনে ও মরণে শরণ,
মানসে গড়িয়া পূজি' মনোময় দুর্ল্লভ চরণ,
তোমারি মূরতি মাঝে পাব কি তাহার দরশন?
করুণা-অমৃতময়ী মাতৃরূপা আমার দেবতা
তোমার মূরতি ধরি' জুড়াইয়া দিবেন কি ব্যথা?
দেখিব কি যাহা কিছু কাম্য এ জীবন-তপস্যার,
সব মিশি এক সাথে হইয়াছে মরণ আমার!

জীবন-উপভোগ।

মরিব দু' দিন পরে, তাই
সকলে এল যে কাছাকাছি,

চাহিয়া স্নেহের মুখগুলি
সাধ হয় কিছুদিন বাঁচি।

আমি তো পড়িয়া ছিনু হেথা
মরণের অপেক্ষা করিয়া,
তোরা কেন স্নেহ-মুখ নিয়ে
কাছে এসে দাঁড়ালি ঘিরিয়া?

চিতা তো সজ্জিত আছে ওই
পথ চাহি' শবদেহ লাগি',
পহরে পহরে যায় রাতি,
শিয়রে মরণ বসি' জাগি'।

শুধু মনে পড়ে তোমাদের
সকলের মর্ম্মোচ্ছ্বাসি স্নেহ,
মনে নাই, কবে গো বিরাগে
ফিরাইয়া দিয়াছিলে কেহ।

সকলে এসেছে কাছাকাছি—
জগতের যত ভাই বোন,
তৃষ্ণা পুরি' করি উপভোগ
দুটী দিনে সম্পূর্ণ জীবন।

মিলন।

কত দিন, কত দিন, ওহো, কত দিন পরে
আবার মিলন!
কি ভাবে যে এত দিন কাটিয়া গিয়াছে দিন!
জীবন এমন!
প্রবল তুফান তুলে, কত স্রোত গেছে চলে,
চোখের সম্মুখে,
কত শত বজ্রাঘাত হইয়া গিয়াছে সাধে,
সহেছি এ বুকে।
পল পল অনুপলে, গণি' কাটায়েছি দিন,
এক এক করে',
আবার দেখিতে পেনু ও মধুর মুখখানি
কত দিন পরে!

কত শত শত যুগ, ভাঙ্গা প্রাণ লয়ে আছি
আকাশে চাহিয়া,—
জীবনের একটানা অবিরাম গতিস্রোত—
যেতেছে বহিয়া।
কত দিন কেটে গেল শান্তিহারা সুখহারা
প্রাণখানি ধরে,

একটী বাসনা শুধু,— আশাপথ চেয়ে আছি
শুধু এক মুহূর্ত্তের তরে।
কত দিন পরে হায়, কত দিন পরে পাব
সে মাহেন্দ্রক্ষণ,
কত দিন পরে হায়, ফুটিবে অধরপরে
একটী চুম্বন!
মৃদু সে মধুর ধীর, অমৃতের সম বাণী
কত দিন পরে,—
পরাণ শিহরি তুলি ঢেলে দিবে সুধাধারা
শ্রবণবিবরে।
শুধু এই ক্ষীণ রেখা আশার আলোক ধরি'
যাপি এ জীবন।
আর কিছু সাধ নাই, কত দিন পরে পাব
সে মাহেন্দ্রক্ষণ?

এক একবার ফোটে বিশুষ্ক পরাণ মাঝে
ভাবের বিকাশ,
এক একবার এই নির্জ্জীব পরাণে আসে
আশার উচ্ছ্বাস;
তখন স্বপন ভেঙ্গে চারি দিকে চেয়ে দেখি
এ ঝটিকা হায়!

তখন উন্মত্ত প্রাণ, রহিতে চাহে না আর,
ছুটে যেতে চায়।
তখন এ জীবনের দুর্ব্বিষহ ভার হয়
দ্বিগুণ দুর্ব্বহ,
তখন এ নয়নের অঝোর সলিলধার
মুছায় কি কেহ?
প্রচণ্ড ঝটিকা সনে রণ-রঙ্গে শ্রান্ত যথা
নির্ব্বাত সাগর,
তেমনি আপনি কেঁদে হৃদয় ঘুমায়ে পড়ে,
ধূলির উপর।
মা-হারা শিশুর মত অনাথ অভাগা হায়
আমার হৃদয়,
অলস অবশ মাথা, রাখিবে কাহার কোলে,—
ধূলায় লুটায়।

এতদিন পরে আজি যুগ যুগান্তর পরে
সফল জীবন,
চির-আশা-পথ-চাওয়া— রতন পেয়েছি আজ,
সে মাহেন্দ্রক্ষণ!
প্রাণের বাঞ্ছিত চির, দুর্ল্লভ সময় সেই
একটী মুহূর্ত্ত,

অবশ প্রাণে তুফান উঠেছে আজ
সুখের আবর্ত্ত!
কত ক্লেশ যন্ত্রণায় জানি না কেমন করে'
কেটেছে সময়,
এত যতনের সেই সাগর-সিঞ্চিত ধন
এখনি ফুরায়।
রেখে যাও, দিয়ে যাও, একটী চাহনি সেই—
একটুকু হাসি,
একটু আদর করে' মুছাইয়া যাও, সখি,
এই অশ্রুরাশি।
অনেক দিনের পর অভাগা পরাণ মোর
আদর পাইয়া,
তোমার মুখের পানে অবাক হইয়া আজ
থাকিবে চাহিয়া।
সে ছাড়া জগত-মাঝে, আপন যে কেহ আছে
ভুলে গেছে এবে,
কখন করেনি আশা— হেথায় কাহারো কাছে
ভালবাসা পাবে।
এত অনাদর পরে একটু আদর পেয়ে
আমার পরাণ,
মলিন বদনখানি থাকিবে আনত করে'
করে' অভিমান।

ঘটনায় ঘটনায়, জর্জ্জরিত কলেবর,
মরমেতে মরা,
অবশ হইয়া গেছে একেবারে তনুখানি
মুমূর্ষুর পারা।
চাহিতে শকতি নাই, কাঁদিতে শকতি নাই,—
বলিবারে কথা,
অসাড় নিস্পন্দ তনু বজ্রের আঘাতে আর
লাগেনাক ব্যথা।
সম্মুখে হাসিছে কেহ, সম্মুখে কাঁদিছে কেহ,
নাহি মনোযোগ।
অবশ নিশ্চল কায়া লুটায় ধরার কোলে,
দুরারোগ্য রোগ!
আলো নাই, আশা নাই, আঁধার, আঁধার, শুধু
ভীষণ আঁধার!
এই ভীম অন্ধকারে, একেলা রয়েছে পড়ে
হৃদয় আমার।
এতদিন পরে বুঝি পথ ভুলে আসিয়াছে
একটু কিরণ,
এত দিন পরে বুঝি বহিছে বসন্তানিল
জুড়াতে জীবন।
এতদিনে অনুকূল হয়েছে দেবতা বুঝি,—
তাই এ প্রসাদ,

এতদিনে ফুলকুল সুরভি নিশ্বাসে ঢালে
প্রিয় আশীর্ব্বাদ,
এতদিনে প্রতিকূল ভীষণ তরঙ্গ বুঝি
হয়েছে সদয়,
অবাক্ নয়ন মেলি দেখিছে অতৃপ্তনেত্রে
আমার হৃদয়।
অসহ দুঃখের পরে, এ অসহ সুখ বুঝি
সহে না আবার,
তোমার স্নেহের ক্রোড়ে, মরণ-শয়নে শুয়ে
বিশ্রাম তাহার।

সমর্পণ।

কত প্রেম তুমি দিতেছ ঢালিয়া
হৃদয়-পাত্রে মম,
তুমি জান দেব! ক্ষুদ্র হৃদয়,
এত প্রেম তাহে স্থান নাহি হয়,
পাত্র ভরিয়া পড়ে উছলিয়া
বহে যায় নদী সম;
তবু নাহি প্রেমে বিরাম তোমার,
ক্ষুদ্র হৃদয় মম।

আমি, চাহি চারি দিকে বিচিত্র ধরা,
চিত্রের নাহি ওর,
বিশ্বের এই রূপ-পারাবারে
সাধ্য আমার নাহিক সাঁতারে,
মুগ্ধ হইয়ে শুধু থাকি চেয়ে
আনন্দে হৃদি ভোর;
মাধুরী-সিন্ধু সম্মুখে বহে—
দুটি আঁখি শুধু মোর!

পাখী-কলরব, অলি-গুঞ্জন,
মধুর ঝিল্লীধ্বনি,—
নিশিদিন বায়ু বহিয়া বহিয়া
শ্রবণে ঢালিছে আনি।
এত স্বরসুধা, তবু তার মাঝে
ও কি ও কি সুরে কোথা বাঁশী বাজে?
মূর্চ্ছিত প্রাণ পড়িছে ঢলিয়া
অমৃত-সেবনে ভোর;
কত সুধা তুমি ঢেলে দিবে আর
ক্ষুদ্র হৃদয়ে মোর?

তবে শুন দাতা, ভিখারীর তব
এক নিবেদন আর,

এত সম্পদ রাখিব কোথায় ?
ক্ষুদ্র হৃদয়, স্থান নাহি তায়,
হৃদয় সহিত সম্পদ মোর
তুমি লও তার ভার ;
দাতা, ভিখারীর ভিক্ষার ধন
কোথায় রাখিব আর ?

রূপ-সমুদ্র-তীরে বসে' থাকি,
সাঁতারে শক্তি নাই,
ডুবিয়া মরিতে সাধ হয় চিতে,
দাতা এ' ভিক্ষা চাই !
নির্ম্মল ওই সমুদ্রতল,
কতই শান্ত, কত না শীতল,
তীরে দাঁড়াইয়া রূপ-তরঙ্গ
দেখিতে বাসনা নাই ;
অগাধ-মাধুরী- সিন্ধু-মাঝারে
ডুবিয়া থাকিতে চাই।

ভিখারিণী,—লই চিরদিন দান,
মনে সাধ হয় কভু—
ভিক্ষার ধন করি অর্পণ
তোমার চরণে প্রভু !

তাই এ হৃদয় এনেছি আমার
তোমার চরণে দিতে উপহার,
দান প্রতিদান হোক অবসান,
শেষ হোক্ বাসনার ;
চির-ভিখারীর দৈন্য মিটাও
দান লয়ে আজি তার !

অমারাত্রে ।

আজিকার দিনে অয়ি স্নেহময়ী দেবি, মোর
লহ উপহার,
যে অশ্রুতে তোমা তরে বসি এত দিন ধরে'
গেঁথেছিনু হার ;
প্রবল অনল-ধূমে যে মেঘের হয়েছিল
হৃদয়ে সঞ্চার,
আজি সে প্রবল ধারে বরষিছে স্নিগ্ধবারি,
লহ উপহার !

জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশি, উছলিত দশ দিশি
পুলকে আলোকে,
আশাপূর্ণ প্রাণ লয়ে চাহিতাম আকাশের
সেই ছায়ালোকে,

বাধা পে'ত প্রাণ মোর, উঠিত না ফুটিত না
উচ্ছ্বাস আমার,
তোমার দুয়ারে গিয়ে ফিরিয়া আসিত মোর
মর্ম্ম-উপহার !

প্রখর .কিরণরাশি বরষিত শতধারে
যবে দিনমণি,
মহিম-আলোকময় আঁকিতাম ছবিখানি
তোমার, জননি !
ফুটিত না আলোরেখা এ আঁধার পটে, চেষ্টা—
বিফল আমার,
সাজানো রহিত ডালি, নিতে কেহ আসিত না
মর্ম্ম-উপহার।

উষা আসে ধীরে ধীরে, আসিতে মিলায়ে যায়
এমনি মাধুরী !
সন্ধ্যা আঁকে নীল নভে তার সে সলাজ ছবি
বুঝি করি চুরি।
বাতাস বহিয়া যায়, মনে হয় যেন তব
অঞ্চল-বাতাস,
যেন তুমি অবহেলে না চাহিয়া চলে গেলে,
এমনি উদাস !

আজিকে করুণাময়ী স্নেহময়ী অমানিশি,
যতন করিয়া
করিছে চুম্বন মোরে দু'খানি বাহুর ডোরে
হৃদয়ে ধরিয়া।
আঁধার-সাগর-মাঝ ডুবিয়া রয়েছি আজ
মিটাইয়া সাধ,
আলো-দগ্ধ এ পরাণে বরষিছে অমারাণী
স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ।
উচ্ছ্বাসে আসিছে ছুটে পরাণ-কন্দরে অশ্রু-
প্রবাহ আমার,
লহ, লহ, স্নেহময়ী! আজি স্নিগ্ধ অমারাত্রে
শেষ উপহার!